চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 7 March, 2019 ■ আগরতলা, ৭ মার্চ, ২০২০ ইং ■ ২৩ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মিজো ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরায় পুণর্বাসন নিয়েও ষড়যন্ত্রের ব্লু প্রিন্ট রচনা নেতাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। শরনার্থী জীবন থেকে মূল স্রোতে ফিরে আসোক ত্রিপুরায় বিভিন্ন শিবিরে আশ্রিত রিয়াং জনজাতিরা, তা হয়তো চাইছেন না তাদের নেতারা। শরনার্থী নেতা ব্রুনো মসার কথায়, ত্রিপুরায় ৮ জেলায় ১৮টি স্থানে ব্রু শরনার্থীদের পুনর্বাসন দেওয়া হলে তাদের আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তাই তিনি রাজ্য সরকারের ওই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়েছেন।

দুই দশকের অধিক সময় ধরে ত্রিপুরায় শরনার্থীর জীবন-যাপন করছেন মিজোরাম থেকে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হয়ে আসা ব্রু জনজাতিরা। নিজ রাজ্যে হিংসার শিকার হয়ে ত্রিপুরায় প্রাণ রক্ষায় তারা আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনে একাধিক প্রচেষ্টা সত্বেও বাড়ে বাড়েই তা ভেস্তে গিয়েছে। বলা যেতেই পারে, ব্রু শরনার্থী নেতাদের অনিচ্ছায় হয়তো প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া প্রতিবার ভেস্তে গিয়েছে। অবশেষে ত্রিপুরা সরকার তাদের পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দীর্ঘ দুই দশকের সমস্যার অবসান করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার কালবিলম্ব দেরি না করে ত্রিপুরা সরকারের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছে।

তাতে ব্রু শরনার্থীদের ত্রিপুরায় পুনর্বাসনে জায়গা চিহ্নিত করতে হবে, রাজ্য সরকারকে। সেই হিসেবে ৮ জেলায় ১৮টি স্থান চিহ্নিত করেছে রাজ্য সরকার। কিন্তু, তাতেও নতুন করে জটিলতা সৃষ্টি করতে চাইছে শরনার্থী নেতারা। অন্তত, ব্রুনো মসার সাথে আলোচনায় এমনটাই মনে হয়েছে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় বিভিন্ন শিবিরে আশ্রিত ব্রু শরনার্থীদের তিন থেকে চারটি স্থানে পুনর্বাসন দেওয়া হোক। তাদের বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পুনর্বাসন দেওয়া হলে আখেরে ব্রু শরনার্থীরা উপকৃত হবেন না। তার দাবি, তাতে ব্রু জনজাতিদের আর্থ-সামাজিক সমস্যা দেখা দেবে।

এদিকে, কাঞ্চনপুরে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চের আচরণে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। তার কথায়, জাতি-উপজাতির মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। তার দাবি, প্রত্যেকের সাথে মিলে মিশে থাকতে চাইছি আমরা। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করা হচ্ছে। এবিষয়ে তারা বৈঠকে আলোচনা করবেন বলে ব্রুনো মসা জানিয়েছেন।

আমতলীতে বাইক দূর্ঘটনায় নিহত এক ছাত্র আহত আরও এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। বাইক দূর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক যুবক। আহত হয়েছেন আরও এক যুবক। দূর্ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার দুপুরে আমতলী স্কুল সংলগ্ন জাতীয় সড়কে। টিআর০১-একে-৭৮২৪ নম্বরের একটি বাইক নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগরতলার দিকে আসছিল ভাস্কর ছেত্রী ও বিনিন প্রসাদ। দুজনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিষয়ের ২য় সেমিস্টারের ছাত্র।

বাইকটি আমতলী স্কুল সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছতেই একটি গাড়ি বাইকে ধাক্কা দেয়। তাতে বাইকের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। দুজনেই রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় ভাস্কর ছেত্রী। ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। আহত বিপিন প্রসাদকে স্থানীয় জনগণ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থ করেছে। পুলিশ দূর্ঘটনার একটি মামলা নিয়েছে। ঘাতক গাড়িটির সন্ধানে তল্লাসী চালানো হচ্ছে। রাতে খবর লেখা পর্যন্ত গাড়িটির কোন হদিশ মিলেনি।

আমবাসায় ছাত্রাবাস থেকে নিখোঁজ ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার জলাশয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। সিধাই মোহনপুর এলাকার বাসিন্দা অমেন্দ্র দেববর্মার ছেলে সান দেববর্মা। বয়স ১১ বছর। আমবাসা মহকুমার অন্তর্গত উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিন সাধুটিলা এলাকার রাধা মোহন ম্যামোরিয়াল আশ্রম স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ছিল সে। বিদ্যালয়েরই ছাত্রাবাসে সে থাকতো। বৃহস্পতিবার সে নিখোঁজ হয়ে যায় ছাত্রাবাস থেকে। শুক্রবার সকালে তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় ছাত্রবাসের পাশের একটি জলাশয় থেকে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় বৃহস্পতিবার বিকালে সে ছাত্রাবাস থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। সন্ধ্যার সময় ছাত্রাবাসের রুল কল করলে ধরা পরে সান দেববর্মা অনুপস্থিত। তখন হোস্টেল সুপার বিষয়টি বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল অমিত সাহাকে জানান। দ্রুত বিদ্যালয়ে ছুটে আসেন প্রিন্সিপাল অমিত সাহা। তিনি তখন বিদ্যালয়ের দুই কর্মীকে আমবাসা রেলস্টেশনে পাঠান সান দেববর্মার সন্ধানে। কিন্তু সান দেববর্মার কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। পরবর্তী সময় আমবাসা থানার পুলিশ ও নিখোঁজ ছাত্রর পরিবারকে এই বিষয়ে অবগত করা হয় বলে জানান বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল অমিত সাহা।

রাতেই আমবাসা থানার পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাসি চালায় কিন্তু নিখোঁজ সান দেববর্মার কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। শুক্রবার সকালেও পুলিশ যথারীতি নিখোঁজ ছাত্রর সন্ধানে তল্লাসি শুরু করে। স্কুলের পাশের লেইকের জল থেকে সান দেববর্মার দেহ উদ্ধারের পর নিয়ে যাওয়া হয় কুলাই জেলা হসাপাতালে। কিন্তু হাঁসপাতালের চিকিৎসক সান দেববর্মাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তিনি জানান প্রাথমিক ভাবে মনে হচ্ছে জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে সান দেববর্মার। তবে ময়না তদন্তের পর সান দেববর্মার মৃত্যুর আসল কারন জানা যাবে। এইদিকে মৃত সান দেববর্মার দাদু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুক্রবার আট দফা দাবীতে আগরতলায় আইন অমান্য আন্দোলন শ্রমজীবী মহিলা সমন্বয় কমিটির। ছবি নিজস্ব।

পর্ষদের উত্তরপত্র মূল্যায়নের আরও তিনটি সেন্টার করবে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য আরও তিনটি সেন্টার স্থাপন করবে রাজ্য সরকার। অগরতলা কুমারঘাট ও উদয়পুরে সেন্টারে উত্তরপত্র মূল্যায়ন হবে। শুধু তাই নয়, গ্রীষ্মকালীন ছুটির বদলে মাধ্যমিক ও দ্বাদশ পরীক্ষা সমাপ্ত হতেই উত্তরপত্র মূল্যায়নে হাত দেওয়া হবে। তাতে, গ্রীষ্মকালীন ছুটি উপভোগ করতে পারবেন উত্তরপত্র মূল্যায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারাও।

শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, বিশেষ পদক্ষেপ হিসেবে রাজ্য সরকার আগরতলা, কুমারঘাট এবং উদয়পুরে তিনটি সেন্টার স্থাপনের পরিকল্পনা করছে। সেখানে স্থানীয় শিক্ষকরা উত্তরপত্র মূল্যায়ন করবেন। পাশাপাশি গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময় বদল হচ্ছে। সূত্রের দাবি, গ্রীষ্মকালীন ছুটি ১৭ মে থেকে ২ জুন পর্যন্ত করতে চাইছে শিক্ষা দপ্তর।

প্রসঙ্গত, চার সহস্রাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা উত্তরপত্র মূল্যায়নে নিযুক্ত হবেন। শীঘ্রই এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। বিভিন্ন সময়ে শিক্ষক- ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে সন্দেহভাজন আক্রান্তের রক্ত পরীক্ষায় করোনা ভাইরাস মিলেনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। করোনা ভাইরাস আক্রান্ত দেশের নাগরিকের সংস্পর্শে আসা ত্রিপুরার জনৈক ব্যক্তির রক্ত পরীক্ষায় এই জীবাণুর সংক্রমণ হয়নি, এ ধরনের কোনও ভাইরাসের অবস্থানও পাওয়া যায়নি। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই ব্যক্তিকে বিশেষ নজরদারির আওতায় জিবিপি হাসপাতালে রাখা হয়েছিল। তাঁর করোনা ভাইরাস টেস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে আজ। ত্রিপুরার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং রোগ প্রতিরোধক অধিকর্তা ডা রাধা দেববর্মা শুক্রবার এই খবর দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, বিমানযাত্রীদের প্রতি নজরদারি বাড়ানোর জন্য এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার কর্মকর্তাদের সাথে স্বাস্থ্য দফতরের সচিবের বৈঠক হয়েছে।

প্রসঙ্গত, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজে ওই ব্যক্তির করোনা ভাইরাসের স্পট টেস্টের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্তের চেকপোস্টে এবং আগরতলার এমবিবি এয়ারপোর্টে বিশেষ নজরদারি দল কাজ করে যাচ্ছে এবং সমস্ত ফিল্ড লেভেলের স্বাস্থ্য কর্মীরা নজরদারি চালাচ্ছেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা মেনে সমস্ত ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং যে কোনও ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। দফতরের পক্ষ থেকে অযথা গুজব না ছড়াতে এবং গুজবে কান না দিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ডা. রাধা দেববর্মা বলেন, বিমানবন্দরে নজরদারি বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে আজ স্বাস্থ্য সচিব ড় দেবাশিস বসু এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া এই মারণব্যাধি মোকাবিলায় সমস্ত রকম সহযোগিতা করবে বলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আট দফা দাবীতে আগরতলায় আইন অমান্য আন্দোলন শ্রমজীবী মহিলা সমন্বয় কমিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে আগরতলায় আইন অমান্য আন্দোলন করেছে শ্রমজীবী মহিলা সমন্বয় কমিটি। আটটি দাবি নিয়ে এই আন্দোলনে যোগ দিতে সারা রাজ্যে থেকে জাতি জনজাতি অংশের মহিলারা আন্দোলনে সামিল হয়েছে। সিআইটিইউ রাজ্য দপ্তরের সামনে থেকে মিছিল বের হয়ে আগরতলা শহরের বিভন্ন পথ অতিক্রম করে সদর মহকুমা অফিসের সামনে যাবার সময় স্থানীয় বিরেন্দ্র ক্লাবের সামনে পুলিশ ব্যারিকেড করে মিছিল আটকে দেয়। মিছিলের সবাইকে গ্রেফতার করে অস্থায়ী জেল উমাকান্ত একাডেমি স্কুলের মাঠে নিয়ে যায়।

সেখানে উপস্থিত মহিলা কর্মীদের সামনে ভাষণ দেবার সময় রাজ্য আহ্বিয়াকা পাঞ্চালি ভট্টাচার্য বলেন দাবিগুলি যদি রাজ্য সরকার না মানে তাহলে আগামীদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। সারা ভারত জুড়ে ছয়টি দাবি নিয়ে এই আন্দোলন করা হয়েছে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আরও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরাসহ ১২টি রাজ্যে রেশন পোর্টাবিলিটির সুবিধা চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। দেশের মধ্যে ১২টি রাজ্যের সাথে রেশন কার্ড পোর্টাবিলিটি সুবিধা রয়েছে ত্রিপুরায়। ফলে ওই রাজ্যগুলিতে গিয়ে ত্রিপুরার নাগরিক রেশন সামগ্রী তুলতে পারবেন। গত ১ জানুয়ারি থেকে ওই সুবিধা চালু হয়েছে। এতে একের পর এক রাজ্য যুক্ত হয়েছে।

মূলত, এক দেশ এক রেশন যোজনার অধীন এই সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এ-বিষয়ে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী মনোজকান্তি দেব বলেন, ত্রিপুরা-সহ অন্ধ্রপ্রদেশ, গোয়া, গুজরাট, হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ড, কেরালা, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান এবং তেলেঙ্গানায় রেশন কার্ড পোর্টাবিলিটি সুবিধা চালু হয়েছে। জুন-জুলাইয়ের মধ্যে বাকি রাজ্যগুলির সাথেও এই সুবিধা উপলব্ধ হয়ে যাবে।

মন্ত্রীর কথায়, ত্রিপুরায় ৯ লক্ষ ১৭ হাজার ৯৭৪টি রেশন কার্ড রয়েছে। তার মধ্যে প্রতি মাসে গড়ে ৮ লক্ষ ৭৫ হাজার কার্ড ব্যবহার হচ্ছে। তাঁর দাবি, রেশন কার্ড পোর্টাবিলিটি চালু হওয়ার পর থেকে ২৩,৬৪১ জন এই সুবিধার সুযোগ নিয়েছেন। তাঁরা ত্রিপুরার বিভিন্ন রেশন দোকানে রেশন সামগ্রী সংগ্রহ করেছেন।

তিনি জানান, ত্রিপুরায় ১৮১২টি রেশন দোকান রয়েছে। তার মধ্যে প্রায় ৩৮টি রেশন দোকান এখনও ইন্টারনেট সুবিধার ব্যবস্থা করতে পারেনি। তাই সেখানে ম্যানুয়ালি রেশন সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, ওই রেশন দোকানগুলিতে অনলাইন ব্যবস্থা চালু করার জন্য বিভিন্ন টেলিকম সার্ভিস প্রোভাইডারদের সাথে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু, এখনও কোনও সুরাহা হয়নি।

পশ্চিম থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তীকে বদলি, জল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। পশ্চিম থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী বদলি করা হয়েছে। তাকে শান্তিরবাজার থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আজ তার বদলির আদেশ জারি করেছেন এনআইজি সুদীপ্ত দাস। হঠাৎ সুব্রত চক্রবর্তীর বদলিকে ঘিরে রাজ্যে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

আমতলি থানা থেকে পশ্চিম থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই বিতর্কের কেন্দ্র বিন্দুতে ছিলেন সুব্রত চক্রবর্তী। বিশেষ করে পূর্ত ঘোটালায় প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী তথা বর্তমান বিরোধী উপনেতা বাদল চৌধুরীকে পশ্চিম থানার পুলিশ লকআপে ঢোকানো থেকে শুরু করে লকআপে সিসিটিভি ফোটেজ ভাইর‍্যাল হওয়া এবং পশ্চিম থানার লকআপেই এটিএম হ্যাক কান্ডে সন্দেহজনক ধৃতের ফাঁসিতে আত্মহত্যার ঘটনায় ওসি সুব্রত চক্রবর্তীকে নিয়ে বিতর্ক চরম আকার নেয়। বিভিন্ন মামলায় তার আচরণ নিয়েও বিরোধীরা সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং তার সমালোচনায় সরব হন। শাসক দলের অনুগত পুলিশ অফিসার বলেই মনে করতেন বিরোধীরা। এমনই এক দুর্দন্ড প্রতাপ পুলিশ অফিসারকে হঠাৎ সুদূর দক্ষিণ জেলায় শান্তিরবাজার থানায় বদলিকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে।

নেহাতই প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নাকি এর পেছনে কোনো রহস্য রয়েছে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল ময়না তদন্ত শুরু করেছে। পশ্চিম থানার ওসির দায়িত্ব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথ সত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের

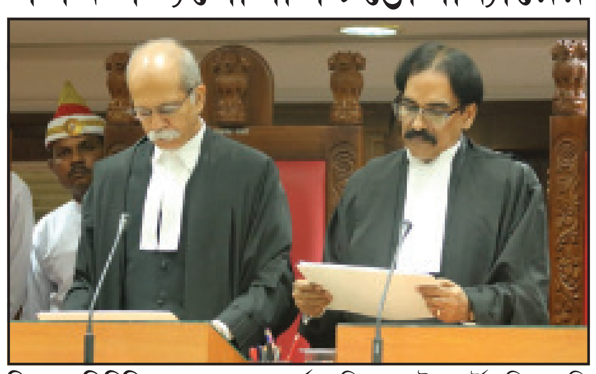

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন সত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়। প্রধান বিচারপতি অকিল কুরেশি তাঁকে পদ ও গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন। দীর্ঘদিন পর ত্রিপুরা হাইকোর্টে বিচারপতিদের সমস্ত আসন পূর্ণ হয়েছে। বর্তমানে প্রধান বিচারপতি-সহ আরও তিনজন বিচারপতি রয়েছেন ত্রিপুরা হাইকোর্টে।

বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার আগে সত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ত্রিপুরা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন। তিনি ২০১৬ সালের ২৯ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পি আর বাড়িতে গৃহবধূ নির্যাতন মামলায় ধৃত ৫ জন জেল হাজতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৬ মার্চ।। পিআর বাড়ি থানার অধীন শ্রীনগর গ্রামের গৃহবধূর উপর বর্বরোচিত নির্যাতনের মামলায় পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করেছে। আদালত তাদের জেল হাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

দক্ষিণ জেলার রাজনগর ব্লকের পি আর বাড়ি থানার অধীন শ্রীনগর গ্রামে নির্যাতিতা এক গৃহবধূ । ঘটনাটি ঘটে তেসরা মার্চ রাত সাড়ে দশটা নাগাদ। দুবৃত্তরা ঘরের দরজা ভেঙে প্রবেশ করে গৃহবধূর স্বামীর সামনে শারীরিক-মানসিক নির্যাতন করে। পাশাপাশি তখন ওই বাড়িতে উপস্থিত আত্মীয় স্বজনকেও রেহাই দেয়নি দুর্বৃত্তরা। এছাড়া বিভিন্ন রকমের কুপ্রস্তাব দেওয়ার পর রাজি না হওয়াতে দুর্গা মন্দিরে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাঁজা পাচার করতে গিয়ে গণধোলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। গাঁজা পাচার করতে গিয়ে এলাকাবাসীর হাতে ধরা পরল এক পাচারকারী। ঘটনা নুতনবাজার থানাধীন কালাছড়া এলাকায়। উত্তেজিত জনতা ধৃত পাচারকারীকে উত্তম মাধ্যম দিয়ে নুতন বাজার থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ধৃত সাহিদুল মিঞার (১৯) কাছ থেকে পুলিশ সাড়ে দশ কেজি শুকনো গাঁজা ও বেশ কিছু ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে। টিআর-০৭বি-০৩৬৪ নম্বরের একটি মারুতি ভ্যান গাড়িতে করে নেশা সামগ্রী, গুলি মেলাঘর থেকে আনা হয়েছে বলে জানান ধৃত সাহিদুল মিঞা। পুলিশ পাচার কাজে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্কুটি চুরি করতে গিয়ে ধৃত চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ ।। স্কুটি চুরি করতে গিয়ে ধৃত এক চোর। তার নাম শাহীন মিঞা, বাড়ি বাংলাদেশে। জগহরিমুড়ার তাপস দে তার স্কুটিটি বাড়ির সামনে রেখে বাড়িতে ঢুকতেই শাহীন মিঞা স্কুটিটি নিয়ে পালাতে চায়। তৎক্ষনাত তাপসবাবুর চোখে পড়লে তিনি চিৎকার করলে এলাকাবাসী সহ চোর শাহীন মিঞাকে আটক করে। পরবর্তীতে পুলিশে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পণের জন্য নির্যাতিতা গৃহবধূর আত্মহতা, স্বামীর জেল ও জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৬ মার্চ।। মানুষ যে পণের জন্য কত নীচে নামতে পারে তার জলজ্যান্ত উদাহরণ ২০১৫ সালেই দেখতে পেয়েছিল বিশালগড়ের চিকনছড়াস্থিত ভাটিলারমার মানুষ। কিন্তু শুক্রবার আদালতের একটি রায় শুনতে পেয়ে সকলেই আনন্দিত। উল্লেখ্য, চিকনছড়ার বাসিন্দা পার্থ ভৌমিকের সাথে সামাজিক ভাবেই বিয়ে হয়েছিল গীতা নাথ দত্তের। বিয়ের সময় গীতা নাথ দত্তের পরিবারের কাছে পার্থর পরিবার ৩৫ হাজার টাকা সহ বিভিন্ন আসবাবপত্র পন চেয়েছিল। দাবি মোতাবেক সবই দেওয়া হয়েছিল বিয়েতে।

তারপরেও পণের জন্যই গৃহবধূ গীতা নাথ ভৌমিককে নিজের জীবন নিজেই দিতে হয়েছে। জানা গেছে, বিয়ের প্রায় ৫/৬ মাস পর থেকেই গৃহবধূর বাবার বাড়িতে তার স্বামী পার্থ ভৌমিক একটি বাইক কিনে দেওয়ার জন্য টাকা চেয়েছিল। কিন্তু গৃহবধূর উপর নির্যাতন কমেনি। স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী সহ সবাই এই গৃহবধূর উপর শারীরিক ও মানসিক ভাবে নির্যাতন করতে থাকে। অনেকদিন ধরে গৃহবধূ নির্যাতন সহ্য করে আসছিল। কিন্তু শেষে নির্যাতনের মাত্রা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে একসময় গৃহবধূর মাথায় আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোন উপায় আসেনি। শেষে গৃহবধূ নিজেই ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছিল। ঘটনাটি ঘটেছিল ২০১৫ সালের চার ফেব্রুয়ারিতে। তারপরই গৃহবধূর বাবা বিশালগড় মহিলা থানায় অভিযুক্ত স্বামী পার্থ ভৌমিক, শাশুরী কানন ভৌমিক ও শ্বশুর নিতাই ভৌমিকের বিরুদ্ধে লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করেন।

তারপর বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ তিন অভিযুক্তকেই গ্রেফতার করেছিল। মামলার তদন্তকারী অফিসার ছিল বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ । তিন অভিযুক্তকেই গ্রেফতার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের জন্য অবরোধ আমবাসা-গন্ডাছড়া সড়কে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। আমবাসা ব্লকের অধীন জগন্নাথ পুর এলাকায় প্রায় দুই শতাধিক পরিবারের বসবাস। কিন্তু এলাকায় এক বছরেরও অধিক সময় ধরে পানীয় জলের সমস্যা চলছে। এলাকাবসিদের পক্ষ থেকে বহুবার সমস্যার কথা জানানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের জন্য পুরাতন যে পাইপ লাইন রয়েছে তা দুই দিন পর পরই বিকল হয়ে পরে।

তাই সরকার থেকে এলাকায় নতুন করে পাইপ লাইন বসানো হয়। পাম্প মেশিন বসিয়ে নতুন

জলের উৎস তৈরি করা হয়েছে। নতুন করে পাইপ লাইনও বসানো হয়েছে। কিন্তু এক বছর হয়ে গেলেও নতুন পাইপ লাইনে জল সরবরাহ এখনো চালু করা হয়নি। এই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ১৪৮ ▫ ৭ মার্চ ২০২০ইং ▫ ২৩ ফাল্গুন ▫ শনিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

এডিসির নতুন ভাগ্য

কথায় আছে নামে বা কি আসে যায় কাজই আসল কথা। এডিসির হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার সম্ভাবনা যে প্রায় নাকচ হইয়া যাইতেছে তাহা দিনে দিনেই স্পষ্ট হইতেছে। এডিসির নাম বদলাইয়া হইবে টিটিসি। এডিসি বা টিটিসিকে সরাসরি অর্থ প্রদান করা হইবে না। সংবিধান সংশোধনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সংসদীয় কমিটির রিপোর্টে এডিসিকে সরাসরি অর্থ প্রদানের সুপারিশ করা হয় নাই। সংবিধানের ১২৫ তম সংশোধনীর জন্য রিপোর্ট জমা দিয়াছে। তাহাতে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ টিটিএএডিসির নাম পরিবর্তন করিয়া তিপ্রা আঞ্চলির পরিষদ অর্থাৎ তিপ্রা টেরোটরিয়াল কাউন্সিল (টিটিসি) এর সুপারিশ করিয়াছে এই কমিটি। আসন সংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাবেবও সম্মতি রহিয়াছে কমিটির। আসন সংখ্যা ৩০ হইতে বাড়াইয়া ৫০ করার সুপারিশ করা হইয়াছে। চলতি নিয়ম মত রাজ্য সরকারের মাধ্যমেই টিটিসির হাতে অর্থ দিবে। রাজ্য বিধানসভাতেই এডিসির আসন সংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ৩০ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৫০ করিতে চাহিতেছে। তাহার মধ্যে ৪৪ আসনে নির্বাচন হইবে। রাজ্যপাল মনোনীত প্রতিনিধি থাকিবেন ছয়জন। বৃহস্পতিবার লোকসভায় রাজ্যসভার বিরোধী উপনেতা আনন্দ শর্মার নেতৃত্বে গঠিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট জমা দিয়াছেন। তাহাতেই এইসব সুপারিশ রহিয়াছে। শুধু তাই নহে পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার কাঠামো আঞ্চলিক পরিষদেও যুক্ত করিবার সুপারিশ করিয়াছে এই কমিটি।

এডিসির অধিক ক্ষমতায়ণে অন্যতম প্রধান দাবী সরাসরি অর্থ প্রদান করা। কিন্তু সংসদীয় কমিটির রিপোর্টে সরাসরি অর্থ প্রদানে প্রস্তাব নাই। ধারণা করা হইতেছে বাজেট অধিবেশনেই কেন্দ্রীয় সরকার এই বিল পাশ করিয়া নিবে। ফলে এডিসি নির্বাচনের আগেই জেলা পরিষদ বদল হইয়া যাইবে আঞ্চলিক পরিষদে। সম্ভবত এখনই সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে না। ত্রিপুরা এডিসি সম্পর্কে বড় বড় স্বপ্ন ইতিমধ্যেই দেখিয়াছে রাজ্যের উপজাতি অংশের মানুষ। আশায় বুক বাঁধিয়াছেন। যদি সরাসরি অর্থ পাওয়া না যায় তাহা হইলে সবই যেন বৃথা। রাজ্য সরকারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। এই অবস্থার যে পরিবর্তন ঘটিতেছে না তাহাই অন্তত বুঝা যাইতেছে। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের মতো করিবার সংস্থানের কথাও প্রস্তাবে আছে। পার্বতী রাজ্য ত্রিপুরার উপজাতি অংশের মানুষ এডিসিকে নিয়া যে স্বপ্ন দেখিয়াছে তাহা কতখানি সাফল্য পাইয়াছে তাহা নিয়া প্রশ্ন উঠিতেই পারে। আইপিএফটি তো পৃথক রাজ্যের দাবীতে অবিচল আছেই। লোকসভা সংশোধনী প্রস্তাবকে ঘিরিয়া রাজ্যের উপজাতি রাজনীতি আবার নতুন খাতে বইতে পারে। এডিসিকে টেরোটরিয়াল কাউন্সিলে উন্নীত করার প্রস্তাবকে ঘিরিয়া উপজাতি নেতারা স্বপ্ন দেখিতে থাকেন। সরাসরি কেন্দ্রে টাকাও যদি এডিসি বা টিটিসির হাতে না দেয় তাহা হইলে লাভের ঘরে কি থাকিবে? এই প্রশ্নকে ঘিরিয়াই রাজ্য রাজনীতি ঘুরপাক খাইতে পারে। এডিসি নির্বাচনের আগে এডিসির নাম পরিবর্তনে উপজাতি জীবনে কোন আখাংকার জন্ম দিবে। এই সংশোধনী প্রস্তাব ঘিরিয়া রাজ্যে উপজাতি রাজনীতি নতুন মোড় নিতে পারে?

অশুভ শক্তির সুমসৃণ আঁতাত

হরিগোপাল দেবনাথ

সূর্যলোক সাত রঙের সমাহার ---'ভিবগয়্যার' তথা 'বেগুনী সহকলা'। সাত রঙের একত্র সহাবস্থান ঘটলে এতে শাদা 'শ্বেত' থেকে শাদা, তাই এর বানানো 'শ') রঙ দেখায় ও সেখানে সাত রঙের কোনটিই থাকে না, তখন দেখায় নিকষ কালো রঙ। তাই আমরা দিবাভাগে উজ্জ্বল আলো পাই ও রাতে পাই কালো আঁধার (চন্দ্রলোক ছাড়া)। বস্তুত, আলো রয়েছে বলেই আঁধারের পর তার মাহাত্ম ফুটে ওঠে। শীতকালের হাঁড়-কাপানো ঠাণ্ডার পর, গ্রীষ্মকালের উত্তাপ বাঞ্ছনীয় বিবেচিত হয়। তদ্রূপ, আমাদের দৈনন্দিন জীবন ধারায় দুঃখের পর সুখের অনুভূতি ও বিষাদ ভোগের পর আনন্দানুভূতি দেহে-মনে সুস্থিরতা এনে দেয়। তাই জাগতিক জীবন নিয়ে শাস্ত্রে বলা হয়েছে— 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি সুখানি চ'। আধ্যাত্মিক জীবনে, এমন কি সামাজিক জীবনেও আমাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে। দেবাসুরের দ্বন্দ্ব অর্থাৎ শুভশক্তি অশুভ শক্তির লড়াই বা ন্যায় অন্যায়, ভাল -মন্দ,ধর্মাধর্ম, হিতাহিত ইত্যাদি পারস্পরিক দ্বন্দ্বাত্মক শক্তির দ্বৈরথ। তড়িৎ-উৎপাদনেও পজেটিভ আর নেগেটিভ পরস্পর-বিপরীতধর্মী দুই মেরুর উপস্থিতি প্রয়োজন। এটাই জাগতিক নিয়ম। সুতরাং, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই আমাদের সেই লড়াই প্রতিনিয়ত লড়তে হচ্ছে, খুঁজতে হচ্ছে। আমাদের সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে পরস্পর বিবদমান এইরূপ দ্বন্দ্ব অপরিহার্য । কারণ সংঘর্ষ আছে বলেই এর পরিনামে মানুষকে সমিতির কথাও ভাবতে হয়। আর এই সংঘর্ষ ও অগ্রগমন, অগ্রসরণ, উন্নতি, প্রগতি —আমাদের সভ্যতা ও এগিয়ে চলার পথে জয়যাত্র। কিন্তু, রূঢ় বাস্তবাতা হল এই যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যেক্ষেত্রে অশুভশক্তির দাপট শুভশক্তির কৃতিত্বকে ছাপিয়ে যায়, অন্যায় যেখানে ন্যায়বোধকে ডিঙিয়ে চলে, ধর্ম যদি অর্ধম—অনাচারকে পরাস্ত করে বলে তাহলেই সমাজে গ্লানি দেখা দেয়, রাষ্ট্রে অবক্ষয় বা অধঃপতন নেমে আসে---মানুষের সামূহিক জীবনধারার গতি ক্রমশ চলে আসে অস্থিরতা ও দিশাহীন অবস্থা, স্তব্ধ হয়ে যায় মানব প্রগতি, যার অনিবার্য পরিণতি মানব-অস্তিত্বের সংকটকাল। আমরা একটু ভাল করে তাকালেই বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়েই এই অসহনীয় পরিস্থিতিটা চাক্ষুষ করতে পারছি। বিশেষ করে, ভারত সহ 'তৃতীয় দুনিয়া'-র দেশ সমূহ অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশগুলোর মহাবিপর্যয় কর অবস্থাটাও লক্ষ্য করতে পারছি। এছাড়া পৃথিবীর ধনী দেশ সমূহ যে অর্থ প্রাচুর্য নিয়ে লড়াই জারী রেখেছে, সেই লড়াইও অচিরেই চরম ধাক্কার সম্মুখীন থাকেই— শুধু সময়ের অপেক্ষা। অপর পক্ষে, দারিদ্র দেশগুলোর অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে, ওদের অস্তিত্ব নিয়ে থাকাই সমস্যা সংকুল হয়ে উঠেছে। এই নিবন্ধে আমাদের দেশ ভারত নিয়ে আলোচনাটি সীমিত রাখতে চাইছি।

ভারতের সমাজ ব্যবস্থা কাগজে কলমে গণতান্ত্রিক বলে ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও নির্জলা সত্যটি হল যে এই দেশ পুঁজি তান্ত্রিক। এদেশের অর্থনৈতিক হচ্ছে পুঁজিবাদী অর্থনীতি ক্যাপিটালিজম। স্বাধীনোত্তর ভারতে নেহেরু প্রবর্তিত 'মিশ্র অর্থনীতি' ছিল সোলা দিয়ে নির্মিত পাথরবাটি অর্থাৎ রঙচঙ মাথা মোড়কে পুঁজিবাদি ছাড়া আর কিছুই নয়। পরবর্তীকালে, নেহেরুর উত্তরাধিকারীগণ যে মুক্তবাজার অর্থনীতি বা উদার অর্থনীতি ইত্যাদি নামের আড়ালেও সেই পুঁজিবাদই ধরে রেখেছেন। কিন্তু, ভারতের প্রশাসন ব্যবস্থা হচ্ছে বৈশ্য শাসিত। পুঁজিপতি শাসিত গণতন্ত্র। কেননা, ভারতের শাসন-ব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করছে পুঁজিপতিরা। ভোটের (ইংরেজি 'ভি'-এর উচ্চারণ বাংলা অন্তস্থ 'ব') মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা যে সরকার গঠন করেন সেই সরকারের সামনে প্রশাসন যন্ত্রে টিকে থাকাটাই মারাত্মক হয়ে ওঠে। সেইরূপ চেষ্টার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যটা মুখ্য স্থান পাওয়ায় সরকার যে আইন প্রণয়ন করে তাতে পুঁজিপতি ও শোষকদের স্বার্থই রক্ষিত হতে থাকে। আইন রক্ষার বেনামীতেও শোষকদের স্বার্থই রঞ্জিত হয়ে থাকে কেননা আইন রক্ষার অজুহাতে প্রায়শই দেখা যায় শোষকদের স্বার্থ ও মর্জি রক্ষার দায়িত্ব বর্তায় দেশের আমলাতন্ত্র, মোসাহেব তল্পিবাহক ও পুলিশের ওপর। আর, রাজনৈতিক নেতারা খোয়াখোয়ি করে সেই স্বার্থের ভাগীদার হবার জন্যে কি কেন্দ্রে বা রাজ্যগুলোতে (সর্বত্র না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে) সরকারের তথা শাসক গোষ্ঠীর পকেটাস্থ হয়ে যায় ও "দলদাস" রূপে প্রভুভক্তির মাশুল যোগায়।

আমাদের দেশে খুব ঘটা করে "প্রজাতন্ত্র দিবস" পালনের আয়োজন করা হয়ে থাকে। কিন্তু বিগত ৭২ বছর ধরে প্রতি বছর যে অর্থনৈতিক বাজেট পেশ করা হয়ে থাকে, তার প্রতি একটু নজর বুলালেই গোপন-রহস্যটি ধরা পড়ে যায় যে, উক্ত বাজেট গুলো দেশের দরিদ্র, নিম্নবিত্ত, মেহনতি মজদুর কটক ও যারা গায়ে গতিরে খেটেও দুবেলা খেতে পান না, তাদের স্বার্থে কতদূর সুফলদায়ক হয়ে ওঠে। দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যদি তেমন সুনজর দুঃস্থ দরিদ্র নিম্নবিত্ত ও অবহেলিত উপক্ষিতদের জন্যই গৃহীত হয়ে থাকত, তাহলে সাত দশককাল পরেও দেশের বিপিএল-ভুক্তদের সংখ্যা এত প্রচুর থাকবে কেন? কেন এন রেগার মতো স্কীম চালু করে, মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার কথা সরকারকে ভাবতে হয়? পূর্বে চালু করা হয়েছিল " কাজের বদলে খাদ্য" স্কীম। একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের নথিভুক্ত নাগরিকদের জন্যে এ জাতীয় স্কীম গ্রহণ কি "সম্মানহানিকর" বলে বিবেচিত হবার নয়? প্রসঙ্গক্রমেই বলতে হচ্ছে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রবার্ট ট্রাম্প আমেদাবাদে ৩ ঘণ্টার জন্য আসবেন বলে সেখানকার উচ্ছেদের নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হল ও রাস্তার দু'ধারে প্রাচীর নির্মাণ করে আড়াল করা ও ঝক্‌মকে রাস্তা বানাবার জন্যে অতিথিকে খেদমত করার লক্ষ্যে ১০০ কোটি টাকা অর্থ ব্যয়ের বাজেট কি আমাদের দেশের পক্ষে বিলাসিতার কাছাকাছি নয়?

বিগত দুই শত বছরে কিছু ব্যক্তি, কিছু মতাদর্শ ও কিছু ঘটনা মানবসমাজকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। এতে সমাজ জীবনে এসেছে—দমন, প্রদমন ও অবমন (অপ্রেষণ, সাপ্রেষণ ও রিপ্রেষণ)। এই তিন রকমের মানসিক পীড়নের জন্য গত ১৯শ ও ২০শ শতাব্দীর মানুষকে যথেষ্ট দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে। গত এই দুই শতকে পুঁজিবাদ আর মার্কসবাদ---ক্যাপিটালিজম ও কম্যুনিজম সমগ্র মানবসমাজে যথেষ্ট দুঃখ কষ্ট নিয়ে এসেছে ও মানুষের পর্যাপ্ত পরিমানে অশান্তি ঘটিয়েছে ও অস্থিরতা এনে দিয়েছে। শান্তিপ্রিয় এই পৃথিবীর বুকে মানুষ স্বভাবতই শান্তিকামী---যুদ্ধবাজ নয়। কিন্তু এই ক্যাপিটালিজম ও কম্যুনিজম পৃথিবীতে দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়েছে। শুধু তাই নয়। সম্প্রতিককালেও অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ঘটিয়েছে। শুধু তাই নয়। সমাজে অশান্তির আগুন ধরাচ্ছে, এমনকি আজকের মানবসমাজ ও রীতিমত ভীতিসন্ত্রস্ত ভবিষ্যতে মর্মগুদ পারমানবিক যুদ্ধের আংশকায়।

আগেই আভাস দেওয়া হয়েছে যে, ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী তুর্কী পাঠান, মোগল আর ফ্যাসিস্ট ব্রিটিশদের কারণে ভারতবর্ষের সম্পদহানি ঘটেছে, ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য অনেকটাই লোপাট হয়েছে শুধু তাই নয়। সব চেয়ে বড় ক্ষতিটা হয়েছে ভারতবর্ষের। যে মর্মবাণী—কবিগুরুর ভাষায় " এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরের" এরই মূলে বুলডজারের বিধ্বংসী আঘাত হানা হচ্ছে। ব্রিটিশের শোষণ ও 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল'--- পলিসি ভারতের অশুভশক্তির স্নায়ুতন্ত্রকে যথেষ্ট পরিমানে রসদও যুগিয়ে গেছে, যার ডাইনামিক কুফল আমরা বিগত বাহাত্তরটি বছর ধরেই ভুগতে ভুগতে জীর্ণ কংঙ্কালসার হয়ে গেছি। জলের কুমীর পঁজিবাদ আর ডাঙার হায়েনো মার্কসবাদ---এ দু'য়ে মিলেই বর্তমানের ভারতে জন্ম দিয়েছে--- বিচ্ছিন্নতাবাদ । তাই আজকের ভারতে সবচেয়ে বড় সমস্যা জাগতিক বা সামাজিক মানসিক বা ভৌতিক, ও আধ্যাত্মিক শোষণ আর অস্থিরতা সর্জনকারী বিচ্ছিন্নতাবাদ। এরই কবলিত আজকের ভারতবাসীর নাভিশ্বাস যারপর নাই অতীব মারাত্মক।

বর্তমানের এই অশুভশক্তির অবাঞ্ছিত আশীর্বাদই হল ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমূহের 'যুদ্ধং দেহি' মানসিকতা, অবাধ শোষণ প্রক্রিয়া কপটাচার, আঞ্চলিকতা, গোষ্ঠী প্রীতি, বেকারত্ব, বুভুক্ষ্য, প্রশাসনিক অর্থবতা, পরমত-অসহিষ্ণুতা, ধর্মান্ধতা ও ধর্মের নামে ভাঁড়ামি আর ভন্ডামি আর শাসকগোষ্ঠীর অপকর্ম চাপা রাখতে—এন আর সি সি এ এ ও এন পি আর ইত্যাদি।

তাই, এ মুহূর্তে যে ভারতবর্ষের পুণ্যমাটিতে অশুভশক্তি সমূহের অবাঞ্ছিত আঁতাত হয়েছে তার মূলেই রয়েছে--- পুঁজিবাদ ও মার্কসবাদ অর্থাৎ ক্যাপিটালিজম ও কম্যুনিজম আর তাদেরই সৃষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদ। সুতরাং মানবতা-বিধ্বংসী এই অশুশক্তি সমূহের পরাস্ত করতেই হবে ও সেজন্যেই চাই শুভশক্তির শীঘ্রাতি শীঘ্র আবির্ভাব---নতুবা মানবতা বাঁচাবে না, মানব সভ্যতা কলংকিত হবে, মানব সমাজের প্রগতি স্তব্ধ হবে ও মানুষের অস্তিত্বও বিপন্ন হবে, বলাই বাহুল্য।

দুষন রোধে এয়ারফিল্টার ও ধোঁয়াহীন উনুন তৈরী করে নজির, দুর্গাপুর সিএমইআরআইয়ের দুই তরুনী বিজ্ঞানীর

দুর্গাপুর, ৬ মার্চ (হি. স.) : যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। এবার বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে এগিয়ে নারীশক্তি। দুষন রোধে এয়ারফিল্টার ও ধোঁয়াহীন উনুন তৈরি করে নজির গড়ল পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর সিএমইআরআইয়ের দুই তরুনী বিজ্ঞানী। পরীক্ষামুলক সফলের পর এখন বাজারজাতের অপেক্ষায় ওই দুই প্রযুক্তি।

পৌলমী রায় ও ইসিতা সরকার। দুজনই দুর্গাপুর কেন্দ্রীয় যান্ত্রিক প্রযুক্তি গবেষনাগার ইন্সটিউটের বিজ্ঞানী। ৫ ও ৬ মার্চ দুর্গাপুর সিএমইআরআইয়ে স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে বিশেষ কর্মশালা শুরু হয়েছে। সেখানে নারি দিবসকে সামনে রেখে মেয়েদের বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে উৎসাহ দানের বিশেষ ব্যাবস্থা রয়েছে। বিজ্ঞানে মেয়েদের যোগদান ও ভুমিকার বিষয়টি তুলে ধরেন ডঃ পৌলমী রায়। তিনি বলেন,' গোটা বিশ্বে পুরুষদের তুলনায় মহিলা বিজ্ঞানীর অংশগ্রহন ৫ শতাংশ। তাই মেয়েদের আরও এগিয়ে আসা উচিত বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে। পৌলমী রায় তৈরী করেছেন এয়ার ফিল্টার। সহযোগিতায় ছিলেন ডঃ শিতাংশুশেখর চৌধুরী ও ডঃ নিলরুদ্র মন্ডল। টেকনিশিয়ান ছিলেন পলাশ চৌধুরী। কি ভাবে হচ্ছে এয়ারফিল্টার। পৌলমী রায় জানান, ' মেটেলিক বক্সে ফিল্টার বসানো আছে। তাতে ফ্যান আছে। তার মাধ্যমে এয়ার ফিল্টার হয়। মেশিনটি রাস্তার পাশে স্ট্রিট লাইটে বসানো থাকবে। সৌরবিদ্যুতে চলবে। বর্তমান তৈরী করা মেশিনে ৫০০ বর্গমিটার পর্যন্ত এলাকার এয়ার ফিল্টার হবে।' তিনি বলেন,' সিএমইআরআই কলোনীতে তিনটি মডেল মেশিন বসানো হয়েছে। ৬-৭ ঘন্টা চলে। ৭০ শতাংশ পর্যন্ত এয়ার ফিল্টার হয়।' গত কয়েকছর ধরে বায়ু দুষনে জেরবার রাজধানী দিল্লীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিল্পশহর দুর্গাপুর। বিজ্ঞনীমহল সুত্রে জানা গেছে, দিল্লীর বায়ু দুষন ৬০ মাইক্রোগ্রাম প্রতি মিটারকিউবে থাকা স্বাভাবিক এবং স্বাস্থকর। কিন্তু রয়েছে প্রতি মিটারকিউবে ৪০০ মাইক্রোগ্রাম। আবার দুর্গাপুর রাতুড়িয়া অঙ্গদপুর, কিম্বা বাঁশকোপা শিল্পতালুকে ৩০০ মাইক্রোগ্রাম প্রতি মিটারকিউবে রয়েছে।

এছাড়াও বাতাসে পার্টিকুলেট মেটার(পিএম) ২.৫ ও পিএম ১০ যা চোখে দেখা যায় না। অথচ সেগুলো শরীরের ফুসফুসে গিয়ে ক্ষতি করে। হাঁপনি, অ্যাজমার মতো রোগ হয়। এদিন পৌলমী রায় দাবী করে বলেন,' দুর্গাপুরে এয়ার ফিল্টার বসানো হল ৪০- ১০ মাইক্রোগ্রাম প্রতি মিটারকিউব নামানো সম্ভব হবে।' আর এক তরুনী বিজ্ঞানী ইসিতা সরকার তৈরী করেছেন ধোঁয়াহীন উনুন। আয়রন মেটেলের তৈরী দুই স্টেজের উনুন। তাকে সহযোগিতা করেছেন চঞ্চল লোহা ও টেকনিশিয়ান বিশ্বজিত চক্রবর্তী। কি থাকছে তাতে? বিজ্ঞানী ইসিতা সরকার বলেন,'প্রথম স্টেজে উনুনের নীচে ড্রয়ারে জ্বালানী দেওয়ার ব্যাবস্থা। সেখানে জ্বালানীর কালো ধোঁয়াকে আটকে উৎপন্ন স্টীম দ্বীতিয় স্টেজের উনুনে পাঠাবে। তার পাশে পাইপের সংযোগ। যেটা দিয়ে দূষনহীন হালকা ধোঁয়া ওপরে বেরিয়ে যাবে। পরিবেশে কোন প্রভাব পড়বে না।'

জ্বালানী প্রসঙ্গে তিনি বলেন,' পড়ে থাকা শুকনো পাতা, ঘাস, কাঠের গুড়ো বাইন্ডারে ব্রিকেড তৈরী করা হয়। ওই ব্রিকেড উনুনের প্রথম স্টেজের ড্রয়ারে রেখে আগুন দেওয়া হয়। সাড়ে ৩ কেজির ওই ব্রিকেড প্রায় ৪০ মিনিট রান্না করা যাবে।' সিএমইআরআইয়ের বিজনেস ডেভেলাপার আধিকারিক অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায় বলেন,' গ্রামগঞ্জে এখন কাঠ, পাতা দিয়ে রান্না হয়। ফলে কালো ধোঁয়ায় দুষনের শিকার হয় গৃহনীসহ গোটা পরিবার। সেক্ষেত্রে এই উনুন ব্যাবহার করলে সেই দুষন হবে না। ' তাদের এই সফলতা প্রসঙ্গে সিএমইআরআইয়ের ডিরেক্টর ডঃ হরিশ হিরানী বলেন,' বিজ্ঞানে অবশ্যই মহিলাদের অংশগ্রহন দরকার। আমরা সর্বদায় তাদের উৎসাহ দিয়ে থাকি। তাদের তৈরী প্রযুক্তি সমাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

করোনা শেয়ার বাজারকে আঘাত করবে না

দীপংকর দাশগুপ্ত

পৃথিবীর অর্থনীতির গতি এখন যে বৃহত্তম দু'টি ইঞ্জিনের উপর নির্ভরশীল, তাদের নাম আমেরিকা ও চিন।

এই দুই ইঞ্জিনের মধ্যে বেশ কিছুকাল ধরেই সংঘর্ষ চলছে। বিশেষ করে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্য-নীতি বড়রকমের আঘাত করেছে চিনের অর্থনীতিকে। চিনের বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশেরও চিনে নেমে গিয়েছে। অন্যদিকে, মার্কিন অর্থনীতি হয়তো কিছুটা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তারাও অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য নিয়ে কিছুটা বিপর্যস্ত, কারণ তাদের দেখাদেখি অন্যরাও বহিশুল্ক বাড়াতে শুরু করেছে। ফলে,আমেরিকার উৎপাদকদের রফতানি সমস্যা -জর্জরিত। এমনকী, ট্রাম্প সাহেব ভারত ঘুরে গিয়েও আমেরিকায় তৈরি মোটর সাইকেলের উপর শুল্ক কমাতে পারেননি।

তাই সর্বত্রই অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার নিয়ে অল্পস্বল্প হাহাকার শোনা যাচ্ছে। হেনকালে এসে আবির্ভূত হয়েছে করোনা ভাইরাস। এই ভাইরাসের যাত্রাপথ নিচে শুরু---এমনটাই অনুমান, কিন্তু তা যাত্রীবাহিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। মধ্যপ্রাচ্য, বিশেষ করে ইরান, বেশি রকমের আক্রান্ত। আর আমেরিকার রাষ্ট্রপতি কল্যাণে ইরানের অর্থনীতি এমনিতেই ক্ষতিগ্রস্ত। এর মধ্যেই নতুন ভাইরাসের আক্রমণ, শুধু মধ্যপ্রাচ্য নয়, ইউরোপেও ছড়িয়েছে এই ভাইরাস। বিশেষ করে ইতালির অবস্থা সুবিধার নয় মোটেও।

এই পরিস্থিতি খোলা অর্থনীতি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক নয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথে শুল্কনীতির চেয়েও বড় বাধা---ভাইরাস। চিনের পণ্য কিনতে বাকি বিশ্ব ভীত। শুধু চিন নয়, অন্যান্য ভাইরাস আক্রান্ত দেশ থেকে কেনা বেচা করতেও কেউ আর আগ্রহী নয়। ফলে শেয়ার বাজারগুলোও শান্তিতে নেই। শেয়ার সূচক সর্বত্র নিম্নগামী।

কিছুকাল আগেও পরিস্থিতি ছিল অন্যরকম। প্রায় সর্বত্রই শেয়ার বাজার ফুলেফেঁপে উঠছিল। তাদের রমরমা এতটাই বেড়েছিল যে, বিনিয়োগকারীদের মনে অন্য ভয় ঢুকেছিল। অতীতে দেখা গিয়েছে, শেয়ার বাজার বা অন্যান্য দেশ থেকে আর কেউ-ই আমদানি করতে আগ্রহী নয়। ফলে চিনের শিল্প সংস্থায় মুনাফা, কর্মসংস্থান সবই তলানির দিকে ধাবমান। ফলে, এই সমস্ত সংস্থার শেয়ার ছেড়ে পলায়মান হচ্ছেন বিনিয়োগকারীরা। সংগত কারণেই শেয়ার সূচক পড়তে শুরু করেছে। আবার চিনের দুরবস্থার জন্য তাদের আমদানিও কমছে। আবার শেয়োর বাজার উঠতে শুরু করে। তবে বিধি বাম। ইতমধ্যে করোনা এসে হাজিব। ঠিক যেমনটা মনে করা গিয়েছিল, শেয়ার বাজারে তার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে।

দুনিয়া জুড়ে শেয়ার বাজারে করোনা কী প্রভাব হবে,তা আমরা দেখতেই পাব। কিন্তু ভারতের উপর আঘাত কতটা নিজের অভ্যন্তরীণ বাজারের উপর চিরদিনই বেশি নির্ভরশীল। ;অবশ্যই আমরা রফতানি করতে উসাহী, কিন্তু রফতানির বাজারে এখনও পর্যন্ত আমরা চিন, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশের থেকে অকেনকটাই পিছিয়ে।

সাম্প্রতিক কালে, আমরা দেখেছি, আমাদের বৃদ্ধির হারও কমেছে। তার একটা কারণ

অস্বাভাবিক রকমের স্ফীত হয়ে ওঠার পরেই পতন ঘটে এবং সেই সঙ্গে ঘটে ছোট বা বড় মাপের মন্দা। তাই অনেক শেয়ার কারবারিই কিছুটা আশঙ্কায় ছিলেন---এবার বোধহয় পতন ঘটবে। কিন্তু সেই আশঙ্কার কারণ একেবারেই অন্য। অস্বাভাবিক রকমের শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধি হতে থাকলে সন্দেহ জাগে যে, বাজারে শেয়ারের সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে না। অর্থাৎ বাজার ভুল পথে এগচ্ছে। ভুল পথ এড়িয়ে সোজা পথ খুঁজে পাওয়া গেলেই সেয়ার সূচকের পতন ঘটে।

কিন্তু এখন যে শোয়ার বাজারে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার কারণ সম্পূর্ণ আলাদা বড় বড় শিল্পে চাহিদা ঘাটতি দেখা দিয়েছে ভাইরাস ঠেকানোর জন্য। চিনা একইসঙ্গে যে সমস্ত দেশ থেকে তারা আমদানি করত, তাদেরও উৎপাদন মার খাচ্ছে এর ফলে। তাই মোটামুটি দুনিয়া জুড়েই শেয়ার বাজার টলমল।

ভারতেও তার স্পর্শ কিছুটা পাওয়া যাচ্ছে ২০২০ সালের বাজেট পেশ করার দিন এখানে শেয়ার বাজারে কিছুটা ধস নেমেছিল। অনেকেই মনে করেছিলেন যে, সেই ধস ছিল বাজেট সম্পর্কে বিপরীত প্রতিক্রিয়া। কিন্তু অর্থমন্ত্রী ব্যাপারটাকে সাময়িক বলেই মনে করেছিলেন। বিনিয়োগকারীরা বাজেটের সবটুকু চিত্র বুঝতে পারলেই আবার শেয়ার বাজার উধ্বমুখী হবে। এবং ঠিক তেমনটাই হয়েছিল। বাজেট পেশ করার পরের সপ্তাহ থেকেই হবে সে ব্যাপারে মতান্তর থাকতে পারে। ভারত তার অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য বিশ্বের চেয়ে নিশ্চয়ই বিশ্ব বাজারে আমাদের সাফল্যের অভাব। তাই করোনার প্রভাবে বিশ্ব বাজারে, ভারতীয় পণ্যের চাহিদার অভাব কতটা ভারতের অর্থনৈতিক নতুন করে দুর্বল করবে, সেই প্রশ্ন উঠতেই পারে। যদি আমার অনুমান ভুল না হয়,তবে অন্যান্য দেশে করোনা যতটা শেয়ার বাজারকে আঘাত করবে, খুব সম্ভব ভারতকে ততটা করবে না। অর্থাৎ রফতানির বাজারে ভারতের অসাফল্য হয়তো বা বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের পক্ষে ভাল খবর। অস্বাভাবিক রকমের স্ফীত হয়ে ওঠার পরেই পতন ঘটে এবং সেই সঙ্গে ঘটে ছোট বা বড় মাপের মন্দা। তাই অনেক শেয়ার কারবারিই কিছুটা আশঙ্কায় ছিলেন---এবার বোধহয় পতন ঘটবে। কিন্তু সেই আশঙ্কার কারণ একেবারেই অন্য। অস্বাভাবিক রকমের শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধি হতে থাকলে সন্দেহ জাগে যে, বাজারে শেয়ারের সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে না। অর্থাৎ বাজার ভুল পথে এগচ্ছে। ভুল পথ এড়িয়ে সোজা পথ খুঁজে পাওয়া গেলেই সেয়ার সূচকের পতন ঘটে।

কিন্তু এখন যে শোয়ার বাজারে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার কারণ সম্পূর্ণ আলাদা বড় বড় শিল্পে চাহিদা ঘাটতি দেখা দিয়েছে ভাইরাস ঠেকানোর জন্য।চিনা বা ভারতীয় শেয়ার বাজারে সাময়িকভাবে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা সরে দাঁড়ালেও, যদি বিশ্বের শেয়ার বাজারগুলো তাড়াতাড়ি জেগে না ওঠে তবে হয়তো ভারতের শেয়ার বাজারে বিদেশি বিনিয়োগ আবার ফিরে আসবে। এবং তাহলে ২০০৮ সালের 'সাব প্রাইম' মন্দার সময়ের মতো কোনও ঘটনা আবার প্রত্যক্ষ করা যাবে যখন ধনী দেশগুলোর তুলনায় ভারত প্রায় কোনওভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

অবশ্যই এই উক্তি কেবল শেয়ার বাজারের সম্পর্কেই প্রযোজ্য। শেয়ার বাজার যেমনই চলুক না কেন, জাতীয় উৎপাদনের বৃদ্ধির সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রায় কিছুই হয়তো নেই। তাই করোনা ভাইরাসের অর্থনৈতিক বিপর্যয় আমাদের তেমন ক্ষতিগ্রস্ত না করলেও আমাদের বৃদ্ধির হারে পতনের সমস্যার সমাধান অদূর ভবিষ্যতে না-ও হতে পারে।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

> বড় বড় শিল্পে চাহিদার ঘাটতি দেখা দিয়েছে ভাইরাস ঠেকানোর জন্য। চিন বা অন্যান্য দেশ থেকে আরও কেউ-ই আমাদিন করতে আগ্রহী নয়। ফলে চিনের শিল্প সংস্থায় মুনাফা, কর্মসংস্থান সবই তলানির দিকে ধাবমান। ফলে এই সমস্ত সংস্থার শেয়ার ছেড়ে পলায়মান হচ্ছেন বিনিয়োগকারীরা।

শুক্রবার আগরতলায় ১৯নং ওয়ার্ডে ডেপুটেশন দেয় বিজেপি।

কারও কোনও ক্ষতি হবে না, ইয়েস ব্যাঙ্কে সঙ্কটে নির্মলার আশ্বাস

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ (হি.স.): ইয়েস ব্যাঙ্কের সঙ্কটে আমানতকারীদের কারও কোনও ক্ষতি হবে নাঊ সমস্ত আমানতকারীদের টাকা সুরক্ষিত রয়েছে। শুক্রবার এমনই আশ্বাস দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ জানিয়েছেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-র সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি আমি। আমানতকারী, ব্যাঙ্ক এবং অর্থনীতির স্বার্থে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

ইয়েস ব্যাঙ্ক থেকে গ্রাহকদের টাকা তোলার ক্ষেত্রে। র্ধসীমা সাময়িক বেঁধে দিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)। আরবিআই জানিয়েছে, ৩ এপ্রিলের মধ্যে আমানতকারীরা ৫০ হাজার টাকার বেশি তুলতে পারবেন না। নির্ধারিত এই সময়ের মধ্যে কোনও ঋণও দিতে পারবে না বেসরকারি এই ব্যাঙ্কটি। এখানেই শেষ নয়, ৩০ দিনের জন্য ইয়েস ব্যাঙ্কের পরিচালন পর্ষদও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন সিএফও প্রশান্ত কুমারকে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই নির্দেশিকা জারি করেছিল আরবিআই।

আরবিআই-এর এই কড়াকড়ির কারণে উদ্বেগ ও উতণ্ঠার মধ্যে রয়েছেন গ্রাহকরাঊ ইয়েস ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার ঊর্ধসীমা আরবিআই বেঁধে দেওয়ার পরই, শুক্রবার সকাল থেকেই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে টাকার তোলার হিড়িক পড়ে যায় গ্রাহকদের মধ্যেঊ শুক্রবার সকালে মুম্বইয়ে ইয়েস ব্যাঙ্কের ফর্ট ব্রাঞ্চের সামনে গ্রাহকদের লম্বা লাইন পড়ে যায়ঊ টাকা তোলার জন্য ব্যাঙ্ক খোলার অনেক আগে থেকেই লম্বা লাইন করে দাঁড়িয়ে ছিলেন গ্রাহকরা।

এমতাবস্থায় গ্রাহকদের আশ্বস্ত করে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বলেছেন, 'সমস্ত আমানতকারীদের আশ্বস্ত করতে চাই, তাঁদের টাকা সুরক্ষিত রয়েছে। আরবিআই-এর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি আমি। আমানতকারী, ব্যাঙ্ক এবং অর্থনীতির স্বার্থে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।' অর্থমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, 'আরবিআই গভর্নর আমাকে আশ্বস্ত করেছেন শীঘ্রই এই বিষয়টির সমাধান হবে। আরবিআই এবং ভারত সরকারের এ দিকেই নজর রয়েছে। আমি নিজেও আরবিআই-এর সঙ্গে কয়েক মাস ধরে ব্যক্তিগতভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছি এবং সবার স্বার্থেই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

করিমগঞ্জে বালু মাফিয়াদের দাপাদাপি ভাতঘুমে আচ্ছন্ন জেলা বন দফতর

করিমগঞ্জ (অসম), ৬ মার্চ (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার প্রধান তিনটি নদী কুশিয়ারা, লঙ্গাই ও সিংলা থেকে প্রতিদিন অবৈধ উপায়ে শ শ গাড়ি বালু পাচার হলেও, জেলা বন কর্তৃপক্ষ ভাতঘুমে আচ্ছন্ন। মাঝে-মধ্যে বালু মাফিয়াদের বিরুদ্ধে লোক দেখানো অভিযান চালিয়েই দায়িত্ব সমাপ্ত করেন জেলায় নিয়োজিত ভারপ্রাপ্ত ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার (ডিএফও) জালনুর আলি। সমগ্র জেলা জুড়ে চলছে বালু মাফিয়াদের রাজত্ব। বিভাগীয় প্রশাসন যন্ত্রকে রহস্যজনকভাবে খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মাফিয়ারা অবৈধ বালু পাচারের বিশাল রাজত্ব কায়েম করে রেখেছে। এতে একদিকে যেমন অবৈধ নদী খননের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের নদী উপকূলীয় জনপদ নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে, ঠিক তেমনি প্রতিদিন চালান বিহীন শ শ গাড়ি বালু পাচারের ফলে সরকার কোটি কোটি টাকার রাজস্ব হারাচ্ছে।

অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বালু খননের ফলে নদী উপকূলে বসবাসরত ভুক্তভোগী জনগণ অভিযোগ করে বলেছেন, বিভাগীয় নিচুতলা থেকে উপর মহল পর্যন্ত কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করেই বালু মাফিয়ারা তাদের কালো সাম্রাজ্য বজায় রেখেছে। কারণ এ ব্যাপারে বার বার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের কাছে নালিশ জানিয়েও কোনও লাভ হচ্ছে না। এ থেকেই প্রমাণিত, বালু মাফিয়া এবং বিভাগীয় অধিকারিকদের মধ্যে গোপন বোঝাপড়া রয়েছে। লঙ্গাই নদীর অবিক্রিত ৩ নম্বর মহালে বালু মাফিয়া চক্রের আস্ফালনের বাস্তব ছবি-সহ স্ববিস্তারে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর, মাঠে নেমেছিলেন ভারপ্রাপ্ত ডিএফও জালনুর আলি।

লঙ্গাই নদীর উপকূলীয় একাধিক অবৈধ বালুর ডাম্পিঙে হানা দিয়ে অবৈধ ভাবে নদী থেকে উত্তলিত বেশ কিছু বালু বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি মামলাও করেছিলেন তিনি। এর পর হাতে গোনা কয়েকদিন অবৈধ বালু উত্তলন বন্ধ থাকলেও, পুনরায় বালু মাফিয়ারা স্বমহিমায় তাদের অবৈধ বালু পাচার কার্য বহাল তবিয়তে চালিয়ে যাচ্ছে। এলাকার সচেতন নাগরিকগণ ভারপ্রাপ্ত ডিএফও জালনুর আলিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বলেন, ওই বনকর্তা কর্তৃক বালু বাজেয়াপ্ত করা এবং মামলা দায়ের করা সবকিছুই ছিল লোক দেখানো। আসলে সবকিছুই পূর্ব পরিকল্পিত নাটক মাত্র। সত্যিই যদি মামলা হয়ে থাকত, তা হলে যার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল, প্রশাসন তার বিরুদ্ধে কেন আইনানুযায়ী কোনও ব্যবস্থা নিল না?

জেলার পরিবেশপ্রিয় সুশীল সমাজ আক্ষেপের সুরে বলেছে, সাম্প্রতিককালে রক্ষকরা লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে ভক্ষকের ভূমিকা পালন করছে। তাই বিভাগীয় উদাসীনতা এবং যোগসাজশেই জেলার কুশিয়ারা, লঙ্গাই ও সিংলা নদী থেকে প্রতিনিয়ত রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে শ শ গাড়ি বালু অবৈধ উপায়ে পাচার হচ্ছে। নিলামবাজার লঙ্গাই সেতুর নীচ থেকে শরিফনগর পর্যন্ত অবিক্রিত ৩ নম্বর মহালে অবৈধ আধিপত্য গড়ে তুলেছে বালু মাফিয়া চক্র। এমন-কি মাফিয়া চক্রের কুনজর থেকে বাদ যায়নি নিলামবাজার লঙ্গাই সেতুর নীচে যে কোনও খনন কার্য থেকে নিষিদ্ধ প্রায় আড়াইশো মিটার অংশও। বালু মাফিয়ারা লঙ্গাই নদীর উপকূলীয় কাউটুক, যাত্রাপুর, ভরিবন্দ, গান্ধাই খেয়াঘাট-সহ প্রায় ১০ থেকে ১৫টি স্থানে বালুর অবৈধ ডাম্পিং গড়ে তুলে নৌকা ছাড়াও অত্যাধুনিক মেশিন দিয়ে বালু পাচার অব্যাহত রেখেছে। এই অবৈধ উপায়ে অবৈজ্ঞানিকভাবে বালু খনন ও পাচারের ফলে নদী ভাঙনের আশঙ্কার সৃষ্টির পাশাপাশি সরকারের কোটি কোটি টাকার রাজস্ব মার খাচ্ছে। শীঘ্রই বালু মাফিয়াদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবসা গ্রহণ করা না হলে জেলা বন বিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পথে পা বাড়াতে বাধ্য হবেন বলে চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নদী উপকূলীয় ভুক্তভোগী জনগণ।

করোনা সন্দেহে বেলেঘাটা আইডিতে ভর্তি তিন

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি.স.):করোনা আতঙ্ক পিছু ছাড়ছে না কলকাতার। ফের করোনা সন্দেহে শুক্রবার বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এক মহিলা-সহ দুই যুবককে। করা হচ্ছে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

যে মহিলাকে ভর্তিও করা হয়েছে তিনি কসবার বাসিন্দা। সিঙ্গাপুর থেকে ফিরেছেন তিনি। অন্যদিকে দুই যুবকের মধ্যে একজন বেলেঘাটার বাসিন্দা। তিনি থাইল্যান্ড থেকে ফিরেছেন। অপরজন টালিগঞ্জের বাসিন্দা। তিনি ফিরেছেন কুয়েত থেকে।

বেলেঘাটা আইডি হাসপাতাল সূত্রে খবর, এঁদের ৩ জনের মধ্যে কারোও জ্বর রয়েছে। কারও সর্দি-কাশির সংক্রমণ। তাও ঝুকি না নিয়ে ওই তিনজনকেই আইসোলেশন ওয়ার্ডে রেখে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। তাঁদের রক্তের নমুনা পাঠানো হয়েছে পুণের ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজিতে। সেই রিপোর্ট হাতে আসার পরেই জানা যাবে তিনজনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ কিনা।

লোকসভায় অধীরকে কটাক্ষ প্রহ্লাদের, ১১ মার্চ পর্যন্ত মুলতুবি উভয় কক্ষের অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ (হি.স.): শান্তি ফিরল না। সোমবার থেকে শুক্রবার, প্রতিদিনই দিল্লি-হিংসা নিয়ে উত্তাল হল সংসদের উভয় কক্ষ, লোকসভা ও রাজ্যসভা। শুক্রবারও তুমুল হই হট্টোগোল বজায় থাকায় আগামী ১১ মার্চ বেলা এগারোটা পর্যন্ত লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে।

দিল্লি-হিংসার পাশাপাশি ৭ জন কংগ্রেস সাংসদকে সাসপেন্ড করা নিয়েও এদিন বাকযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে শাসক-বিরোধীঊ কংগ্রেস সাংসদ তথা লোকসভার পরিষদীয় দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী এদিন লোকসভায় বলেন, 'চলতি অধিবেশনে আমাদের ৭ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। কিসের ভিত্তিতে এমনটা করা হয়েছে, তা আমাদের জানা নেই? এটা কোনও ছোট বিষয় নয়; আমরা শুধুমাত্র দিল্লি-হিংসা নিয়ে আলোচনা চাইছি।' কংগ্রেসের ৭ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়ে এদিন ডিএমকে সাংসদ দয়ানিধি মারান বলেছেন, 'ডিএমকে-র হয়ে, আমি অনুরোধ করছি সাংসদদের (৭ জন কংগ্রেস সাংসদ) সাসপেনশন প্রত্যাহার করা হোক।'

এরপরই লোকসভায় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশি বলেছেন, 'সাংসদরা সংসদের বাইরে থাকুক, সরকার এমনটা কখনই চায় না। কিন্তু, বৃহস্পতিবার যা হয়েছিল, স্বাধীনতার ৭০ বছরেও এমনটা কখনওই হয়নি।' সংসদে অধীর রঞ্জন চৌধুরীর 'আচরণ' প্রসঙ্গে প্রহ্লাদ যোশি বলেছেন, 'সংসদে এমন ধরনের আচরণ কখনই কাম্য নয়। এর আগে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে অকথ্য ভাষায় কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু আমরা কিছুই করিনি।' এদিকে, গত ২-৫ মার্চ পর্যন্ত লোকসভায় যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল, সেই সমস্ত ঘটনার তদন্তের জন্য বিশেষ কমিটি গঠন করেছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। ওই কমিটি তদন্ত শেষে সংসদে রিপোর্ট জমা দেবে, স্পিকার নিজেই ওই কমিটির শীর্ষে।

গত কয়েকদিনের মতো শুক্রবারও দিল্লি-হিংসা নিয়ে উত্তাল হয় সংসদের উভয় কক্ষ। তুমুল হাঙ্গামার কারণে লোকসভা এবং রাজ্যসভা, উভয় কক্ষের অধিবেশন আগামী ১১ মার্চ, বেলা এগারোটা পর্যন্ত মুলতুবি করা হয়েছে। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু এদিন জানিয়েছেন, সরকার এবং বিরোধী, উভয় পক্ষের কাছে আমার অনুরোধ অর্থবহ সমাধানে আসুন আপনারা, যাতে সদনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

করোনা প্রভাব শেয়ার বাজারে নিম্নমুখী সেন্সসেক্স নিফটি

মুম্বাই, ৬ মার্চ (হি. স.) : করোনা ভাইরাস এবার থাবা বসিয়েছে শেয়ার বাজারেও। শেয়ার বাজারেও করোনা প্রভাবে সূচক নিম্নমুখী। শুধু তাই নয়, অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন শেয়ার বাজারের সাম্প্রতিক এই মন্দা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলবে ভারতীয় বাণিজ্যে। ক্রবার বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গেই শেয়ার সূচকে পতন দেখা যায়, ১,৩০০ পয়েন্ট কমে গিয়ে ৩৭, ১৮০ পয়েন্টে এসে দাঁড়িয়েছে, ওদিকে নিফটি ৩৮৫ পয়েন্ট কমে বর্তমানে হয়েছে ১০,৮৮১ পয়েন্ট। পাশাপাশি বিএসইর মিডক্যাপ সূচক ৫৬৮ পয়েন্ট বা ৩.৯ শতাংশ কমে ১৪,০০২ পয়েন্টে স্থির হয়েছে এবং বিএসইয়ের স্মার্টক্যাপ সূচক ৪২৬ পয়েন্ট বা ৩.১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১৩,১৬৪ এ এসে দাঁড়িয়েছে। বিএসইর সমস্ত বিভাগীয় সূচকগুলি এদিন বাজার শুরুর সময় থেকেই বিপদসঙ্কেত দিচ্ছে।

করোনার থাবা ভুটানে, আক্রান্ত এক ব্যক্তি

থিম্পু, ৬ মার্চ (হি. স.) : এবার করোনার থাবা ভুটানেও। ভারত থেকে সে দেশে যাওয়া এক ব্যক্তির দেহে করোনার হদিশ মিলেছে। পাশাপাশি আক্রান্ত সন্দেহে দুই জার্মান পর্যটক-সহ মোট ছ'জনকে থিম্পু হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে। সংক্রমণের সন্দেহে স্ক্রিনিং চলছে অন্তত ৯০ জনের। আর একের পর এক এই ঘটনায় দেশে পর্যটকদের প্রবেশের উপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ভুটান সরকার।

সরকারি সূত্রে খবর, গত ২ মার্চ ৭৬ বছরের ওই ব্যক্তি ভারত থেকে ভুটানে গিয়েছিলেন। জ্বর-সর্দি-কাশি নিয়ে গত ৫ মার্চ থিম্পু হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। তখনই দেখা যায়, তিনি সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটারি সিন্ড্রোমে আক্রান্ত। তাঁর শরীরে সিওভিডি-১৯ পজিটিভ।

সূত্রের খবর, ওয়াশিংটন থেকে ভারত হয়ে ভুটানে গিয়েছিলেন তিনি। ভারতে ছিলেন ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত। হাসপাতাল সূত্রে খবর, দু'সপ্তাহের জন্য কোয়ারেন্টাইন করে রাখা হয়েছে ওই রোগীকে।এদিকে সংক্রমণ ঠেকাতে কোমর বেঁধে নেমেছে ভুটান সরকার। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে থিম্পুর কয়েকটি স্কুল আগামী দু'সপ্তাহের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গত কয়েকদিনের জন্য ভারত থেকে ভুটানে যাওয়া আটজনকে কোয়ারেন্টাইন করে রাখা হয়েছে।

রবীন্দ্রভারতীতে ক্ষমা চাইল পাঁচ অভিযুক্ত

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি. স.): বুকে পিঠে অশ্লীল শব্দ লেখার দায় স্বীকার করে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষমা চাইল পাঁচ বহিরাগত। নিজেদের ভুল স্বীকার করার পাশাপাশি তাঁদের ছবি বিকৃত করা হয়েছে বলেও এদিন দাবি করে তাঁরা। অভিযুক্তরা জানিয়েছে তাঁরা সকলেই হুগলির বাসিন্দা। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তাঁদের কোনও যোগ নেই। এরমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে আদৌ আগামী বছর থেকে আর রবীন্দ্রভারতীতে বসন্ত উৎসব হবে কিনা। অথবা হলেও বহিরাগতদের আর ঢুকতে দেওয়া হবে কিনা। যদিও শিক্ষাবিদ থেকে শিল্পিমহল সকলেই এই ঘটনার একযোগে নিন্দা করেছে। ছাত্র সংসদ নেত্রী সুপর্ণা দাসের কথায়, সামনের বছর বসন্ত উৎসব হবে কিনা, যদি হয় তাহলে বাইরের কাউকে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হবে কিনা, সবটাই ভাবনাচিন্তার বিষয়। বিবেচনা করে দেখা হবে। কোনওভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনামের সঙ্গে আপোস করা হবে না।

"আর নয় অন্যায়" কর্মসূচিতে অধিকাংশ মিসড কল কলকাতার পুর এলাকা থেকেই, দাবি বিজেপির

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি. স.): তৃণমূলের "দিদিকে বলো"- র পাল্টা কর্মসূচি "আর নয় অন্যায়" শুরু করেছে বিজেপি। এই কর্মসূচিতে মিসডকল দিয়ে শামিল হতে বলা হয়েছে বঙ্গ বিজেপির তরফে। আর এই কর্মসূচিতেই মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যে বিপুল সমর্থন আসছে বলে দাবি করেছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বরা। তাদের দাবি, কলকাতা পুরসভার অধীনস্থ এলাকা থেকেই সবথেকে বেশি পরিমাণে মিসড কল এসেছে। দিনে গড়ে একলাখ করে মিসড কল এসেছে বলেও দাবি করেন তারা।

গত রবিবার শহরে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শহীদ মিনারে তার জনসভার মঞ্চ থেকেই শুরু হয়েছিল "আর নয় অন্যায়" কর্মসূচি। সামনে পুর ভোট হলেও আগামী বছরে বিধানসভার ভোটকে পাখির চোখ করে আসন্ন পুরসভার ভোটকে সেমিফাইনাল হিসেবে দেখছে বিজেপি। তাই ভোটের আগে জনসংযোগের জোর দিতে তাদের এহেন কর্মসূচি। সেদিনের জনসভা থেকে অমিত শাহ জানিয়েছিলেন, এই অভিযানকে সফল করতে ৯৭২৭২৯৪২৯৪ নম্বরে মিসড কল দেওয়ার জন্য । মঞ্চ থেকে দর্শকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'কতজনের কাছে মোবাইল আছে? আপনারা মোবাইল বের করে দেখান। মঞ্চে যাঁরা বসে আছেন, তাঁরাও মোবাইল বের করে মিসড কল দিন ওই ফোন নম্বরে'। একই সঙ্গে কটাক্ষ করে তিনি জানান, 'দিদিকে বলো - তে ফোন করে "আর নয় অন্যায়" বলুন'।

বিজেপির এই কর্মসূচিতে বিপুল সমর্থন এসেছে বলে দাবি করেছে বঙ্গ বিজেপি। তাদের কথায় শুধু কলকাতা নয়, হাওড়া, বিধাননগর, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর পুরসভার অধীনস্থ এলাকাগুলি থেকেও অজস্র মিসড কল এসেছে। মিসড কল দেওয়ার পরে সেই নাম্বারে একটি মেসেজ আসছে বিজেপির তরফ থেকে। এমনকি অন্য একটি নম্বর থেকে ফোন করা হচ্ছে। জানানো হচ্ছে, আর নয় অন্যায় - অভিযানের সদস্য হয়েছেন তিনি।

বিশ্বভারতীর বসন্ত উৎসব বাতিলের আশঙ্কা করোনা আতঙ্কে

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি. স.) : বিশ্বভারতীর বসন্ত উৎসব ঘিরে সংকট আর কাটছে না। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দেশে এসেছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। করোনা ভাইরাসের জেরে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে বাতিল করতে হবে বসন্ত উৎসবের অনুষ্ঠান।

বসন্ত উৎসবে দূষণ বিধি নিয়ে নজরদারি চালানোর বিষয়ে এ বছরের গোড়ায়েও সরব হন পরিবেশকর্মীরা। গত বছর বসন্ত উৎসবে বিভিন্নভাবে পরিবেশ দূষণ করার অভিযোগ উঠেছিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। শান্তিনিকেতনের পরিবেশ দূষণের কথা প্রধানমন্ত্রীর দফতরে জানিয়েছিলেন পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত। এই বছর বসন্ত উৎসব যাতে পরিবেশবান্ধব করা হয় তার জন্য বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ-সহ রাজ্য পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও রাজ্যের মুখ্য সচিবকে চিঠি পাঠান সুভাষবাবু। তিনি দাবি করেন, গত বছর বসন্ত উৎসব পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করা হয়নি। বসন্ত উৎসবে শব্দ বিধি ভেঙে উচ্চস্বরে বড় বড় বক্স বাজানো হয়েছিল, কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খোলা জায়গায় এভাবে মাইক বা বক্স বাজানো যায় না। এছাড়াও গত বার আবির বাতাসে যেভাবে মিশেছিল তাতে দূষণ বেড়েছিল। প্লাস্টিক, পলিথিনের ব্যবহারও দেদার হয়েছিল। এমনকি বসন্ত উৎসবের সময় প্রচুর পর্যটক শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন জায়গায় রান্নাবান্নার আয়োজন করে থাকেন তাতেও পরিবেশ দূষিত হচ্ছে মারাত্মকভাবে।

গত বছর বসন্ত উৎসবে আড়াই লক্ষেরও বেশি জনসমাগম হয়, পরিকাঠামো না থাকায়, শান্তিনিকেতন জুড়ে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। ভিড়ের চাপে বহু পর্যটক অসুস্থ হয়ে পড়েন। গতবছর বসন্ত উৎসবে বিশৃঙ্খলার কথা মাথায় রেখে এই বছর বসন্ত উৎসবে রাজি ছিল না বিশ্বভারতী। সেই খবর সংবাদমাধ্যমের সূত্রে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কানে পৌঁছতেই তা নিয়ে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এর পরেই বিশ্বভারতী জানায় রাজ্য সরকার প্রশাসনিক সহযোগিতা করলে রীতি মেনে নির্ধারিত দিনেই বসন্ত উৎসব করতে রাজি তারা। শুক্রবার কেন্দ্রের নয়া নির্দেশ আসার পরেই এদিনই জরুরি বৈঠক ডেকেছেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য। সেই বৈঠকেই নেওয়া হতে পারে সিদ্ধান্ত। তবে নবান্ন সুত্রে জানা গিয়েছে রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নয়।

ছড়াচ্ছে করোনা মুজফফরনগরে প্রকাশ্যে মাংস-মাছ বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা

মুজফফরনগর, ৬ মার্চ (হি.স.): বৃহস্পতিবার ছিল ৩০। শুক্রবার তা বেড়ে হয়েছে ৩১। কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাস ক্রমশই ছড়াচ্ছে ভারতে। লখনউয়ের পর এবার উত্তর প্রদেশের মুজফফরনগরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে, প্রকাশ্যে মাছ ও মাংস বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করল মুজফফরনগর জেলা প্রশাসন। আধা-রান্না করা মাংসও প্রকাশ্যে বিক্রি করা যাবে না। শুক্রবার মুজফ্ফরনগর-এর জেলা শাসক সেলভা কুমারী জে জানিয়েছেন, 'করোনাভাইরাসের সংক্রমণ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সেই কারণে, সমগ্র জেলাতেই প্রকাশ্যে মাংস, আধা-রান্না করা মাংস, মাছ, কাটা সব্জি এবং ফল বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।' প্রসঙ্গত, এর আগে বৃহস্পতিবারই লখনউতে প্রকাশ্যে মাংস-মাছ বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

করোনা : শিলচরে অতিরিক্ত দামে ইনহেলার মাস্ক বিক্রি, তদন্তে জেলা প্রশাসন

শিলচর (অসম), ৬ মার্চ (হি.স.) : বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার চেয়ে বেশি রয়েছে নতুন এই রোগ নিয়ে আতঙ্ক। মানুষ থেকে মানুষে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার দরুন আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ। আর সেই আতঙ্কের জেরে কাছাড় জেলায় বেড়েছে মাস্ক বিক্রি। এই সুযোগে মাস্ক ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত দাম হাঁকিয়ে তা ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করছেন। ফলে কিছুটা হলেও ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন ক্রেতারা। ৩০ টাকার ইনহেলার মাস্ক ৩০০ টাকায় বিক্রি করারও অভিযোগ রয়েছে। এ নিয়ে রুজু হয়ে মামলাও। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নড়েচড়ে বসেছেন কাছাড়ের খোদ জেলাশাসক বর্ণালী শর্মা।

অতিরিক্ত দামে গ্রাহকদের ইনহেলার মাস্ক বিক্রির বিষয়ে মেসার্স জে কে এন্টারপ্রাইজ এবং জে কে মেডিকেয়ারের বিরুদ্ধে জনৈক শান্তনু রায় কর্তৃক দায়েরকৃত এক অভিযোগের জবাবে কাছাড় জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, বিষয়টি নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত শুরু করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করতে বৃহস্পতিবার রাতে কাছাড় জেলা প্রশাসনের একজন ম্যাজিস্ট্রেট শিলচর হাসপাতাল রোডে অবস্থিত অভিযুক্ত এই ওষুধের দোকানে পুলিশ বাহিনী নিয়ে আচমকা হানা দেন। অভিযান প্রায় আড়াই ঘণ্টা অব্যাহত ছিল। অভিযান চলাকালীন প্রতিটি ওষুধের দাম, ওষুধগুলি তৈরির তারিখ এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করা হয়। পরে ওষুধের গুদামগুলিতেও তল্লাশি চালানো হয় এবং অভিযানের পর স্টোরের রিপোর্টের সাথে ইনহেলার মাস্কের তিনটি প্যাকেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, জানানো হয়েছে জেলা প্রশাসনের তরফে।

এখনে উল্লেখ্য, ৩০ টাকার মাস্ক ৩০০ টাকা দরে বিক্রি করছে বলে শিলচরের একটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জনৈক শান্তনু রায় মামলা করেন বৃহস্পতিবার। মানুষের বাড়তি চাহিদার কথা মাথায় রেখে এই প্রতিষ্ঠানটি কোনও ধরনের রসিদ ছাড়া ৩০ টাকার ইনহেলার মাস্ক ৩০০ টাকা দরে বিক্রি করছে। এ নিয়ে শান্তনু রায় শিলচর সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে কাছাড়ের জেলাশাসককে স্মারকপত্র মারফত অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছিলেন। শান্তনু রায় অভিযোগে জানান, শিলচর হাসপাতাল রোডের মেসার্স জে কে এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড জে কে মেডিকেয়ার প্রতিষ্ঠানে মাস্ক কিনতে গেলে মাত্রাতিরিক্ত দাম নিচ্ছে। তাছাড়া মাস্ক কেনার পর কোনও রসিদ দিতে আপত্তি জানানো হয়।

এদের কোনও সেন্স নেই", রবীন্দ্রভারতী অশ্লীলতা প্রসঙ্গে ইমন

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি.স.):বৃহস্পতিবার রবীন্দ্র ভারতীবিশ্ববিদ্যালয়ে দোল উৎসব ছিল। আর এরপরেই রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বসন্তোৎসবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান নিয়ে কিছু অশালীন নৃত্যগীতের ছবি সোশ্যালসাইটে রীতিমত ভাইরাল হয়েছে।

আর তাই নিয়ে শুরু হয়েছে সমালোচনা। এবার রবীন্দ্রভারতী প্রসঙ্গে মুখ খুললেন সঙ্গীত শিল্পী ইমন চক্রবর্তী ঊফেসবুক পোস্ট করে চরম নিন্দা করলেন ঘটনার।

ফেসবুক পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, 'আমার এদেরকে কিচ্ছু বলার নেই। আমরা যখন জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাসে পড়াশোনা করেছি এগুলো কোনওদিন হয়নি, আমরা হতেও দিইনি। অসভ্যতা ও অপসংস্কৃতির চরমতম জায়গায় পৌঁছে গেছে এরা। রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা হতে পারে, আমি ভাবতেও পারি না। এদের কোনও সেন্স নেই।

কী ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে এরা পড়ছে সেটাই বুঝতে পারছি না। ঘৃণ্য ঘটনা। এতে অপমান হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তণী হিসেবে আমি লজ্জিত'।

প্রসঙ্গত, ছবিগুলিতে দেখা গিয়েছে শাড়ি পরা কিছু মহিলার খোলা পিঠে আবির দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান বিকৃত করে অশ্লীল শব্দ লেখা রয়েছে। মেয়েদের পাশাপাশি কয়েকজন ছেলের বুকেও অশ্লীল শব্দ লেখা। যা ঘিরেই মূলত বিতর্ক শুরু হয়েছে ।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

প্রথম কোনও ছবিতে শুধুই মহিলা কণ্ঠের গান, কী বলছেন ৪ গায়িকা ?

প্রত্যেক মহিলাদের কুর্নিশ জানিয়ে আজ ৬ মার্চ মুক্তি পেল ''ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মটি''। যে ছবি মেয়েদের এগিয়ে যাওয়ার গল্প বলে। যে ছবি প্রকৃতপক্ষে সমাজের সবস্তরের মারীদের গল্প বলে। আর সেই সিনেমাতেই নারীশক্তি জয়গান গাইলেন চার গায়িকা। কারণ, ''ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মটি'' ছবিতে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি গানই মহিলাকণ্ঠে। গেয়েছেন সুরঙ্গমা, উজ্জিয়িনী, লগ্নজিতা এবং সোমলতা।উল্লেখ্য, এই প্রথম কোনও টলিউড ছবিতে শুধুমাত্র মহিলাকণ্ঠের গানই ব্যবহার করা হয়েছে। ছবির গানে নেই কোনও পুরুষকণ্ঠ। যেখানে বাংলা হোক কিংবা বলিউডের কোনও সিনেমায় ব্যবহৃত গান, মহিলাদের থেকে পুরুষকণ্ঠের আধিক্যই বেশি থাকে। কিংবা গাইতে দিলেও গানের মধ্যে সেভাবে মহিলাকণ্ঠের আধিক্য থাকে না, এমন অভিযোগ কিন্তু অনেকের কাছেই শোনা যায়। সেখানে উইন্ডোজ প্রযোজিত এই ছবিতে শুধুমাত্র মহিলাকণ্ঠের গানই রাখা হয়েছে। নারীকেন্দ্রিক ছবির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই অবশ্য এই সিদ্ধান্ত। তবে, পরিচালক-প্রযোজকের এই উদ্যোগে বেজায় খুশি সুরঙ্গমা, উজ্জিয়িনী, লগ্নজিতা এবং সোমলতা।যে ছবি নারীদের এগিয়ে যাওয়ার কথা বলে, সেই ছবির সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে উচ্ছ্বসিত চার গায়িকাই। ''কোন গোপনে'' গানটি গেয়েছেন সুরঙ্গনা। ''তুই চল'' গানটি সোমলতা আচার্য চৌধুরির গাওয়া। যে গান দুটি ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে মন ছুঁয়েছে শ্রোতাদের।সোমলতার কথায়, ''প্রথমত বাংলা ছবিতে এখন যা হয়, খুব বেশি হলে একটা গানের ৩ লাইন গাওয়ানো হয় গায়িকাদের দিয়ে। কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র মহিলাদের কথা ভেবে কোনও ছবি বানানো কিংবা শুধু মহিলাকণ্ঠের গান ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত খুবই প্রশংসনীয়। ''রঞ্জনা''র পর প্রায় বছর দশেক পরে এরকম একটা গান গাওয়ার সুযোগ পেলাম, যেখানে মহিলাকণ্ঠের চাহিদা রয়েছে। অনিন্দদার লেখা গান নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। অদ্ভূত সুন্দর। আমাদের সমাজে মহিলাদের যে অবস্থান, আমার গান ''তুই চল'' গানটি তাঁদের উদ্বুদ্ধ করবে।''''বাংলা ছবি শুধু কেন, হিন্দি ছবির কথাও বলব। শেষ ২-৩ বছরে মূল ভোকালিস্টের গানের শেষে কিংবা অন্তরার শুরুতে মহিলাদের দুটো লাইন ছাড়া, শুধুমাত্র মহিলাকণ্ঠ নিয়েই একটা গোটা গানের সংখ্যা খুবই কমে গিয়েছে। অলকা ইয়াগনিক, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি কিংবা শ্রেয়া ঘোষালের কণ্ঠেও একটা গোটা গান শুনেছি। এখন তো মহিলাদের জন্য কোনও সুযোগই নেই সেরকম। সবাই সমসময়ে বলে শুধুমাত্র চিত্রনাট্যের প্রয়োজনেই নাকি পুরুষকণ্ঠ দরকার। কিন্তু এক্ষেত্রে ''ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মটি'' এরকম একটি উদ্যোগের অংশীদার হতে পেরে খুব ভাল লাগছে'', বলছেন লগ্নজিতা।সুরঙ্গনার কথায়, ''যেহেতু নারী দিবস উপলক্ষে মুক্তি পাচ্ছে, তাই ছবির অ্যালবামকে আমরা ''সেলিব্রেশন অফ ওমেনহুড'' বলতেই পারি। অসম্ভব মেলোডিয়াস এবং ভার্সেটাইল একটা অ্যালবাম। আর এই মহিলাকণ্ঠের ব্যাপারে বলব, মানুষ যখন কাজের ক্ষেত্রেও লিঙ্গ ভেদাভেদ ভুলে যাবে, শুধুমাত্র তখনই বৈষম্যগুলো উঠে যাবে।'' ছবি প্রসঙ্গে সুরঙ্গনার মত, ''ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মটি'' ভীষণ জরুরি একটা ট্যাবু ভাঙার কথা বলে। পিরিয়ডস যে সমাজের একটা বিরাট অংশ এই ট্যাবুর দ্বারা প্রবাবিত, তা ভাবলেও ভয় হয়। ২০২০ সালে যখন আমরা জাত-পাত-ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ সবকিছু বৈষম্য বিভদ মেটানোর চেষ্ট করছি, তখন ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মটির একটা অংশ হতে পেরে আমিও খুব খুশি।

বাড়ির খাবার না পৌঁছলে বেজায় চটে যান আলিয়া, ফাঁস করলেন হাউসকিপার

নিজস্ব প্রতিবেদন : বেশ কয়েকমাস হল নিজের ইউটিউব চ্যানেল খুলেছেন আলিয়া ভাট। মাঝে মধ্যেই নিজের ইউটিউব চ্যানেলে নানান কিছুর ভিডিয়ো পোস্ট করে থাকেন আলিয়া। সম্প্রতি, নিজের বাড়ির রান্নাঘরে নিজের হাতে জুকিনি সবজি বানানোর ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন আলিয়া ভাট।বাড়িতে ফাঁকা বসে থাকলে আজকাল আলিয়ার নাকি রান্না করার শখ হয়। বেশকিছুদিন আগে নিজের ব্যক্তিগত রাঁধুনি দীলিপ পণ্ডিত ও হাউসকিপার ক্যারল-কে নিয়েই রান্না শুরু করে দিলেন আলিয়া। নিজের হাতে বিটরুট স্যালাড এবং চিয়া পুডিং বানিয়েছিলেন আলিয়া। কীভাবে সেটি বানাবেন তার রেসিপিও দিয়ে দিয়েছিলেন আলিয়া। তবে এবার আলিয়া বানালেন জুকিনি সবজি। জুকিনি হল একধরনের স্কোয়াশ। যাঁরা ডায়েট করেন তাঁরা অনেকেই এই জিনসটি তাঁদের খাদ্য তালিকায় রাখতে পছন্দ করেন। আলিয়া সাউথ ইন্ডিয়ান স্টাইলে বানালেন জুকিনি সবজি। দর্শকদের শেখানোর জন্য পুটো রান্নাটাই ধীরে ধীরে স্টেপ বাই স্টেপ করতে দেখা যায় আলিয়াকে। রান্না করার পর এটি কেমন হয়েছে তা টেস্ট করার জন্য রাঁধুনি দিলীপ ও হাউসকিপার ক্যারলকে খাওয়াতেও ভোলেন নি আলিয়া।আলিয়াকে তাঁর রান্নায় সাহায্য করলেন রাঁধুনি দীলিপ ও হাউসকিপার ক্যারল।

আলিয়ার কথায়, তিনি শ্যুটিংয়ে থাকলেও বাড়ির খাবার খেতেই পছন্দ করেন। ডায়েট মেনে চলতে সঠিক সময়ে বাড়িতে বানানো খাবার খেতেই পছন্দ করেন ''ভাট কন্যা''। যদি কোনওভাবে সঠিক সময় বাড়ির খাবার শ্যুটিং সেটে না পৌঁছায়, তাহলে নাকি আলিয়া বেজায় চটে যান। আর একথা ফাঁস করলেন আলিয়ার হাউসকিপার ক্যারল। এমনকি বাড়ির ফ্রিজে মিষ্টি থাকলেও আলিয়া খেয়ে ফেলেন, আবার নিজেই সেগুলি সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন।প্রসঙ্গত, খুব শীঘ্রই মুক্তি পেতে চলেছে রণবীর-আলিয়ার ছবি ''ব্রহ্মাস্ত্র'' যেখানে প্রথমবার রণবীর কাপুরের সঙ্গে দেখা যাবে আলিয়াকে।

কাজল আগারওয়ালকে শমন পাঠালো চেন্নাই পুলিশ

নজরবন্দি ব্যুরোঃ ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে চেন্নাইয়ের একটি স্টুডিওয় ইন্ডিয়ান-২ ছবির শুটিং চলছিল।মোটা বাজেটের ছবি।ছবিরই এক গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যের শুটিং চলাকালীন দেড়শ ফুট উচু ক্রেনের ওপর থাকা লাইটের সেট-আপ ভেঙে পড়ে। ঘটনায় মৃত্যু হয় ৩ জনের। সেখানেই পরিচালক শংকর উপস্থিত থাকলেও একটুর জন্য প্রাণে বেঁচে যান তিনি। তবে, তাঁর পায়ে আঘাত লাগে।শুটিংয়ের সময় কমল হাসানও সেখানেই ছিলেন। তবে একটু দূরে থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পান। অল্পের জন্য বেঁচে যান অভিনেত্রী কাজল আগারওয়ালও।দুর্ঘটনার কারনে পরিচালক শঙ্কর ও অভিনেতা কমল হাসানকে শমন পাঠিয়েছিল পুলিশ।এই দুর্ঘটনার তদন্তেএকটি চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে।চেন্নাইয়ের ইভিপি ফিল্ম সিটির যে স্টুডিওতে শুটিং চলছিল, লোকেশন হিসেবে অনেক দিন আগেই সেই জায়গাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল । আধিকারিক বলেন, দুর্ঘটনায় চন্দ্রন নামে যে প্রোডাকশন অ্যাসিস্ট্যান্টের মৃত্যু হয়েছে তিনি এই সংগঠনের একজন সদস্য ছিলেন।শুধুমাত্র উদাসীনতার জন্য আমরা চন্দ্রনের মতো একজন দক্ষ কর্মীকে হারালাম।চক্কচছজ্জ অনেকদিন আগেই ইভিপি স্টুডিওকে ব্যান্ড করে দিয়েছে।কিছু বিগ বাজেট ছবির শুটিং করার অনুমতি দেওয়া হয়নি সেখানে। কর্তৃপক্ষের অনুরোধের জন্যই ইভিপিতে আবার শুটিংয়ের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে।যদি র একটু সাবধান থাকা যেত তাহলে তিনজন কর্মীকে এভাবে হারাতে হত না।

গল্প চুরির অভিযোগ কাজলের ''দেবী''-র বিরুদ্ধে

গল্প চুরির অভিযোগ উঠল কাজলের সিনেমা দেবী-র বিরুদ্ধে। নয়ডার এশিয়ান অ্যাকাডেমি অফ ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন-এর পড়ুয়া অভিষেক রাই অভিযোগ করেন, বাঙালি পরিচালক প্রিয়াঙ্কা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শর্ট ফিল্ম ''দেবী''-র সঙ্গে মিল রয়েছে ''ফোর''-এর।অভিষেক রাই অভিযোগ করেন, গত ২ বছর আগে ফোর নামে একটি সাড়ে পাঁচ মিনিটের শর্ট ফিল্ম তৈরি করা হয়েছিল।

সেখানে ভাওরিদেবী ধর্ষণকাণ্ড, নির্ভয়া কাণ্ড এবং আসিফা ধর্ষণ কাণ্ডের কথা উঠে আসে। ফোর নামে ওই শর্ট ফিল্ম মুক্তির পরই লার্জ শর্ট ফিল্মস ইউটিউবে প্রকাশ করে ''দেবী''। যেখানে কাজল, নেহা ধুপিয়া, শ্রুতি হাসানদের মতো অভিনেত্রীদের দেখা যায়। ১৩ মিনিটের ওই শর্ট ফিল্মে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে উঠে আসা নির্যাতিতা মহিলাদের মনের কথা, কষ্টের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

ফোর-এর গল্প থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই দেবী তৈরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন অভিষেক রাই। নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেলেও বিষয়টিকে আপলোড করেন অভিষেক।

শুধু তাই নয়, দেবী তৈরির সময় পরিচালক বা প্রযোজক সংস্থা তাঁর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করেননি বলেও দাবি করেন অভিষেক রাই।

সালমান খানকে একজন অভিনেতা হিসাবে স্মরণ করা হবে যিনি শিল্পে শারীরিক ঘটনা শুরু করেছিলেন

তার সর্বশেষ ইনস্টাগ্রাম পোস্টে তিনি করোনাভাইরাস এবং এর প্রতিষেধক কী তা উল্লেখ করেছেন। তিনি লোকদের সবসময় ফিট থাকার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন এবং ৫৪ বছর বয়সে, তিনি বলিউডের অন্যতম উপযুক্ত ব্যক্তি।তার সর্বশেষ পোস্টে, তাকে জিমের অভ্যন্তরে ''নমস্তে'' পজিশনে বসে কেবল শর্টস ছাড়া কিছু না পরে দেখা যায়। তিনি পোস্টটির শিরোনাম হিসাবে লিখেছিলেন, ''নমশকার হামারি সব্য মেঘে নমস্তে আওর সালাম হ্যায়! জব করোনভাইরাস খতম হো জায়ে ট্যাব হাত মিলাও আর গালে লাগো।ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজ হুমিন নেতানিয়াহু এবং ভারতের কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাভাদেকর এমন ব্যক্তিত্ব যাঁরা এই পরিস্থিতিতে ইদানীং এই পরিস্থিতিতে সমর্থন করেছেন যে লোকেরা বর্তমান পরিস্থিতিতে হাতছাড়া হয়ে প্রত্যেককে অভিবাদন জানাতে হবে।

বাবার উৎসাহ ! বাইকেই ঘনিষ্ঠ অনন্যা

অমরনাথ ,মুম্বাই : মা-বাবা কেরিয়ার নিয়ে কখনও তাঁকে পরামর্শ দেননি।কোনো কিছুতেই আটকায়ও নি অনন্যা পান্ডেকে।নিজের মতো কাজ করতে দিয়েছেন।

বাবা চাঙ্কি পান্ডের দাবি জীবনের পরবর্তী সময়ে কোনও কিছু নিয়ে মেয়ের যাতে কোনও আফশোস না থেকে।তাই অভিনেত্রীও নিজেকে কোনো দৃশ্যে পিছিয়ে রাখতে চান না।অভিনেতা বিজয় দেবরকোন্ডার সঙ্গে বাইকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় ক্যামেরাবন্দিও হয়েছিলেন তিনি।সম্প্রতি ভারসোভা জেটিতে ক্যামেরাবন্দি হন এই নায়িকা।যেখানে খুব সহজেই বোটের যাত্রীদের সাথে ট্রাভেল করতে দেখা যায় তাকে।আর সেটাই মন কেড়েছে ফ্যানদের।

নতুন প্রেমে পড়লেন সোনাক্ষী

হৃত্বিকের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন সোনাক্ষী সিনহা। হৃত্বিক রোশনের সঙ্গে ভালবাসার বন্ধনে বাঁধা পড়তে চান সোনাক্ষী।সম্প্রতি দাবাং থ্রি-র প্রমোশনে হাজির হয়ে সোনাক্ষী সিনহা জানান, পরবর্তী সিনেমায় হৃত্বিক রোশনের সঙ্গে অভিনয় করতে চান তিনি।হৃত্বিকের সঙ্গই রোমান্স করতে চান বলে জানান সোনাক্ষী। শুধু তাই নয়, বলিউডে ক্যাটরিনা কাইফকেই তাঁর সবচেয়ে মোহময়ী অভিনেত্রী বলে মনে হয় বলেও জানান শত্রুঘ্ন সিনহার মেয়ে।

বড়পর্দায় ঋতাভরী, নেটফ্লিক্সে কিয়ারা কী দেখবেন ? রইল ছবির তালিকা

কলকাতা: উইকএন্ড বক্স অফিসে ছবির ঘনঘটা। বাংলায় মুক্তি পেল ''ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মটি''। হিন্দিতে মুক্তি পেল ''বাগী থ্রি'' ও ''হার কিসিকে হিসসে কামিয়াব''। হলিউডে রয়েছে অস্কারজয়ী ''জোজো র‍্যাবিট''। মুক্তি পেয়েছে ''অনওয়ার্ড'' এবং ''সনিক দ্য হেজহগ''।বিধি-নিষেধের বেড়াজাল পেরোনোর কাহিনি নিয়ে মুক্তি পেল শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-নন্দিতা রায় প্রযোজিত ছবি ''ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মটি।'' অরিত্র মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় ঋতাভরী চক্রবর্তী, সোহম মজুমদার। রয়েছেন সোমা মুখোপাধ্যায়, মানসী সিনহা, অম্বরীশ ভট্টাচার্য, শুভাশিস মুখোপাধ্যায়। অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের সুরে ছবিতে গান গেয়েছেন লগ্নজিতা চক্রবর্তী, সোমলতা আচার্য চৌধুরী, সুরঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও উজ্জয়িনী মুখোপাধ্যায়।ভারতে চার হাজার চারশো এবং বিদেশে এগারোশ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেল ''বাগী থ্রি''। ২০১২-এর মুক্তি পাওয়া আর মাধবন ও আর্য অভিনীত তামিল ছবি ''ভেত্তাই'' অবলম্বনে তৈরি পরিচালক আহমেদ খানের সিনেমা। অভিনয়ে টাইগার শ্রফ, রীতেশ দেশমুখ, শ্রদ্ধা কপূর, অঙ্কিতা লোখণ্ডে, জয়দীপ আহলাট, বিজয় বর্মা। তুরস্ক, মরক্কো, সার্বিয়ায় হয়েছে ছবির শ্যুটিং। ছবিতে আইটেম ডান্স করেছেন দিশা পাটানি। ছবির মুক্তির ঠিক আগেই মুম্বইয়ে নিজের বিশালাকায় পোস্টার উন্মোচন করেন টাইগার শ্রফ। ছবির প্রিমিয়ারে টাইগার-শ্রদ্ধা-রীতেশের পাশে উপস্থিত ছিলেন বরুণ ধবন, দিশা পাটানি, বরুণ শর্মা, শাকিব সালিম, পূজা হেগড়ে, কবীর খান।বিভিন্ন চলচিত্র উতসবে প্রশংসা পেয়ে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেল ''হার কিসিকে হিসসে কামিয়াব''। সঞ্জয় মিশ্র ও দীপক ডোব্রিয়ালের এই ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে বিনোদন জগতের চরিত্রাভিনেতার কাহিনি। বন্ধু সঞ্জয় অভিনীত ছবির প্রযোজনায় অংশীদার হয়েছেন শাহরুখ খান। মূলত তাঁর উদ্যোগেই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে ছবিটি।আজ থেকেই নেটফ্লিক্সে দেখা যাচ্ছে কিয়ারা আডবানী অভিনীত কর্ণ জোহর পরিচালিত ''গিল্টি''। ছবিটি পরিচালনা করেছেন রুচি নারায়ণ। কিয়ারা ছাড়াও ছবিতে রয়েছেন আকাঙ্খা রঞ্জন, গুরফতেহ সিং পিরজাদা, তাহের সাব্বির, গোপাল দত্ত, দলিপ তাহিল।লিউডে এই সপ্তাহে মুক্তি পেল অস্কার জয়ী ''জোজো র‍্যাবিট''। ৯২ তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসে সেরা অ্যাডাপ্টেড স্ক্রিন প্লে-র পুরস্কার পায় রোমান, থমাসিন, তাইকা অভিনীত ছবিটি। এছাড়াও মুক্তি পেয়েছে দু''টি অ্যানিমেটেড ছবি। ড্যান স্ক্যানলন পরিচালিত কম্পিউটার অ্যানিমেটেড আর্বান ফ্যান্টাসি ''অনওয়ার্ড'' এবং প্রখ্যাত সনিক ভিডিও গেম অবলম্বনে তৈরি ছবি ''সনিক দ্য হেজহগ''। বিনোদনের এই সব রসদই উইকএন্ড বক্স অফিসে মজুত।

প্রখর মস্তিষ্কের উপায়

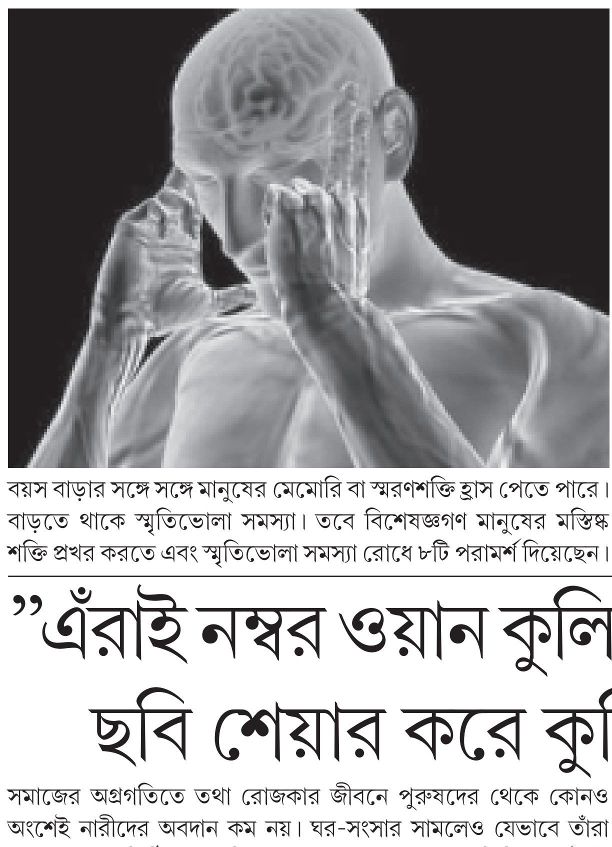

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মেমোরি বা স্মরণশক্তি হ্রাস পেতে পারে। বাড়তে থাকে স্মৃতিভোলা সমস্যা। তবে বিশেষজ্ঞগণ মানুষের মস্তিষ্ক শক্তি প্রখর করতে এবং স্মৃতিভোলা সমস্যা রোধে ৮টি পরামর্শ দিয়েছেন।

জেরোনটোলজিস্ট জার্নালে বলা হয়েছে:১. সিনিয়র নাগরিকগণ যদি নতুন কিছু জানা বা শিখার জন্য আইপ্যাড, কম্পিউটার নিয়মিত সার্স করেন তাহলে মস্তিষ্ক প্রখর ও স্মৃতিভোলা সমস্যা লাঘব হয়।২. সিঙ্গাপুরের নানিয়াং ইউনিভার্সিটির গবেষণা তথ্য হচ্ছে, মেমোরি সার্প করতে সহায়তা করে ফিজিক্স বেজড পাজলড গেমস। পদার্থ বিদ্যা চর্চা করা যায় এমন সব গেমস।৩. লোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা তথ্যে উল্লেখ করা হয় দীর্ঘ মেয়াদী স্ট্রেস বা মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। হালকা কিছু করুন। থেরাপি নিন।৪. জার্মান গবেষণা রিপোর্টে বলা হয়, রেড ওয়াইন, ডার্ক চকলেট, ব্লুবেরি, চেরি, আপেল ইত্যাদির এন্টিঅক্সিডেন্ট মেমোরি বুস্টআপ করে।৫. চ্যারিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেন্টারের গবেষণা রিপোর্টে বলা হয়, খাবারে অতিরিক্ত চিনি পরিহার করুন।৬. নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের এক তথ্যে বলা হয়, পরিমিত এবং সঠিক সময়ে ঘুমানোর অভ্যাস ব্রেন সার্প করে।৭. ইংল্যান্ডের নিউক্যাসল ইউনিভার্সিটির গবেষণায় উল্লেখ করা হয়, শরীরের প্রদাহ কমাতে ব্যবহৃত আইব্রুফেন স্মৃতিভোলা সমস্যা কমায়।৮. দ্যা জার্নাল অব এজিং রিসার্স-এর গবেষণা রিপোর্টে বলা হয়েছে, শরীর চর্চায় কম্বিনেশন থাকতে হবে। অর্থাত সুইমিং, জগিং, ওয়াকিং, সাইক্লিং, ট্রেডমিল ইত্যাদির ক্ষেত্রে মনোটনাস এক্সারসাইজ নয়। ব্যায়ামের সময় মিক্স আপ করুন। অর্থাত একাধিক পদ্ধতিতে বা একাধিক মাধ্যমে ব্যায়াম করুন। এতে মস্তিষ্ক প্রখর ও স্মৃতিভোলা সমস্যা কম হয়।

ঈদে নতুন অ্যাকশন ছবিতে চেনা ফের পুরনো ছকে জিত

জিত মানেই পুরোদস্তুর অ্যাকশন ভরপুর কমার্সিলাল ছবি, এটাই যেন ট্রেন্ড গত কয়েক বছরে সুপারস্টার জিতের। ইদে আবার সেই চেনা ছকেই আসছেন জিত তাঁর নতুন ছবি নিয়ে। পরিচালক অংশুমান প্রত্যূষ পরিচালিত ''বাজি''তে জিতকে দেখা যাবে পুরোদস্তুর অ্যাকশন অবতারে।জিত এখানে আদিত্য, স্মার্ট এবং ইন্টেলিজেন্ট এক চরিত্র। পরিচালকের দাবি, গত দু''-তিন বছরে অভিনেতাকে এই রূপে দেখেননি তাঁর ভক্তরা। পরিবারকে একটি ক্রাইসিস থেকে বাঁচাতে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় আদিত্য। সেখানেই তার টক্কর হয় আর এক ধুরন্ধর ভিলেনের সঙ্গে। সেই চরিত্রে দেখা যাবে সব্যসাচী চক্রবর্তীকে।''বাজি'' একটি তেলুগু ছবির অফিশিয়াল রিমেক। জিতের শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ''অসুর'' ছিল মৌলিক গল্পের আধারে তৈরি। ফের রিমেকে কেন? মুচকি হেসে জিত বললেন, ''''রিমেক নিয়ে আমার কোনও দিনই কোনও সমস্যা ছিল না। রিমেক ছবির অন্যতম উদাহরণ তো ''কবীর সিং''। ''বাগী থ্রি'', ''জার্সি'', অজয় দেবগণের নতুন ছবি. সবই তো রিমেক। সাউথে হোক বা বলিউড সব জায়গায় রিমেক হচ্ছে এবং চলছেও'''' ।পুরোদস্তুর বিনোদনমূলক ছবি বরাবরই জিতের চেনা এলাকা এবং এ বারও ছবি মুক্তির সময় হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন ইদ। ''বাজি''র শুটিং শুরু হয়ে গিয়েছে।

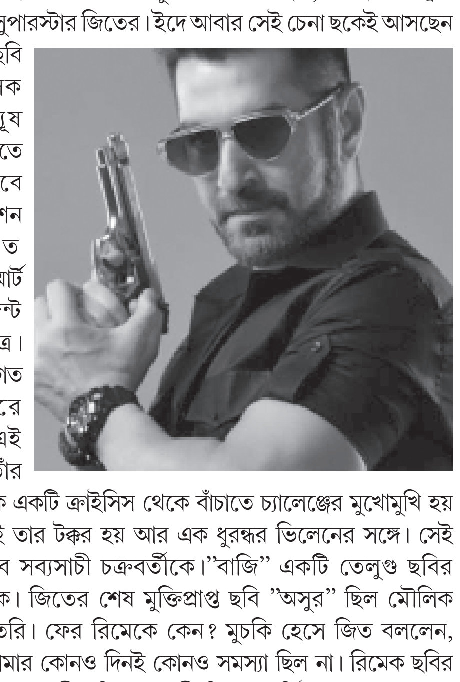

রাজকুমার হিরানির ছবিতে শাহরুখ , সম্পূর্ণ ছকভাঙা চরিত্রে

গত কয়েকবছরে একটাও হিট নেই শাহরুখের। ''শাহরুখ'' নামটা দেখেই ডিস্ট্রিবিউটর রা ছবি কিনেছেন , প্রচন্ড হাইপ সত্তেও ছবিগুলি আশানুরূপ সফল হয়নি।তাই জিরো''-র পরে শাহরুখের ছবি নিয়ে বি টাউনে আলোচনার কোনও শেষ নেই।

শোনা গিয়েছে, রাজকুমার হিরানির সঙ্গে ছবি করছেন শাহরুখ এবং নায়িকা করিনা কপূর।কিন্তু সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মুম্বইয়ের এক সংবাদসংস্থাকে জানালেন করিনা, তিনি শাহরুখকে শ্রদ্ধাও করেন। তাঁর সঙ্গে কাজ ও করতে চান। কিন্তু রাজকুমার হিরানির ছবিতে শাহরখের বিপরীতে তিনি থাকছেন না।তাহলে শাহরুখ কি চেনা ছকের বাইরে ফিরছেন ?রাজকুমার হিরানি এর আগে আমির খানের সাথে জুটি বেঁধে থ্রি ইডিয়টস আর সঞ্জয় দত্তের সঙ্গে জুটি বেঁধে মুন্নাভাই সিরিজ উপহার দিয়েছেন।তবে ইরফানের সঙ্গে কাজ করার বিষয়ে তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন করিনা।

নিউরোএন্ডোক্রিন টিউমারে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন অভিনয় থেকে ব্রেক নিয়ে এই ছবিতেই কামব্যাক করছেন ইরফান খান। আর ইরফানের আগামী ছবি ''আংরেজি মিডিয়াম''-এ দেখা যাবে করিনা কপূরকে। এ ছবিতে করিনার চরিত্রটি পুলিশের। ২০১৭-এ মুক্তি পাওয়া ছবি ''হিন্দি মিডিয়াম''-এর সিক্যুয়েল ''আংরেজি মিডিয়াম''। ছবিতে দিল্লিতে একজন ব্যবসায়ীর চরিত্রে দেখা যাবে ইরফানকে। ইরফানের মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করবেন রাধিকা মদন।

''এঁরাই নম্বর ওয়ান কুলি'', নারী দিবসের প্রাক্কালে ছবি শেয়ার করে কুর্নিশ বরুণ ধাওয়ানের

সমাজের অগ্রগতিতে তথা রোজকার জীবনে পুরুষদের থেকে কোনও অংশেই নারীদের অবদান কম নয়। ঘর-সংসার সামলেও যেভাবে তাঁরা স্ব-ময়দানে প্রতিষ্ঠিত, তা নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণাদায়ক। তিনি কর্পোরেট অফিসে চাকুরিরতাই হোন কিংবা বাড়ির কাজে সাহায্য করা ''দিদি'', মাঠেঘাটে-খনিতে কাজ করা মহিলা, দু''বেলা দু''মুঠো ভাতের জোগাড়ে সবাই রোজ রোজ ছুটছেন। সংসারের অর্থাভাব মেটাতে পুরুষের সঙ্গে কাঁধ কাঁধ মিলিয়ে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে চলেছেন তাঁরা। নারী দিবসের প্রাক্কালে সেসব মহিলাদেরই কুর্নিশ জানালেন ''কুলি নম্বর ওয়ান'' অভিনেতা বরুণ ধাওয়ান।নারীদিবসের আগে স্টেশনে স্টেশনে মুটে বয়ে বেড়ানো, মাথায় করে মোটা ব্যাগ-পত্তর বয়ে বেড়ানো সেসব ''মহিলা কুলি''দেরই সম্মান জানালেন বরুণ ধাওয়ান। বললেন, ''এঁরাই বাস্তব জীবনের ''কুলি নম্বর ওয়ান''।'' প্রসঙ্গত, বরুণ বর্তমানে সারা আলি খানের সঙ্গে ''কুলি নম্বর ওয়ান'' এর সিক্যুয়েলের কাজে ব্যস্ত। যে ছবিতে বরুণ নিজেও কুলির চরিত্রে অভিনয় করছেন। আর তাই ভারতীয় রেলওয়ের সোশ্যাল সাইটে সর্বক্ষণই নজর রাখছেন অভিনেতা। সেই সাইটেই একাধিক ''মহিলা কুলি''দের কর্মরত ছবি শেয়ার করেছে ভারতীয় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ।''ভারতীয় রেলের জন্য কাজ করা এই মহিলা কুলিরাই প্রমাণ করে দিয়েছেন যে তাঁরা একমেবাদ্বিতীয়ম। আমরা স্যালুট জানাই তাঁদের'', রেলওয়ের সোশ্যাল সাইটে লেখা এই পোস্ট শেয়ার করেই বরুণ ধাওয়ান লিখলেন, ''এঁরাই আসল কুলি নম্বর ওয়ান।''প্রসঙ্গত, এর আগে ''কুলি নম্বর ওয়ান''-এর সেটকেই প্লাস্টিকমুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বরুণ। সেটে প্লাস্টিকজাত দ্রব্য নিয়ে আসার উপর রীতিমতো নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন অভিনেতা।

ব্রয়লার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সচেতনতামূলক কর্মসূচির সূচনা করেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরের মন্ত্রী শান্ত্বনা চাকমা।

৩০ এপ্রিলের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে ১৩২/৩৩ কেভি পাঁচগ্রাম-করিমগঞ্জ বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইনের কাজ, বি.সভায় মন্ত্রী

গুয়াহাটি, ৬ মার্চ (হি.স.) : চলতি বছরের আগামী ৩০ এপ্রিলের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে ১৩২/৩৩ কেভি পাঁচগ্রাম-করিমগঞ্জ বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইন টানার কাজ। শুক্রবার অসম বিধানসভার বজেট অধিবেশনের পঞ্চমদিন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কংগ্রেসের কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের শূন্যকালে উত্থাপিত এক জিজ্ঞাসার জবাবে বিদ্যুৎমন্ত্রীর অবর্তমানে এই তথ্য দিয়েছেন সংসদীয় পরিক্রমা মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত-জেলা করিমগঞ্জের বিদ্যুৎ সমস্যা দশকের পর দশক ধরে নানা সমস্যায় ধুঁকছে। স্বাধীনতা পরবর্তী কাল থেকে বেশিরভাগ সময় রাজ্যের ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস। ২০০১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত টানা ১৫ বছর তরুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের আমলেও করিমগঞ্জের বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে উপযুক্ত কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ২০১৬ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়। ক্ষমতায় আসে বিজেপি জোট। করিমগঞ্জ জেলার বিদ্যুৎ সমস্যা নিরসনে সর্বানন্দ সরকার কিছুটা আন্তরিক হবে, এই আশা নিয়ে প্রান্তিক জেলাবাসীর মনে অনেক স্বপ্ন জেগেছিল।

সম্প্রতি করিমগঞ্জ সংলগ্ন হাইলাকান্দি জেলার অন্তর্গত পাঁচগ্রাম পাওয়ার গ্রিড উপকেন্দ্র থেকে করিমগঞ্জ শহরের সুভাষনগর বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র পর্যন্ত জাতীয় সড়কের পাশ দিয়ে একটি বিকল্প ৩৩ কেভি বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইন টানা হচ্ছে। এই কাজের বর্তমান স্থিতি জানতে উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ আজ বিধানসভায় বাজেট পেশের আগে শূন্যকালে সরকারের কাছে প্রশ্ন রাখেন। বিদ্যুৎমন্ত্রীর হয়ে সংসদীয় পরিক্রমা মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি জানান, এই লাইনটি দুটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশটি হল ১৩২/৩৩ কেভি পাঁচগ্রাম গ্রিড উপকেন্দ্র থেকে মকইভাঙ্গা পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ৩৩ কেভি লাইন। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের এসওপিডি তহবিলের অধীনে এই কাজের জন্য ৪ কোটি ১৩ লক্ষ ৭০ হাজার ৭০৩ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। উল্লিখিত ১৪ কিলোমিটারের মধ্যে ইতিমধ্যে ৮ কিলোমাটার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। বাকি ৬ কিলোমিটারের কাজ আগামী ৩০ এপ্রিলের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।

মন্ত্রী জানান, দ্বিতীয় অংশ করিমগঞ্জ শহরের সুভাষনগর বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র থেকে শ্রীগৌরী পর্যন্ত জাতীয় সড়কের পাশ দিয়ে ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ ৩৩ কেভি লাইন টানার কাজ চলছে। রাজ্য সরকারের আইপিডিএস তহবিল থেকে এই কাজের জন্য ৩ কোটি ৫৭ লক্ষ ৪৮ হাজার ৩০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। দীর্ঘ ২০ কিলোমিটারের মধ্যে ১৯ কিলোমিটার পর্যন্ত খুঁটি বসানো এবং ১৬ কিলোমিটার পর্যন্ত বিদ্যুৎ পরিবাহী তার সংযোগ করার কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে। অবশিষ্ট কাজ চলতি মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানিয়েছেন সংসদীয় পরিক্রমা মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি।

এদিকে করিমগঞ্জ জেলার প্যাটেলনগরে নির্মীয়মাণ ১৩২ কেভি পাওয়ার গ্রিড উপকেন্দ্রের কাজও দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে বলে জানান মন্ত্রী পাটোয়ারি। জানান, ২০১৪ সালের ৩ জুলাই একটি বেসরকারি সংস্থা এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে। প্রকল্পটির কাজ ২০১৬ সালের ৩ জানুয়ারি শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কাজের বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা মেসার্স ইসিআই ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন লিমিটেডের কাজে গড়িমসির দরুন ২০১৮ সালের ২৯ জানুয়ারি এই সংস্থার সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২০১৮ সালের ২৮ আগস্ট এবং ২০১৯ সালের ৭ জানুয়ারি দু-দুবার টেন্ডার ডাকা হলেও কোনও ঠিকাদার সংস্থা এতে আগ্রহ দেখায়নি। শেষ পর্যন্ত একপ্রকার বাধ্য হয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগই প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেয়। সে অনুযায়ী কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে।

২০২১ সালের মে মাসে প্যাটেলনগর গ্রিড উপকেন্দ্রের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে বিধায়ক কমলাক্ষের প্রশ্নের উত্তরে জানান সংসদীয় পরিক্রমা মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি। এদিকে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে করিমগঞ্জ জেলাবাসীর বিদ্যুৎ সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবেন বলে বিধানসভার অধ্যক্ষের মাধ্যমে সরকারকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

অমিত শাহকে তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানালেন রাজ্যপাল

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি.স.): গত সাত মাসের তিক্ত অভিজ্ঞতার নির্যাস কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে জানালেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। শুক্রবার বিকেলে দুজনের মধ্যে বৈঠক হয় দিল্লিতে।

এদিন বৈঠকের পর রাজ্যপাল নিজেই টুইট করে একথা জানিয়েছেনঊ তিনি জানান, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাড়িতে আধঘন্টার উপর আমি আলোচনা করেছি। বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছেঊ বিষয় প্রসঙ্গে তিনি রাজ্যের প্রশাসনের জটিল এবং চিন্তার কথা উল্লেখ করেছেন।

''রাজ্যের পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক। সাত মাস ধরে দেখেছি, তাই জানাচ্ছি।'' শুক্রবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে বৈঠকে এসব কথাই জানিয়েছেন বলে টুইট করলেন রাজ্যপাল। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, বাংলার রাজ্যপাল হিসেবে প্রথমবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। প্রায় আধঘণ্টা ধরে অত্যন্ত গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে বলে দাবি করলেন ধনকর। তিনি আরও অভিমানী সুরে জানান যে বিধানসভায় তাঁর উদ্বোধনী ভাষণের পুরোটা শোনানো হয়নি। বাদ দেওয়া হয়েছে।

এর আগে টুইটে রাজ্যপাল জানিয়েছেন, রাজ্যপাল হওয়ার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার। রাজ্যের পক্ষে উদ্বেগের বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলব। রাজ্যপালের উদ্যোগে বৈঠকটি হতে চেলেছে রাজ্যপালের উদ্যোগে। দুজনের মধ্যে বৈঠকে রাজ্যের আইনশৃঙ্খললার প্রধান বিষয় হিসেবেই উঠে আসাটা পুরভোটের আগে যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ।

সূত্রের খবর, নির্বাচনে হিংসা রুখতে যাতে কেন্দ্র কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেই আবেদনও জানিয়ে এসেছেন ধনকর। বলেন যে তিনি নিজেই এধরনের কয়েকটি ঘটনার সাক্ষী। সেক্ষেত্রে পুরভোটে রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো হতে পারে বলেও জল্পনা শুরু হয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে শাসকদলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগেও সরব হয়েছেন।

অমিত শাহের কলকাতা সফরের এক সপ্তাহের মধ্যে এই বৈঠক হলঊ গত রবিবারে কলকাতায় এসেছিলেন অমিত শাহ। তিনি শহিদ মিনারে সভাও করেন। সেই সময় অমিত শাহ রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। এর পরেই শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানান, তাঁর সঙ্গে বা রাজ্য-রাজ্যপাল বিতর্ক নেই। আর যদি বিতর্ক থেকেও থাকে তাহলে তারা জানেন কীভাবে তাতে জল ঢেলে দিতে হয়। তবে দিল্লির আজকের বৈঠক নিয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব কোনও মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে।

দিল্লির হিংসা নিয়ে সম্প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাল্টা আক্রমণ করেছেন জগদীপ ধনখরঊ রাজ্যপাল বলেন, 'গোলি মারো' স্লোগানের গুরুত্ব নেই তাঁর কাছে! সিএএ বিরোধী আন্দোলনের টাকা এল কোথা থেকে? সেই হিসেব চান রাজ্যপাল ধনখর। এর পর আজ যেভাবে তিনি রাজ্য সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে আখেরে রাজ্যের নেতিবাচক ছবিই উঠে এসছে বলে মত অনেকের।

এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী তথা দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া, ওনার এধরনের বক্তব্যে কিছু যায় আসে না। রাজ্য সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত। তাই জনতার মতই শেষ কথা। রাজ্যপালের ভূমিকা নগণ্যই।

এর আগে আজ রাজ্যপাল লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে বৈঠকে বসেনঊ অমিত শাহ এবং ওম বিড়লা- দুজনের সঙ্গে সাক্ষাতের ছবি টুইট করেছেন রাজ্যপাল।

২-৫ মার্চ লোকসভায় হাঙ্গামা নিয়ে কমিটি গঠন, শীর্ষে স্পিকার

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ (হি.স.): গত সোমবার থেকে শুরু হয়েছে বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় ভাগ, অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রথম দিন থেকেই দিল্লি-হিংসা নিয়ে উত্তাল হয়েছে সংসদ। নিম্নকক্ষ লোকসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পদত্যাগের দাবিতে সরব হয়েছে কংগ্রেস। তুমুল হাঙ্গামার কারণে প্রতিদিনই সংসদের স্বাভাবিক কাজ বিঘ্নিত হয়েছে। ফলে হতাশ ছিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। কড়া পদক্ষেপ নিয়ে বৃহস্পতিবার ৭ জন কংগ্রেস সাংসদকে লোকসভা থেকে সাসপেন্ড করেছিলেন স্পিকার। গত ২-৫ মার্চ পর্যন্ত লোকসভায় যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল, সেই সমস্ত ঘটনার তদন্তের জন্য বিশেষ কমিটি গঠন করেছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। ওই কমিটি তদন্ত শেষে সংসদে রিপোর্ট জমা দেবে, স্পিকার নিজেই ওই কমিটির শীর্ষে।

গত কয়েকদিনের মতো শুক্রবারও দিল্লি-হিংসা নিয়ে উত্তাল হয়েছে সংসদের উভয় কক্ষ। তুমুল হাঙ্গামার কারণে লোকসভা এবং রাজ্যসভা, উভয় কক্ষের অধিবেশন আগামী ১১ মার্চ, বেলা এগারোটা পর্যন্ত মুলতুবি করা হয়েছে। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু এদিন জানিয়েছেন, সরকার এবং বিরোধী, উভয় পক্ষের কাছে আমার অনুরোধ অর্থবহ সমাধানে আসুন আপনারা, যাতে সদনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

মোদীর বিচারধারা ভারতীয় অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছে : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ (হি.স.): ইয়েস ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের জন্য দুঃসংবাদ! আগামী এক মাস, ৩ এপ্রিল পর্যন্ত ব্যাঙ্ক থেকে ৫০ হাজার টাকার বেশি তুলতে পারবেন না গ্রাহকরা, ইয়েস ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার ব্যাপারে কড়াকড়ি করেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)। আরবিআই-এর নিষেধাজ্ঞার পরই নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছে ব্যাঙ্কের অনলাইন ও মোবাইল ব্যাঙ্কিং পরিষেবা। এই নিষেধাজ্ঞা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তীব্র আক্রমণ করেছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। শুক্রবার টুইট করে রাহুল লিখেছেন, 'এবার ইয়েস ব্যাঙ্ক। মোদী এবং তাঁর বিচারধারা দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছে।'

কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পালানিয়াপ্পন চিদম্বরমঊ চিদম্বরম বলেছেন, 'আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষেত্রে কেন্দ্র সম্পূর্ণ ব্যর্থ। আমি ভাবছি এটাই কী শেষ, নাকি ভবিষ্যতে আরও কিছু দেখতে হবে? সরকার এখনও নীরব। ইয়েস ব্যাঙ্কের আমানতকারীরা কী করবেন সেটাই এখন দেখার, আমি মনে করি পিএমসি ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের মতোই তাঁরাও উদ্বিগ্নঊ দেখা যাক কী হয়ঊ' যদিও, ইয়েস ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের আশ্বস্ত করে মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কৃষ্ণস্বামী সুব্রহ্মণ্যম জানিয়েছেন, ইয়েস ব্যাঙ্কের সমস্ত আমানতকারীদের আমি আশ্বস্ত করতে চাই, তাঁদের সঞ্চয় নিরাপদে থাকবে এবং আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই। আশ্বস্ত করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণও।

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সতর্কতামূলক নানা উদ্যোগ কাছাড় জেলা প্রশাসনের

শিলচর (অসম), ৬ মার্চ (হি.স.) : নবেল করোনা ভাইরাস (সিওআইভিডি-১৯ বা কোভিড-১৯) মানব জীবনের কাছে সম্ভাব্য এক হুমকি স্বরূপ। এই রোগ থেকে রক্ষা পেতে বিভিন্ন সতর্কতা অবলম্বনের কাজ চলছে জোর কদমে। চিনে শনাক্তকৃত মারণ জীবাণু 'নোবেল করোনা ভাইরাস' মোকাবিলায় সতর্কতামূলক নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কাছাড় জেলা প্রশাসনও। বিশেষ করে সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে গুরুত্ব দেওয়ার কাজ শুরু করা হয়েছে। এই রোগের ভাইরাস যাতে ছড়িয়ে না পড়ে এর জন্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে জেলা প্রশাসন। একই সঙ্গে প্রতিরোধকল্পে সমস্ত হোটেল, লজকে প্রতিদিন পাঁচটা আগে অতিথিদের তালিকা দৈনিক প্রতিবেদন-সহ প্রশাসনের কাছে জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলা সার্ভিল্যান্স অফিস শিলচরের এসএম দেব সিভিল হাসপাতালের মূল ভবনের প্রথম তলায়। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থানায় হোটেল ও লজগুলির অতিথিদের তালিকা দৈনিক প্রতিবেদন-সহ জমা দিতে বলা হয়েছে।

এক বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, এই নির্দেশ অমান্য করা হলে জেলা প্রশাসন তা খুব গুরুত্ব সহকারে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।

এদিকে জেলা স্বাস্থ্য দফতরের যুগ্ম অধিকর্তার পক্ষ থেকে বিমানে যাতায়াতকারী যাত্রীদের স্ক্রিনিং এবং নজরদারির জন্য শিলচরের কুম্ভীরগ্রাম বিমানবন্দরে একটি মেডিক্যাল টিমও মোতায়েন করা হয়েছে। জনসচেতনতার জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ এবং এসএম দেব সিভিল হাসপাতালে তথ্যাদি বিতরণ করার জন্য কিওস্ক স্থাপন করা হবে এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার বিবরণসমৃদ্ধ লিফলেট কিওস্ক থেকে বিতরণ করা হবে। সিওআইভিডি ১৯ বা কোভিড ১৯-এর প্রস্তুতির অংশ হিসেবে উধারবন্দের ঝাপিরবন্দে ন্যাট্রিপ কোয়ারেন্টাইন সুবিধা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

চিকিৎসকদের ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারীদের অভিমুখীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। জেলা নজরদারি ইউনিট, এসএম দেব সিভিল হাসপাতালে কন্টোল রুম এবং শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে একটি ৮ শয্যাবিশিষ্ট আইসোলেশন ওয়ার্ডও স্থাপন করা হয়েছে বলে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় মৃত্যু বেড়ে ৪২, করোনায় সংক্রমিত ৬২৯৪ জন

সিওল, ৬ মার্চ (হি.স.): দক্ষিণ কোরিয়ায় করোনাভাইরাস-এর সংক্রমণে প্রাণ হারালেন আরও ৭ জন। আরও ৭ জনের মৃত্যুর পর দক্ষিণ কোরিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা গিয়ে ঠেকেছে ৪২-এ। নতুন করে ৫১৮ জনের শরীরে করোনাভাইরাস ধরা পড়েছে। সবমিলিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ৬ হাজার ২৮৪। শুক্রবার সকালে কোরিয়া সেন্টার ফর ডিজিস কন্টোল এন্ড প্রিভেনসন-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৬ মার্চ সকাল পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৫১৮ জন।

গোটা দেশে সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ৬,২৮৪ জন। প্রাণ হারিয়েছেন আরও ৭ জন, মৃতের সংখ্যা ৪২-এ পৌঁছেছে। গোটা বিশ্বেও দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাস। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) জানিয়েছে, গোটা বিশ্বে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ৯৫,২৭০। চিন, দক্ষিণ কোরিয়া, ইতালি, আমেরিকা-সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে মৃতের সংখ্যা ৩,২৮০।

কর্ণাটকে দু'টি গাড়ির সংঘর্ষে মৃত্যু ১৩ জনের আহত ৫ জন

তুমকুর (কর্ণাটক), ৬ মার্চ (হি.স.): কর্ণাটকের তুমকুর জেলায় এসইউভি গাড়ি এবং অপর একটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন শিশু ও মহিলা-সহ কমপক্ষে ১৩ জন। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৫ জন। শুক্রবার ভোররাত তিনটে নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তুমকুর জেলার কুনিগালের কাছে। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই জোরালো ছিল যে, দু'টি গাড়ি ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়।

দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ১২ জনের, অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় একটি শিশু-সহ ৬ জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, হাসপাতালে চিকিতাধীন অবস্থায় ওই শিশুও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

পুলিশ সূত্রের খবর, মৃত ১৩ জনের মধ্যে ১০ জন তামিলনাড়ুর বাসিন্দা, বাকি ৩ জনের বাড়ি কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুতে। প্রত্যেকেই কর্ণাটকের ধর্মস্থলে পুজো দিতে যাচ্ছিলেন। মৃতদের মধ্যে ৫ জন মহিলা এবং দু'টি শিশু। তুমকুর পুলিশ সুপার কে ভি কৃষ্ণা জানিয়েছেন, শুক্রবার ভোররাত তিনটে নাগাদ কুনিগালের কাছে এসইউভি গাড়ি এবং অপর একটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়ঊ দুর্ঘটনায় ৫ জন মহিলা ও দু'টি শিশু-সহ ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এসইউভি গাড়িটি প্রথমে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে, তারপর অপর একটি গাড়িতে ধাক্কা মারেঊ মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ভারতে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৩১, জমায়েত এড়াতে পরামর্শ স্বাস্থ্য মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ (হি.স.): ভারতে নতুন করে আরও একজনের শরীরে করোনাভাইরাস ধরা পড়েছে। ফলে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত ভারতে কোভিড ১৯ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৩১। দিল্লিতে নতুন করে একজন সংক্রমিত হয়েছেন। তাঁর বাড়ি দিল্লির উত্তম নগর এলাকায়ঊ সম্প্রতি থাইল্যান্ড এবং মালয়েশিয়া থেকে ফিরেছিলেন তিনি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বিশেষ সচিব (স্বাস্থ্য) সঞ্জিব কুমার জানিয়েছেন, দিল্লিতে (উত্তর নগরের বাসিন্দা) আরও একজনের শরীরে করোনাভাইরাস ধরা পড়েছে, দেশে আক্রান্তের সংখ্যা ৩১-এ গিয়েছে ঠেকেছে। ওই রোগী সম্প্রতি থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়া থেকে ফিরেছিলেন। দিল্লিতে নতুন করে একজনের সংক্রমণের খবর আসায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে দিল্লি-সহ রাজধানীর সর্বত্রই।

করোনাভাইরাস রুখতে ফের জমায়েত এড়ানোর পরামর্শ দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জমায়েত এড়িয়ে চলা প্রয়োজন। জমায়েতের ক্ষেত্রে, আয়োজকদের গাইড করার জন্য রাজ্যগুলিও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে। চিনের গণ্ডি পেরিয়ে অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও যেভাবে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে, সে জন্য যথেষ্ট উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় সরকার।

মাস্ক কম্পানিগুলির কালোবাজারি আটকাতে পুলিশ ও ইবিকে নজরদারির নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি. স.): করোনাভাইরাসের আতঙ্কের জেরে বিভিন্ন ওষুধ ও মাস্ক কম্পানিগুলি কালোবাজারি ব্যবসা করছে বলে শুক্রবার অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই জন্য পুলিশ ও ইবিকে নজরদারি চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। নভেল করোনা ভাইরাস নিয়ে রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ খবর জানতে চেয়ে শুক্রবার নবান্নে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডেকেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বৈঠকে জেলাশাসক থেকে শুরু করে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যোগ দেন।

এ দিনের বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'পুলিশ ও ইবিকে বিভিন্ন ওষুধের দোকান ও মাস্ক বিক্রেতাদের উপর নজরদারি চালাতে বলা হয়েছে। মানুষ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করুন। এই বিপদের সময় মাস্কের দাম বাড়িয়ে ব্যবসা করা উচিত নয়।' তিনি আরও জানান, "আতঙ্ক না ছড়িয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ান। টিআরপি বাড়ানোর জন্য অপপ্রচার করবেন না। ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন"।

চিন থেকে ভারতে আমদানি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে সেখানের ওষুধ সহ আরও বিভিন্ন দ্রব্য এ দেশে আসতে পারছে না। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, 'চিন থেকে যেগুলো পেতাম, সেই সমস্ত জিনিস এখন আর আসছে না। তার জন্য কেন্দ্রকে আবেদন করে চিঠি দেব যাতে কেন্দ্র এর বিকল্প ব্যবস্থা করে।' করোনা আতঙ্কের জেরে বিভিন্ন হাসপাতালে কুইক রেসপন্স টিম তৈরি করা হয়েছে বলে এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান। একইসঙ্গে প্রতিটি জেলায় অ্যাডভাইজারি তৈরি করা হয়েছে।

রাজ্যে কারোর শরীরে করোনা ভাইরাস এর ধরা পড়েনি বলে দাবি করে তিনি বলেন, "এখনও তিনজন ভর্তি রয়েছে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতাল। ২৩৪ জনকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছিল কিন্তু সকলের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে"। পাশাপাশি মাস্ক না পড়লেও রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে চলার কথা বলেছেন তিনি। একইসঙ্গে রাস্তায় যেখানে-সেখানে থুতু না ফেলার পরামর্শ দিয়েছেন।

বাঙালি নির্যাতন বন্ধ করুন, মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছে ক্ষুব্ধ 'আমরা বাঙালি'

শিলচর (অসম), ৬ মার্চ (হি.স.) : মেঘালয়ে বাঙালিদের বিরুদ্ধে নির্যাতন সংগঠিত হওয়ায় তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেছে, ''অমরা বাঙালি''-র কেন্দ্রীয় কমিটি। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সচিব বকুলচন্দ্র রায় মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটি স্মারকপত্র পাঠিয়েছেন।

শুক্রবার কলকাতায় অবস্থিত মেঘালয় হাউসে কর্তব্যরত সুপারিনটেডেন্টের মারফত মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমার উদ্দেশে প্রেরিত স্মারকপত্রে লেখা হয়েছে, মেঘালয়ে বসবাসকারী বাঙালিরা সেখানকার ভূমিপুত্র। কিন্তু আপনার রাজ্যের কতিপয় সংগঠন কর্তৃক বাঙালি নির্যাতন, খুন এবং বিতাড়নের মতো জঘন্য কাণ্ড সংগঠিত হচ্ছে। অমরা বাঙালি এই অমানবিক কার্যকলাপকে নীরবে সহ্য করবে না বলে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে স্মারকপত্রে।

সংগঠনের পক্ষে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীকে আবেদন জানানো হয়েছে, মেঘালয়ে বসবাসকারী বাঙালিদের জীবন, সম্পত্তি ও অধিকার রক্ষার জন্য যথোপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করুন। মেঘালয়ে বাঙালি জনগোষ্ঠীকে বিতাড়নের যে জঘন্য কার্যকলাপ চলছে তার তীব্র নিন্দা জানিয়ে স্মারকপত্রে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে উল্লেখ করা হয়েছে, মেঘালয়ের বৃহৎ অংশ বাংলার মাটি, ঐতিহাসিক বাংলার ভূখণ্ডের এলাকা যেখানে বাঙালি জনগোষ্ঠীর উদ্ভব উৎপত্তি আবির্ভাব ও বিকাশ হয়েছে। মেঘালয়ের অন্যান্যদের সঙ্গে একাত্ম অনুভবের মাধ্যমে বাঙালি জনগোষ্ঠী রাজ্যের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক উন্নতিকে ত্বরান্বিত করার এক অগ্র-পথিক। সেই সব দিক পর্যালোচনা করে অবিলম্বে মেঘালয়ে বাঙালি নির্যাতন বন্ধ করার জোড়ালো দাবি জানিয়েছে আমরা বাঙালি। স্মারকপত্র প্রদানের আগে মেঘালয় হাউসের সামনে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন আমরা বাঙালির কর্মকর্তারা।

কী কেন এই সিদ্ধান্ত নিল আরবিআই ?

আরবিআই জানিয়েছে, ইয়েস ব্যাঙ্কের সম্পদের পুনর্গঠন করে আমানতকারীদের আস্থা ফেরানোর লক্ষ্যেই কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। ইয়েস ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থার লক্ষ্যণীয় অবনতির কারণেই এই কড়াকড়ি, তবে ব্যাঙ্কটির দ্রুত পুনরুজ্জীবনের পথ খোঁজা হচ্ছেউ আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস এদিন মুম্বইয়ে জানিয়েছেন, 'আমরা যে ৩০ দিন সময় দিয়েছিল, তা বাহ্যিক সীমাউ ইয়েস ব্যাঙ্ককে পুনরুদ্ধারের জন্য খুব দ্রুত পদক্ষেপ নেবে আরবিআই।'
এই ইস্যুতে কেন্দ্রকে আক্রমণ করে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পালানিয়াপ্পন চিদম্বরম বলেছেন, 'আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষেত্রে কেন্দ্র সম্পূর্ণ ব্যর্থউ আমি ভাবছি এটাই কী শেষ, নাকি ভবিষ্যতে আরও কিছু দেখতে হবে? সরকার এখনও নীরব। ইয়েস ব্যাঙ্কের আমানতকারীরা কী করবেন সেটাই এখন দেখার, আমি মনে করি পিএমসি ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের মতোই তাঁরাও উদ্বিগ্নউ দেখা যাক কী হয়উ' যদিও, ইয়েস ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের আশ্বস্ত করে মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কৃষ্ণস্বামী সুব্রহ্মণ্যম জানিয়েছেন, ইয়েস ব্যাঙ্কের সমস্ত আমানতকারীদের আমি আশ্বস্ত করতে চাই, তাঁদের সঞ্চয় নিরাপদে থাকবে এবং আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই।

করোনা আতঙ্কে ২৪ ঘণ্টা হেল্পলাইন নম্বর নবান্নের

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি. স.): করোনা আতঙ্কের জেরে ২৪ ঘন্টা হেল্পলাইন নম্বর চালু করল নবান্ন। ১৮০০৩১৩৪৪৪২২২ এবং ০৩৩২৩৪১২৬০০ নম্বরে ফোন করলে মিলবে করনা ভাইরাস সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের পর কার্যত করোনাভাইরাস নিয়ে আতঙ্ক না ছড়ানোর বার্তা দেন।
এদিন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য অধিকর্তা দের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন উচ্চপদস্থ মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে। বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ' করোনা নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাথে দিল্লিতে বৈঠকের জন্য রাজ্যের পাঁচ প্রতিনিধিদল গিয়েছে। তারা ফিরে এলে আমরা রিপোর্ট পাবো।'
মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরও জানান সব হাসপাতালের জরুরি পরিকাঠামো রয়েছে। এদিন নিজেদের সচেতন থাকার পাশাপাশি পারিপার্শকি সমাজকেও সচেতনতা করার কথা বলেন তিনি। ছোট শিশুদের স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পর ভালোভাবে হাত পা ধুয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেন অভিভাবকদের। প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় হাত ধোয়ার কথাও জানান। জ্বর সর্দি-কাশি হলেই তা করো না নয়, একথা জানিয়ে তিনি বলেন, ' অহেতুক আতঙ্ক ছড়াবেন না। ডাক্তারের পরামর্শ নিন। হাত পা পরিষ্কার রাখুন।'

মহিলা শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরি ২১০০০ টাকার দাবীতে বাঁকুড়ায় শ্রমজীবী মহিলাদের আইন অমান্য

বাঁকুড়া, ৬ মার্চ (হি. স.) : এন আর সি, সি এ এ বাতিল সহ মহিলা শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরি ২১০০০ টাকার, সমকাজে সম বেতন সহ ১১দফা দাবীতে সিআইটিইউ''র আহবানে শ্রমজীবি মহিলারা আইন অমান্য, জেলভরো ও গণ-ডেপুটেশনের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। শুক্রবার বাঁকুড়া শহররের তামলীবাঁধ ময়দান থেকে প্রায় চার শতাধিক মহিলা মিছিল সহকারে মাচানতলা মোড় পরিক্রমা করে এসে জেলা শাসকের দপ্তরে এসে হাজির হয় ।জেলা শাসকের দফতরে সামনে শুরু হয় অবস্থান ও বিক্ষোভ সভা। সভা চলাকালীন ইন্দ্রাণী মুখার্জী, বেলা পাত্র, রীতা বাউরী, প্রতীপ মুখার্জী প্রমুখকে নিয়ে গঠিত দুটি প্রতিনিধিদল অতিরিক্ত জেলা শাসক ও ডিপিও''র সাথে মিলিত হন ও দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করেন ।স্মারকলিপি গুলি তাঁরা উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণের আশ্বাস দেন ।দাবীগুলির স্বপক্ষে ও ডেপুটেশনে আলোচনার বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করে অবস্থান বিক্ষোভে বক্তব্য রাখেন সিআইটিইউ নেতা কিংকর পোষাক, তাপস চক্রবর্তী, উজ্জ্বল সরকার, ইন্দ্রাণী মুখার্জী ও প্রতীপ মুখার্জী। - এই কর্মসূচীতে আইসিডিএস, মিড-ডে-মিল, ও বিড়ি শ্রমিকেরা অংশগ্রহণ করেন।

জরুরী পরিষেবা

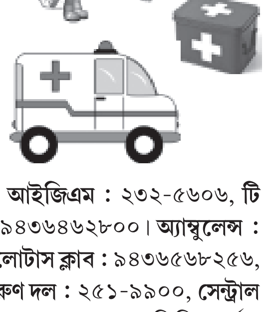

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এডহক শিক্ষকদের মিছিল ও পথসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ মার্চ ।। ১০,৩২৩ এডহক শিক্ষকরা শুক্রবার আগরতলায় মিছিল ও পথসভা সংগঠিত করেছে। মিছিল ও পথসভায় অংশ নিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, আগামী ১৬ মার্চ সুপ্রীমকোর্টে এ বিষয়ে শুনানী হবে। এর আগেই রাজ্য সরকার যাতে ১০,৩২৩ শিক্ষকদের চাকরীতে বহাল রাখার স্বপক্ষে সুপ্রীমকোর্টে স্বপক্ষে সুপারিশ পাঠায় সেই অনুরোধ জানানো হয়। অন্যথায় তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। আন্দোলন কর্মসূচী গ্রহণ করতে আগামী ৯ মার্চ তারা আগরতলায় গুরুত্বপূর্ণ কনভেনশনে মিলিত হচ্ছে ১০৩২৩ এডহক শিক্ষক কর্মচারী সংগঠন।

কামিল থাকছেন কলকাতাতেই, স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি. স.) : এখনই পোল্যান্ড থেকে আসা ছাত্রকে এই দেশ ছাড়তে হবে না। ভারত ছাড়ার নির্দেশের ওপরেই স্থগিতাদেশ দিল আদালত। তবে, এ ব্যাপারে চূড়ান্ত রায় দেওয়া হবে ১৮ মার্চ। ততদিন কলকাতায় থাকতে পারবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য নিয়ে পড়তে আসা ছাত্র কামিল সিডসিরিস্কি।
গত ১৯ ফেব্রুয়ারি কামিলকে দেখা গিয়েছিল কলকাতার বুকেই সিএএ বিরোধী এক মিছিলে হাঁটতে। এর পরেই ২২ ফেব্রুয়ারি 'ফরেনার রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিস'-এর তরফে কামিলকে ডেকে পাঠানো হয় কলকাতায় তাঁদের আঞ্চলিক কার্যালয়ে। সেখানে তাকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয় আইন ভাঙার জন্য তাকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হবে। সেই সঙ্গে হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় বিজ্ঞপ্তিও। সেই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, একজন বিদেশি নাগরিক হিসেবে ছাত্র ভিসা নিয়ে এদেশে এসে অনৈতিক কাজে লিপ্ত হচ্ছেন কামিল। তাই আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে তাঁকে দেশ ছাড়তে হবে। এই নির্দেশকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় কামিল। সেই মামলার শুনানি শেষে হাইকোর্ট ফরেনার রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিসের ভারত ছাড়ার নির্দেশের ওপরেই স্থগিতাদেশ দিয়ে দিয়েছে। সেই সঙ্গে ১৮ মার্চের আগে কামিলের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না বলেও জানিয়ে দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য।

ইয়েস ব্যাঙ্কে তোলা যাবে না ৫০ হাজারের বেশি উদ্বেগ-উতন্ঠায় গ্রাহকরা

মুম্বই, ৬ মার্চ (হি.স.): ইয়েস ব্যাঙ্ক থেকে গ্রাহকদের টাকা তোলার ঊর্ধসীমা সাময়িক বেঁধে দিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)। আরবিআই জানিয়েছে, ৩ এপ্রিলের মধ্যে আমানতকারীরা ৫০ হাজার টাকার বেশি তুলতে পারবেন নাউ ড্রাফট বা পে-অর্ডারের ক্ষেত্রে অবশ্য এই ঊর্ধসীমা কার্যকর হবে নাউ টাকা তোলা যাবে অসুস্থতা, পড়াশোনা বা বিয়ের জন্যউ দেওয়া যাবে ২০,০০০ কর্মীর বেতনওউ কিন্তু, নির্ধারিত এই সময়ের মধ্যে কোনও ঋণ দিতে পারবে না বেসরকারি এই ব্যাঙ্কটি। এখানেই শেষ নয়, ৩০ দিনের জন্য ইয়েস ব্যাঙ্কের পরিচালন পর্ষদও ভেঙে দেওয়া হয়েছেউ প্রশাসকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন সিএফও প্রশান্ত কুমারকে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই নির্দেশিকা জারি করেছিল আরবিআই।
ইয়েস ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার ঊর্ধসীমা আরবিআই বেঁধে দেওয়ার পরই, শুক্রবার সকাল থেকে মহারাষ্ট্র, দিল্লি, উত্তর প্রদেশ-সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে টাকার তোলার হিড়িক পড়ে যায় গ্রাহকদের মধ্যে। শুক্রবার সকালে মুম্বইয়ে ইয়েস ব্যাঙ্কের ফর্ট ব্রাঞ্চের সামনে গ্রাহকদের লম্বা লাইন পড়ে যায়উ টাকা তোলার জন্য ব্যাঙ্ক খোলার অনেক আগে থেকেই লম্বা লাইন করে দাঁড়িয়ে ছিলেন গ্রাহকরা।

করাচিতে বহুতল ভেঙে মৃত্যু বেড়ে ১৮, দায়ের এফআইআর

করাচি, ৬ মার্চ (হি.স.): পাকিস্তানের করাচি শহরে তিন-তলা বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১৮। বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ছিল ১৩, বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে আরও পাঁচটি দেহ। আরও পাঁচটি দেহ উদ্ধার হওয়ার পর মৃতের সংখ্যা ১৮-তে ঠেকেছে।
তিন-তলা বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় করাচির রলজভিয়া থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছেউ এফআইআর অনুযায়ী-বৃহস্পতিবার দুপুর ১২.২৫ মিনিট নাগাদ বহুতল ভেঙে পড়ার খবর পায় পুলিশউ গাফিলতি, প্রাণহানি ও সম্পত্তির ক্ষতি প্রভৃতি ধারা এফআইআর-এ যুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, শুক্রবার দুপুরে করাচি শহরের গোলিমার এলাকায় ভেঙে পড়ে একটি তিন-তলা আবাসিক বহুতলউ মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। উদ্ধারকারী দলের আশঙ্কা, মৃতের সংখ্যা হয়তো আরও বাড়তে পারে।

পুরভোটের খরচ চেয়ে পুর দফতরকে চিঠি নির্বাচন কমিশনের

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি. স.): পুরভোটের জন্য টাকা চেয়ে পুর দফতরকে চিঠি দিল নির্বাচন কমিশন। সূত্রের খবর, খরচ হিসেবে চাওয়া হয়েছে ১৭৫ কোটি টাকা। এদিকে মনে করা হচ্ছে হোলির পরেই বেরিয়ে যেতে পারে ভোটের নোটিফিকেশন। নবান্ন সূত্রে খবর, কলকাতা পুরসভার ভোট হতে পারে ১৮ এপ্রিল। অন্যদিকে জেলার ভোট হওয়ার কথা ছিল ২৭ এপ্রিল, সেই ভোট পিছিয়ে মে মাসে হতে পারে।
নিয়ম অনুযায়ী ৮ মে''র আগে কলকাতা পুরসভার বোর্ড গঠন করতে হবে। তাই এপ্রিল মাসেই করতে হবে কলকাতা পুরসভার ভোট। ভোটের ফলাফল বেরোনোর সম্ভাবনা রয়েছে ২১ বা ২২ এপ্রিল। এছাড়াও জুন মাসের মধ্যে শেষ হচ্ছে ৯৪টি পুরসভার বোর্ডের মেয়াদ। যদিও তার মধ্যে যেসব পৌরসভা কর্পোরেশন হবার কথা আছে সেই সমস্ত জায়গার ভোট না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও সে বিষয়ে এখনও কিছু স্পষ্ট জানা যায়নি।
এদিকে ভোটের নির্ঘণ্ট বেজে যেতেই জেলাশাসকদের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। প্রশাসনের তরফে মুখ্যসচিবও জেলাশাসকদেরকে পুলিশ সুপারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। রাজ্য সরকার ভোটের দিনক্ষণ স্থির করলেই, বিজ্ঞপ্তি জারি করবে রাজ্য নির্বাচন কমিশন।
অন্যদিকে, বিধাননগর ও আসানসোল পুরসভার মেয়াদ শেষ হবে ১৬ অক্টোবরউ তাই ওই দুই পুরসভার ভোট হবে পুজোর পর। একইভাবে বারাকপুরে মোট আটটি পুরসভা যোগ হবে। অর্থাৎ বারাকপুর এখন কর্পোরেশন হয়ে যাবে। তাই সেখানেও এই পর্যায়ে ভোট হচ্ছে না। অন্যদিকে ইভিএম না ব্যালটে ভোট হবে তাই নিয়ে শাসক- বিরোধী দলগুলির তরজা তুঙ্গে উঠেছিলউ এদিনের সূত্রের খবর ব্যালটেই ভোট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে মানবে করা হচ্ছে।'

ধান জমিতে পড়া বোমা এখনও উদ্ধার করতে পারেনি বায়ুসেনার বোম স্কোয়াড

ঝাড়গ্রাম, ৬ মার্চ (হি. স.) : লক্ষভ্রষ্ট হয়ে গ্রামীণ এলাকার ধান জমিতে পড়া বায়ুসেনার বোমা ২৪ ঘন্টা পরেও উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ ও বায়ুসেনার বোম স্কোয়ার্ড। ধান জমিতে পড়ার ফলে বোমটি কাদা মাটি ভেদ করে বেশ গভীরে ঢুকে গিয়েছে। যার ফলে অতি সর্তকতার সাথে মাটি খুঁড়ে বোমাটি বের করে আনার চেষ্টা করছে ভারতীয় বায়ুসেনার বোম স্কোয়ার্ডের কর্মীরা।
উল্লেখ্য বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের রাজবাঁধ এলাকায় সশব্দে একটি বোমা এসে পড়েছিল ধান জমিতে। জানা গিয়েছে বোম্বিং জোন থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে এসে পড়েছে বোমাটি। তবে বোমাটি এখন পর্যন্ত ফাটেনি। যার ফলে সেভাবে ক্ষয়ক্ষতি কিছু হয়নি ।তবে বোম জমিতে পড়ায় নষ্ট হয়ে যায় জমির সদ্য রোপন করা ধান গাছ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে খড়্গাপুরে ভারতীয় বায়ু সেনা বিভাগের কালাইকুন্ডা ঘাঁটি থেকে দুধকুন্ডি এলাকায় প্রায়ই পরীক্ষামূলক বোমবিং হয় ।সাঁকরাইল ব্লকের রাজবাঁধ এলাকা থেকে প্রায় সাত আট কিমি দূরে দুধকুন্ডি বোম্বিং রেঞ্জ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে এদিনও পরীক্ষমূলক বোম্বিং চলছিল ।সেই পরীক্ষমূলক বোম্বিংএর সময় একটি বোম লক্ষভ্রষ্ট হয়ে সাত আট কিমি দূরে সাঁকরাইল গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় রাজবাঁধ গ্রামের ধানের জমির উপর পড়ে বেশ অনেকটাই ভিতরে ঢুকে যায়। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে এখনো পর্যন্ত বায়ু সেনা এবং পুলিশ এলাকাটি ঘিরে রেখেছে। মাটি খুঁড়ে বোমটি উদ্ধার করার চেষ্টা করছে বায়ু সেনার বোম স্কোয়ার্ড। বোমটি উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করা হবে বলে জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে।।

হাইকোর্টের

● প্রথম পাতার পর

ফেব্রুয়ারি থেকে রেজিস্ট্রার জেনারেলের দায়িত্বে ছিলেন। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিমকোর্টের কলেজিয়াম ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে সত্যগিওয়াল চট্টোপাধ্যায়ের নাম সুপারিশ করেছে। ওই সুপারিশের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় আইন ও ন্যায়বিচার মন্ত্রক গত ৪ মার্চ তাঁকে বিচারপতি হিসেবে নিযুক্তির বিজ্ঞপ্তি জারি করে।
প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা হাইকোর্টে বর্তমানে প্রধান বিচারপতি-সহ মোট তিনজন বিচারপতি রয়েছেন। সত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের নিযুক্তিতে ত্রিপুরা হাইকোর্টে বিচারপতির সংখ্যা দাঁড়াবে চারে। ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অকিল কুরেশি, বিচারপতি সুভাশিস তলাপাত্র এবং বিচারপতি অরিন্দম লোধ বর্তমানে উচ্চ আদালতের যাবতীয় মামলার নিষ্পত্তি করছিলেন।

আমবাসায়

● প্রথম পাতার পর

বিশ্বজিৎ দেববর্মার অভিযোগ বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার জানানো হয়েছে সান দেববর্মা শৌচালয় থেকে নিখোঁজ হয়েছে। সান দেববর্মা লেইকের জলে স্নান করতে গিয়েছে এই বিষয়ে জানানো হয়নি।
বিষয়টি গোপন রাখা হয়েছিল। সান দেববর্মা সাঁতার জানে না। তাই সান দেববর্মা অসাবধানতা বসত জলে পড়েছে, নাকি তাকে ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে এই বিষয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনি এই ঘটনার ন্যায় বিচারের দাবি জানান ।তবে সান দেববর্মার মৃত্যু ফের একবার একাধিক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে জনমনে। সান দেববর্মা কেন লেইকের জলে স্নান করতে গিয়েছিল ছাত্রাবাস ছেড়ে? আর হোস্টেল সুপার কোথায় ছিল যখন সান দেববর্মা লেইকের জলে স্নান করতে গিয়েছিল? সান দেববর্মা আরও তিন ছাত্রর সাথে লেইকের জলে স্নান করতে গিয়েছিল। বৃহস্পতিবার যখন সান দেববর্মাকে খুজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন কেন তার সহপাঠীদের এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল না।

আমতলীতে

● প্রথম পাতার পর

শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক মহলের কাছ থেকে উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য আরো কিছু সেন্টার স্থাপনের দাবি উঠেছিলো। তাই আরো তিনটি সেন্টার স্থাপন করতে চাইছে শিক্ষা দপ্তর। সূত্রের দাবি, ৬ থেকে ৯টি বিদ্যালয়কে বাছাই করে ওই সেন্টার স্থাপন করা হবে।

মিলেনি

● প্রথম পাতার পর

আশ্বাস দিয়েছে।
প্রসঙ্গত, করোনা ভাইরাসের ব্যাপারে শুরু থেকেই নজরদারি জারি রেখেছে ত্রিপুরার স্বাস্থ্য দফতর। সুরক্ষা ব্যবস্থা করার পাশাপাশি সারা ত্রিপুরায় সচেতনতা বৃদ্ধিরও প্রয়াস জারি রেখেছে।

চোব

● প্রথম পাতার পর

খবর দিলে পুলিশ এসে শাহীন মিঞাকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। শুক্রবার ৫ দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গণধোলাই

● প্রথম পাতার পর

ব্যবহৃত গাড়িটিকেও আটক করেছে। একটি মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলে জানান নুতন বাজার থানার ওসি বাপি দেববর্মা।

হাজতে

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে গিয়ে সারারাত গাছের সাথে বেঁধে নির্যাতন করতে থাকে। এখানে শেষ নয় জোর করে আত্মীয় সম্পর্ক বেয়াইয়ের সাথে বিয়ে দেওয়া হয় গৃহবধূকে। স্বামীর সামনেই চলছে দুর্বৃত্তদের নির্যাতন। স
বামী বিভিন্নভাবে কাকুতি মিনতি করার পরও রেহাই পায়নি গৃহবধূ । আহত মহিলা ঘটনার বিবরণ জানিয়ে দুর্বৃত্তদের নামধাম সহ ১০ জনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করার পর অবশেষে পুলিশ পাঁচজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে বৃহস্পতিবার। শুক্রবার বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালতে তোলা হয় অভিযুক্তদের। বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালত সিডি তলব করে ৫ অভিযুক্তকে জেল হাজতে রাখার নির্দেশ দিয়ে আগামী ১২ ই মার্চ পুনরায় আদালতে তোলার নির্দেশ দেয়।

চুঁচুড়ায় জলাশয় থেকে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

হুগলি, ৬ মার্চ (হি. স.) : হুগলির চুঁচুড়ায় জলাশয় থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। খুন করে তাঁকে পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে পরিবারের অভিযোগ। শুক্রবার সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। পুকুরের ধার থেকে একটি মোবাইল ফোনও উদ্ধার করে চুঁচুড়া থানার পুলিশ।
চুঁচুড়ার তিন নম্বর গেট সমবায় পল্লি এলাকার এদিন সকালে পুকুরের সামনের রাস্তায় চাপচাপ রক্ত, ভাঙা উইকেটের টুকরো ও রক্ত মাখা চটি পরে থাকতে দেখে এলাকার মানুষ ।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পুকুর থেকে ওই যুবকের দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত যুবকের নাম সুমিত সরকার (২৪)। বাড়ি আয়মা কলোনিতে। তাঁকে উইকেট দিয়ে পিটিয়ে খুন করে পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে অনুমান পুলিশের।

বাংলাদেশের একজন সফল প্রধান তথ্য কর্মকর্তা সুরথ কুমার সরকার

।। মনির হোসেন।। ঢাকা, ৬ মার্চ।। সরকারের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে অতিরিক্ত সচিব সুরথ কুমার সরকার ২৭ জুন, ২০১৯ তারিখে তথ্য অধিদফতরে যোগদান করেন। এর আগে তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনের উপমহাপরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর জন্ম রাজশাহী মহানগরীতে।
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (তথ্য) ১৯৮৪ ব্যাচের কর্মকর্তা সুরথ কুমার সরকার ১৯৮৬ সালে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি জাতীয় সংসদ সচিবালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড, তথ্য অধিদফতর ও গণযোগাযোগ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন।

সুরথ কুমার সরকার

তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। সুরথ কুমার সরকার যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, নিউজিল্যান্ড, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ ও ভারতসহ বিভিন্ন দেশে কোর্স ও সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য সরকারি সফর করেন।

আট দফা

● প্রথম পাতার পর

দুইটি দাবি যোগ করা হয়েছে। নারী নির্যাতনে ত্রিপুরা এখন দ্বিতীয় স্থানে। উত্তরপ্রদেশের পরেই ত্রিপুরা ।মহিলাদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সবাইকে পথে নেমে আন্দোলন করার জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। রাজ্যে বিভিন্ন ধর্ষণ কান্ডে দোষীদের আড়াল করে রাখছে রাজ্য সরকার, বিজেপি এবং বিশ্ব হিন্দুপরিষদ। রাজ্যে নারীরা কোন ন্যায় বিচার পাচ্ছে না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি । গত দুই বছরে মিড ডে মিল কর্মীরা কাজ হারিয়েছেন। তাদেরকে কাজে পুনর্বহাল করাও দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে। ক্যা, এনপিআর, এনআরসি'র বিরোধিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন। আইনসভায় এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ, সমকাজে সমমজুরী, নূন্যতম মজুরী মাসে ২১ হাজার টাকা । নারীদের স্বাধীনতা গুরত্ব এবং বিশ্বাস করতে চায়না বলে বিজেপি বিশ্বহিন্দু পরিষদ এবং আর এস এস মহিলা সংরক্ষণের বিলটি লোকসভায় উথাপন করতে চাইছে না ।
কেন্দ্রের সরকার কে স্বৈরচারী উগ্র মৌলবাদী এবং ধর্মীয় উন্মাদনা পরিচালিত বলে উল্লেখ করেছেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা রমা দাস। তিনি বলেন, তারা দেশের সংবিধানকে মানছে না । রাজ্যের সরকার একই অবস্থায় চলছে। এই জনবিরোধী সরকারটিকে ক্ষমতা থেকে টেনে হিচড়ে নামানোর জন্যে আরও বেশি করে নারীদের জমায়েত করার আবদেন করেন রামা দাস। বিজেপি সরকার জনগনের সঙ্গে প্রতারণা করে বলে অভিযোগ করেন তিনি ।

জরিমানা

● প্রথম পাতার পর

করেছিল। মামলার তদন্তকারী অফিসার ছিল বিশালগড় মহিলা থানার সাব -ইনস্পেক্টর শিপ্রা দাস। তাদেরকে গ্রেফতার করার পর কোন অদৃশ্য কারণে শাশুড়ী কানন ভৌমিক ও শ্বশুর নিতাই ভৌমিক বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। তারপর আদালতের কাছে অভিযুক্ত স্বামী পার্থ ভৌমিকের আইনজীবী জামিনের আবেদন করলে বিচারক তার জামিন মঞ্জুর করে দেয়। কিন্তু শুক্রবার অভিযুক্ত স্বামী পার্থ ভৌমিকের আদালতে হাজির হওয়ার কথা ছিল। সে মোতাবেক পার্থ আদালতে হাজির হয়।
এদিনই বিশালগড় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ্-এর বিচারক অংশুমান দেববর্মা অভিযুক্ত স্বামীর সাজা ঘোষণা করে। ঘটনার পাঁচ বছরের মাথায় আদালতের অভিযুক্ত স্বামীর এই রায়ের খবরে খুশি সকলেই। আদালত অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮-এধারায় তিন বছরের কারাবাস ও ৫০০০ টাকা জরিমানা করে। অনাদায়ে তিন মাসের অতিরিক্ত কারাবাসের নির্দেশ দেয় এবং ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০৬ ধারায় ১০ বছরের কারাবাস ও ৫০০০ টাকা জরিমানা করে। অনাদায়ে আরও তিনমাসের কারাবাসের নির্দেশ দেয়। এই কথা জানিয়েছেন সরকারী আইনজীবী জ্যোতি প্রকাশ সাহা। পাঁচ বছরের মাথায় এ রায়ে খুশী গৃহবধূর বাবার বাড়ির লোকজনরাও।

সড়কে

● প্রথম পাতার পর

পরিস্থিতিতে শুক্রবার এলাকার সাধারন জনগণ আমবাসা-গণ্ডাছড়া সড়ক অবরোধে বসে। তাদের দাবি নতুন পাম্প মেশিন ও নতুন পাইপ লাইনে জল সরবরাহ চালু করতে হবে। অন্যথায় তাদের সড়ক অবরোধ চলতে থাকবে ।সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে পুলিশ ও ঙ্গঢছ দপ্তরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।
প্রথমদিকে সড়ক অবরোধকারীদের সাথে পুলিশ আলোচনা চালায়। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। পরবর্তী সময় ঙ্গঢছ দপ্তরের অধিকারিকরা সড়ক অবরোধকারীদের সাথে আলোচনা চালায় তাতেও কোন কাজ হয়নি। ঙ্গঢছ দপ্তরের এক আধিকারিক জানান ঙ্গঢছ দপ্তরের পক্ষ থেকে নতুন পাম্প মেশিন ও নয়া পাইপ লাইনে এলাকায় জল সরবরাহ করার জন্য সকল ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে এখনো বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়নি। বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হলে পাম্প মেশিনটি চালু করা হবে।
ফলে এলাকায় জল সরবরাহ স্বাভাবিক হয়ে যাবে ।দীর্ঘ প্রায় এক ঘণ্টা সড়ক অবরোধের পর ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন আমবাসা ব্লকের বিডিও। শেষ পর্যন্ত আমবাসা ব্লকের বিডিও-র আশ্বাসে সড়ক অবরোধ মুক্ত করে দেয় এলাকাবাসি। এখন দেখার এলাকাবাসিদের দাবি কবে নাগাদ পূরণ হয়।

পশ্চিম

● প্রথম পাতার পর

কাকে দেওয়া হবে তা নিয়েও ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। সূত্রের দাবি, জয়ন্ত কর্মকারকে পশ্চিম থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হবে। অসমর্থিত সূত্রের মতে, পূর্ব থানার ওসি পশ্চিম থানার অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবেন। ফলে সরাকির আদেশ নামা প্রকাশ্যে না আসা পর্যন্ত পশ্চিম থানার ওসি'র নিযুক্তি নিয়ে ধোঁয়াশা থাকছেই।

দখল করল বিজেপি

আটের পাতার পর

ফেলে দিয়েছেন। তাই আজ সাতসঙ্গম কৃষি সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিজেপি দলের মনোনীত প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন। কদমতলা ব্লক এলাকায় ৫ থেকে ৬ টি কৃষি সমবায় সমিতি রয়েছে ।সবকটি কৃষি সমবায় সমিতিতে বিজেপি দলের মনোনীত প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হবেন বলেও আশাবাদী মন্ডল সভাপতি। তাছাড়া দীর্ঘ ২৫ বছরের বাম শাসনে রাজ্যের কৃষি সমবায় সমিতি গুলিতে দুর্নীতির স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। আর সেই দূর্নীতির করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করতে সাধারণ জনগণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজেপি দলের প্রার্থীদেরকে জয়ী করছেন। মন্ডল সভাপতি রাজা ধর আরো বলেন,নতুন ও বৈবভশালী ত্রিপুরা গঠনের লক্ষ্যে যে ভাবে রাজ্য সরকার কাজ করছে অনুরুপ ভাবে সাতসঙ্গম কৃষি সমবায় সমিতির নব নির্বাচিত সদস্যরাও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

কামাল করছেন নয়া শেফালি, হলেন বহুজাতিক পানীয়ের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসডর

মুম্বই : নরম পানীয়ের কোম্পানি যা এতদিন অবধি সচিন-সৌরভ -ধোনিদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসডর করেছে তা এবার নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসডর করল শেফালি ভর্মাকে।এটাই শেফালির প্রথম বড় ব্র্যান্ডের সঙ্গে চুক্তি। সদ্যসদ্যই এই সংস্থা সলমন খানকে নিজেদের মুখ বানিয়েছে সামনের দু বছরের জন্য।এবারের মহিলা টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে ধামাল পারফরম্যান্স করেছেন শেফালি ভর্মা। রবিবার ৮ মার্চ নারীদিবসের দিন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। হরমনপ্রীত এন্ড কোং এই ফাইনালের আগে রীতিমতো ফুটছে শেফালি মহিলা ক্রিকেটের উঠতি প্রতিভা। এই মুহূর্তে ভারতীয় দলের জার্সিতে বিশ্বকাপেই খেলবেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন তিনি। আইসিসি -র সদ্য প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিংয়ে তিনি টি টোয়েন্টিতে এক নম্বর স্থান দখল করেছেন। সর্বকনিষ্ঠ প্রথম ভারতীয় হিসেবে এক নম্বর স্থান পেয়েছেন তিনি।সম্প্রতি ভারতীয় মহিলা দলের ক্রিকেটাররাও ব্র্যান্ড ওয়ার্লে পা রাখতে শুরু করেছেন। এর প্রধান কারণ আন্তর্জাতিক আঙিনায় ভারতীয় মেয়েদের ধারাবাহিক ভালো পারফরম্যান্স। স্মৃতি মন্ধানারা কাছে পাঁচটি ব্র্যান্ডের এনডর্সমেন্ট আছে। হরমনপ্রীত কউর সিএটের স্পনসরশিপ পেয়েছেন।হরিয়ানা থেকে উঠে আসা শেফালি সচিনকে দেখে নিজের ইন্সপিরেশন পান। ৯ বছর মাত্র বয়স থেকে স্বপ্ন দেখেছেন জাতীয় দলের জার্সি গায়ে খেলার। বাবা মেয়ের ইচ্ছা জানার পরেই তাঁকে একটি ছেলেদের ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ভর্তি করে দেন। শেফালি জানিয়েছেন একদম ছোট বয়সে ছেলেদের বল ফেস করতে অসুবিধা হত কিন্তু সেটাই তাঁকে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জের জন্য তৈরি করে দিয়েছে।আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহল খুদে এই শেফালির প্রশংসায় মজে। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক নাসির হুসেন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন শেফালির। এছাড়া যাঁর সঙ্গে এই মুহূর্তে তাঁর খেলার তুলনা করা হচ্ছে সেই বীরেন্দ্র সেওয়াগও তাঁর প্রশংসা করেছেন।

''চাপ না নিয়ে নিজেদের সেরাটা দাও'', ফাইনালের আগে মান্ধানাদের বার্তা শচীনের

মহানগর ওয়েবডেস্ক: সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে বৃহস্পতিবার ইতিহাস রচনা করেছে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল। প্রথমবার টি২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছেন হরমনপ্রীত-মান্ধানারা। বৃষ্টির কারণে সেমিফাইনাল না হওয়ায় এবং রিজার্ভ ডে না থাকার ফলেই ইংল্যান্ডকে মাত দিয়ে ফাইনালে ওঠে টিম ইন্ডিয়া। আগামী রবিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বসেরা হওয়ার লড়াইয়ে নামবেন ভারতের প্রমীলা বাহিনী। আর সেই মহাযুদ্ধের আগে ভারতীয় দলকে শুভেচ্ছা জানালেন ক্রিকেটের ভগবান শচীন তেন্ডুলকর।এক সংবাদসংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাতকারে শচীন বলেন,''আমি ভারতীয় দলের সকলকে বলব, তারা যেন মুহূর্তটা উপভোগ করে। কয়েকদিন আগেই আমি অস্ট্রেলিয়ায় ছিলাম। তখন ট্রফির পাশে আমার সঙ্গে ভারতীয় দলের কিছু সদস্যও দাঁড়িয়ে ছিল। আমি ওদের বলেছিলাম যে এই ট্রফিটা দেশে ফিরে ওদের কাছে দেখতে ভাল লাগবে।''''আমি ওদের সবাইকে বলব চাপ না নিয়ে নিজেদের সেরাটা দিতে। ভারতীয় মহিলা দলের খেলা আমি দেখেছি। দলের তরুণ প্রতিভাদের দেখে আমি খুব খুশি। বিভিন্ন ক্রীড়াক্ষেত্রে অ্যাথলিটরতা খেতাব জিতে আমাদের দেশে নিয়ে আসছেন। এবার আশা করব মহিলা ক্রিকেট দলও বিশ্বসেরার খেতাব জিতবে। তবে অবশ্যই সবাইকে বলব তারা যেন খেলাটা উপভোগ করে।''প্রসঙ্গত, এর আগে ভারতীয় দলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিরাট কোহলি, বীরেন্দ্র সেহবাগরা। ট্যুইটারে বিরাট লেখেন, ''তোমাদের সকলের জন্য আমরা সকলে গর্বিত। ফাইনালের জন্য তোমাদের সকলকে অনেক শুভেচ্ছা।''কোহলির পাশাপাশি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার বীরেন্দ্র সেহবাগও। তিনি লেখেন, ''সেমিফাইনাল দেখার জন্য মুখিয়ে ছিলাম কিন্তু কিন্তু ইন্দ্র দেবতার সামনে কেউ কিই বা করতে পারে। পরিশ্রমের সুফল সবসময় পাওয়া যায়। গ্রুপ পর্যায়ে সবকটি ম্যাচ জেতার সুফল। আগামী রবিবারের জন্য ভারতীয় মহিলা দলকে অনেক শুভকামনা।''

''ক্রিজ দখল করতে হলে সিকিউরিটি গার্ড ডাকুন,'' রাহানেকে কটাক্ষ পাটিলের

সদ্য সমাপ্ত নিউজিল্যান্ড সিরিজে তাঁর ব্যাটিংয়ের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন সদস্য তথা একদা নির্বাচন কমিটির প্রধান সন্দীপ পাটিলের রোষের মুখে পড়েছেন ভারতীয় টেস্ট দলের তারকা অজিঙ্ক্য রাহানে। সিরিজের দুটি টেস্টে রাহানের ব্যাট থেকে আসে ৯১ রান, গড় রান ২১.৫০। দুটি টেস্টেই মোটামুটি একপেশে ভাবে হারে টিম ইন্ডিয়া।''টাইমস অফ ইন্ডিয়া''র সঙ্গে এক কথোপকথনের সময় পাটিল বলেন, ''ব্যর্থ হওয়ার ভয়ে'' ইদানীং অতিরিক্ত রকমের মন্থর গতিতে ব্যাটিং করছেন রাহানে। ''এটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়ার ভয়। ভারতের নেতৃত্ব দিয়েছেন উনি, বিদেশে অসাধারণ রেকর্ড, কিন্তু সেসব এখন ইতিহাস। এখন যখন ওঁকে শুধুমাত্র ''টেস্ট প্লেয়ার'' বলা হচ্ছে, ওয়ান-ডে দলে আর উনি নেই, এমনই মানুষের স্বভাব যে এখন উনি নিজেকে ''টেস্ট স্পেশালিস্ট'' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। কিছু প্রমাণ করার আছে ওঁর,'' বলেছেন ১৯৮৩-র বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য পাটিল।তিনি আরও বলেছেন, ''এই পন্থা নিয়ে আপনি দেখাতে চাইছেন যে ''আমি টেকনিকের দিক থেকে নির্ভুল থাকব। ক্রিজ দখল করে থাকব।'' তো শুধু ক্রিজ দখল করতে হলে তো সিকিউরিটি গার্ডও ডেকে আনতে পারেন! রানটা কে করবে?''ভারতীয় টেস্ট দলের সহ-অধিনায়ক রাহানে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে দলের হয়ে ৪৬ রান করেন, যা ছিল সর্বোচ্চ স্কোর। কিন্তু তারপর থেকেই ক্রমশ হতাশাজনক হয়েছে তাঁর ব্যাটিং। প্রথম টেস্টে তাঁর স্ট্রাইক রেট ছিল ত্রিশের ঘরে, কিন্তু দ্বিতীয় টেস্টে তা কুড়ির ঘরে নেমে আসে।পাটিলের মতে, ব্যাটিং অর্ডারে রাহানেকে আরও সক্রিয় করে তুলতে গেলে টিম কর্তৃপক্ষকেও নিজেদের ভূমিকা পালন করতে হবে। ''রাহানের যদি বুঝতে অসুবিধে হয়, তবে রবি শাস্ত্রী এবং ব্যাটিং কোচ কী করছেন? একজন ব্যাটসম্যান খোলসের মধ্যে ঢুকে পড়লেই বাকিরাও তাই করে, এবং ফল ভুগতে হয় দলকে। এই ধরনের ব্যাটসম্যানের পরে যাঁরা ব্যাট করেন, তাঁরা প্রতিপক্ষের বোলিংকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন।''নিউজিল্যান্ডে দ্বিতীয় টেস্টের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে রাহানের পক্ষ নেন ভারতের অধিনায়ক বিরাট কোহলি। তিনি বলেন, ''টেস্ট ক্রিকেটে আমাদের স্তম্ভ হয়ে থেকেছে রাহানে। আমি ব্যাটিং অ্যাভারেজ বা স্কোর দেখি না। পারফরম্যান্সের প্রভাব দেখি। দলের হয়ে ও প্রভাব ফেলতে পেরেছে কিনা, আপনারা জানেন। আমার উত্তর হবে হ্যাঁ।''

৬ বছরের মেয়েই নাকি ভবিষ্যতের সচিন নতুন প্রতিভা চিনিয়ে দিলেন ব্রেট লি

রবিবার মেলবোর্নে মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারতের মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া। হাইভোল্টেজ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত দুই দল। তার আগে শুক্রবার টি-২০ বিশ্বকাপের অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডলে দেখা গেল প্রাক্তন অজি তারকা ব্রেট লিকে বল হাতে। অপর প্রান্তে ব্যাট হাতে ৬ বছরের ছোট্ট মেয়ে তানিশা। ব্রেট লি-র বলে নিখুঁত কভার ড্রাইভ থেকে শুরু করে পুল, ঠিক যেন মাস্টার-ব্লাস্টার। ছোট্ট মেয়ের ব্যাটিং দেখে অবাক ব্রেট লি, তুলনা টানলেন শচীন তেন্ডুলকরের সঙ্গে।

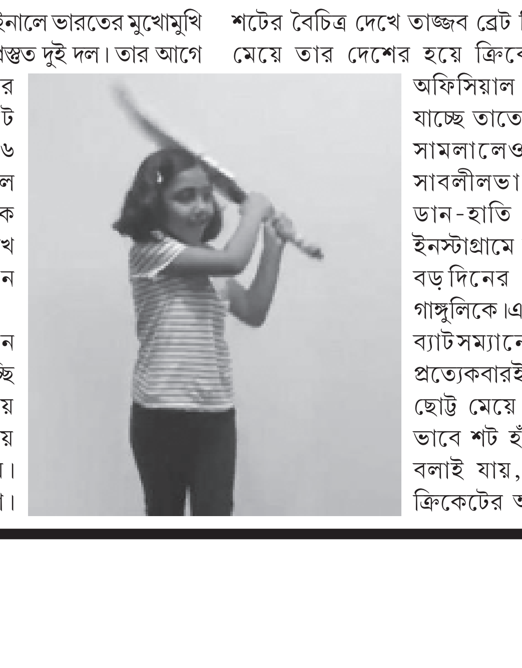

ব্রেট লি বললেন, 'আমি নার্ভাস। যেন শচীন তেন্ডুলকরের ছ-বছরের বয়সটা দেখতে পাচ্ছি একটি মেয়ের বেশে।'তানিশার কাছে তার প্রিয় শটের কথা জানতে চাইলে সে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, পুল আর কভার ড্রাইভ হলো তার প্রিয়। এবং তার পছন্দের ক্রিকেটার স্মৃতি মন্ধানা। শটের বৈচিত্র দেখে তাজ্জব ব্রেট লি ভবিষ্যদ্বাণী করেই দিয়েছেন, এই মেয়ে তার দেশের হয়ে ক্রিকেট খেলবেই। টি২০ বিশ্বকাপের অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডলে যে ভিডিও দেখা যাচ্ছে তাতে সঞ্চালকের প্রশ্নবান মৃদু হাসি দিয়ে সামলালেও ব্রেট লির বল কিন্তু যথেষ্ট সাবলীলভাবেই সামলেছে ছোট্ট তানিশা। ডান-হাতি এই ছোট্ট ব্যাটসম্যান এর আগে ইনস্টাগ্রামে নিজের খেলার ভিডিও পোস্ট করে বড়দিনের শুভেচ্ছাও জানিয়েছিল সৌরভ গাঙ্গুলিকে।এর আগেও প্রকাশ্যে এসেছে এই ছোট্ট ব্যাটসম্যানের নেট প্র্যাকটিসের ভিডিয়ো। প্রত্যেকবারই নেটিজেনদের বাহবা কুড়িয়েছে এই ছোট্ট মেয়ে। তবে এইবার ব্রেট লির বলে যে ভাবে শট হাঁকালো এই ছোট্ট মেয়ে, তা দেখে বলাই যায়, এই তানিশা ভবিষ্যতের মহিলা ক্রিকেটের অন্যতম উজ্জ্বল তারকা হতে পারে।

বিরাটের ''পরিবর্তন'' উপলব্ধ

টানা প্রায় চার বছর স্বপ্নের ফর্মে থাকার পর এবার জীবনের কঠিন সময়ের মুখোমুখি বিরাট কোহলি। নিউজিল্যান্ডে টেস্ট আর একদিনের ম্যাচে পর্যুদস্ত হওয়ার পর ঘরে বাইরে সমালোচনা। নিউজিল্যান্ডে শেষ সাংবাদিক সম্মেলনে তো রেগে আগুন হন প্রকাশ্যে। কিন্তু দেশে ফিরে জীবনের আসল সত্যটা বুঝতে পেরেছেন। তাই ট্যুইটারে লিখলেন. কোনও কিছুই স্থায়ী নয়, শুধু পরিবর্তন স্থায়ী। আর সেখান থেকেই প্রস্তুতি শুরু দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য।

স্ত্রী''র ফাইনালের জন্য নিজেই ফাইনাল খেলবেন না কেকেআরের ৯ কোটির পেসার

আগামী রবিবার মহিলাদের টি-২০ বিশ্বকাপ ফাইনাল। দুরন্ত ফর্মে থাকা টিম ইন্ডিয়া খেলবে চারবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে গ্যালারিতে বসে অ্যালিসা হিলির জন্য গলা ফাটাতে চান অস্ট্রেলিয়ার স্টার পেসার মিচেল স্টার্ক।অজি মহিলা দলের উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান বিয়ে করেছেন স্টার্ককে। ফাইনাল ম্যাচে স্ত্রী''র সমর্থনের জন্যই জাতীয় দলে ছুটির আবেদন করেছিলেন স্টার্ক। তা মঞ্জুরও হয়ে গিয়েছে। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চলতি তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের তৃতীয় ও অন্তিম ম্যাচে স্টার্ককে পাবে না জাস্টিন ল্যাঙ্গারের দল। কিন্তু অজি কোচ স্টার্কের না-খেলার প্রসঙ্গে বলছেন, ''মিচের (মিচেল স্টার্ক) জীবনে এরকম মুহূর্ত একবারই আসবে, যেখানে ও অ্যালিসাকে ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ ফাইনালে সমর্থন করতে পারবে। আমরা খুশি এরকম একটা অসাধারণ উতসবে ওর পাশে থাকতে পেরে।''যদিও প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে অজিদের আর জেতার কোনও সম্ভাবনা নেই। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ আফ্রিকা এই ওয়ানডে সিরিজ ২-০ জিতে নিয়েছে। ফলে স্টার্কের থাকা বা না-থাকা আর সেভাবে প্রভাব ফেলবে না। ল্যাঙ্গার যদিও জানিয়েছেন তাঁর টিমে জোশ হ্যাজেলউড, ঝাই রিচার্ডসন ও কেন রিচার্ডসনের মতো বোলাররা রিজার্ভে রয়েছে। তাঁদের মধ্যে কোনও একজনকে দল পরখ করে নিতে পারবে।এই বছর আইপিএলের সবচয়ে দামি ক্রিকেটার স্টার্ক। ফের কেকেআরের হয়ে খেলবেন তিনি। ৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকায় স্টার্ককে দলে নিয়েছে শাহরুখ খানের ফ্র্যাঞ্চাইজি।

৬, ৬, ৬, ৬, ৬! ফুরিয়ে যাননি, আইপিএলের আগে সময়মতো বুঝিয়ে দিলেন ধোনি

নিজস্ব প্রতিবেদন : পর পর পাঁচ বলে পাঁচটি ছক্কা। তাঁর পক্ষেই সম্ভব। তাও আবার চারপাশে যখন তাঁর অবসর নিয়ে এত কথা চলছে। মহেন্দ্র সিং ধোনি সময়মতো বুঝিয়ে দিলেন, তিনি এখনও ফুরিয়ে যাননি। এতদিন ধরে তিনি ক্রিকেটের বাইরে। কিন্তু এখনও যে ফর্ম হারাননি সেটাই বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন ধোনি। নেটে বাটিং করার সময় পর পর পাঁচ বলে মারলেন পাঁচটি পেল্লাই ছক্কা। যা দেখে ধোনি ভক্তরা চিতার করে বলছেন, থালা ইজ ব্যাক।ধোনির আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের ভবিষ্যত কী! এটাই এখন ভারতীয় ক্রিকেট সার্কিটে বড় প্রশ্ন। ধোনি ছাড়া এই প্রশ্নের উত্তর কারও কাছে নেই। ধোনি কিন্তু নিজের অবসর প্রসঙ্গে এখনও পর্যন্ত একটি কথাও বলেননি। তবে ধোনি আইপিএলের আগে চেন্নাইয়ের হয়ে ট্রেনিং শুরু করেছেন। এর পর কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে ধোনি আবার চেন্নাইয়ের প্রস্তুতি শিবিরে যোগ দেবেন। আর ট্রেনিং সেশনে নেটে ব্যাটিং করার সময় পাঁচটি ছক্কা মারলেন তিনি।ভারতীয় দলের কোচ রবি শাস্ত্রী জানিয়েছেন, আইপিএলের পারফরমান্স ধোনিকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরতে সাহায্য করবে।

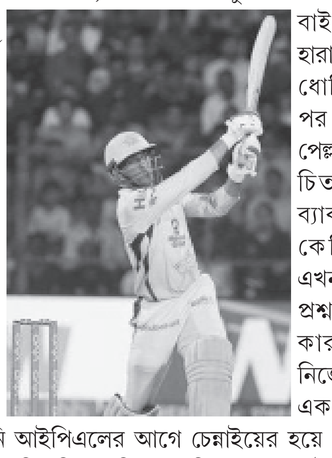

করোনার প্রভাব পড়বে না আসন্ন আইপিএলে, জানিয়ে দিলেন বোর্ড প্রেসিডেন্ট

ইতালিতে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে হচ্ছে সিরি এ টুর্নামেন্ট। বাতিল কিংবা পিছিয়ে যাওয়ার পথে অলিম্পিক্স। করোনাভাইরাস আতঙ্কের প্রভাব বিশ্বজুড়ে খেলাধুলোর উপর পড়ছে। কিন্তু করোনার প্রভাব পড়বে না আসন্ন আইপিএলে। নির্ধারিত সূচি মেনেই হবে আইপিএল-জানিয়েছেন বোর্ড সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি।নির্বিঘ্নে আইপিএলের আয়োজন করা নিয়ে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করেন বোর্ড সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি। ক্কছঞ্ঝঞ্ছ ক্রিকইনফোকে সৌরভ বলেন, 'আইপিএল অন... বিসিসিআই সমস্ত রকমের প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের(করোনাভাইরাস) জন্য প্রস্তুত।' যার জন্য কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে আইপিএল কর্তৃপক্ষ।আসলে -এই ফর্মুলাতেই এগোতে চাইছে সৌরভের বোর্ড। কেন্দ্রের নির্দেশিকা সমস্ত ফ্র্যাঞ্চাইজি দলগুলোকে পাঠানো হবে। ক্রিকেটারদের পাশাপাশি ফ্র্যাঞ্চাইজি, এয়ারলাইনস, টিম হোটেল, ব্রডকাস্ট ক্রিউ থেকে টুর্নামেন্টের সঙ্গে যুক্ত সকলকেই সতর্ক থাকতে বলা হবে এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রকের নির্দেশিকা পাঠানো হবে। সেই সঙ্গে একটি মেডিকেল টিম তৈরি করা হচ্ছে যারা হাসপাতালগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে বলে জানিয়েছেন সৌরভ গাঙ্গুলি।

বিধ্বংসী হার্দিক মারলেন ২০টি ছক্কা! টি-টোয়েন্টিতে ৫৫ বলে ১৫৮ করে থামলেন

চোট সারিয়ে ফিরে তিনি ভারতীয় দলে খেলার জন্য কতটা তৈরি, তা আরও একবার জানান দিলেন অল-রাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার দল ওয়ান ডে দল ঘোষণার ঠিক আগে ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে আরও এক বিধ্বংসী শতরানের মালিক হলেন হার্দিক। বোঝালেন যে তিনি ফিরে পেয়েছেন ছন্দ।২০১৯-এ ইংল্যান্ডে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ খেলার সময় পিঠে চোট পান ভারতীয় অল-রাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। সেই অবস্থায় দেশের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি খেলতে গিয়ে নিজেকে আরও মুশকিলে ফেলেন হার্দিক। লন্ডনে তাঁর পিঠে অস্ত্রোপচার হয়। ডিসেম্বরে দেশে ফিরে তিনি ফিটনেস ট্রেনিং শুরু করেন।বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে হার্দিক পান্ডিয়ার ফিটনেস ট্রেনিং চলতে থাকে। ইতিমধ্যে টিম ইন্ডিয়ার নিউজিল্যান্ড সফরের আগে সেই দেশে পাঠানো ভারতীয় এ দলে হার্দিক পান্ডিয়ার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তখনও পুরোপুরি ফিট না হওয়ায় নিজেই সেই দল থেকে সরে দাঁড়ান ভারতীয় অল-রাউন্ডার। পরিবর্তে লন্ডনে গিয়ে নিজের চোটের পরীক্ষা করান পান্ডিয়া। দেশে ফিরে তিনি ফের ফিটনেস ট্রেনিং শুরু করেন ইতিমধ্যে মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে একটি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট শুরু হয়। নিজের ফিটনেস ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য সেই প্রতিযোগিতায় নাম দেন হার্দিক। প্রথম ম্যাচেই চেনা মেজাজে বিধ্বংসী ব্যাটিং করেন পান্ডিয়া। মাত্র ৩৯ বলে ১০৫ রানের ইনিংস খেলেন ভারতীয় অল-রাউন্ডার।আগের ইনিংসের রেশ এখনও ক্রিকেট প্রেমীদের মন থেকে মুছে যায়নি, তারই মধ্যে একই টুর্নামেন্টের অন্য ম্যাচে রিলায়েন্স ওয়ান দলের হয়ে ৫৫ বলে ১৫৮ রান করেন ভারতীয় অল-রাউন্ডার।

৩৮তম আগরতলা বইমেলা-২০২০
সম্মাননা জ্ঞাপন ও সমাপ্তি অনুষ্ঠান
৮ মার্চ, ২০২০ ● সন্ধ্যা ৭ টা
হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণ

পুরস্কার	পুরস্কার প্রাপক
মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর স্মৃতি পুরস্কার ২০২০	শ্রী নবকিশোর জমাতিয়া
অটল বিহারী বাজপেয়ী আজীবন স্মৃতি পুরস্কার ২০২০	শ্রী অজয় বিশ্বাস
পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জাতীয় সংহতি পুরস্কার ২০২০	শ্রী পীযূষ ভট্টাচার্য
শচীন দেববর্মণ স্মৃতি পুরস্কার ২০২০	শ্রীমতি প্রভারানী রূপিণী
ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ দেববর্মণ স্মৃতি পুরস্কার ২০২০	শ্রীমতি দিপীকা সাহা
সলিলকৃষ্ণ দেববর্মণ স্মৃতি পুরস্কার ২০২০	শ্রী নকুল রায়
কালীকিংকর দেববর্মণ স্মৃতি পুরস্কার ২০২০	শ্রী ভজন চক্রবর্তী
ত্রিপুরেশ মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার ২০২০	শ্রী রুহী চন্দ্র দেববর্মা
ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার ২০২০	শ্রী সন্তোষ রায়
লালন পুরস্কার ২০২০	শ্রী সন্তোষ দেববর্মা
রাধামোহন ঠাকুর স্মৃতি পুরস্কার ২০২০ শ্রেষ্ঠ প্রকাশনা - বাংলা	তুলসী পাবলিশিং হাউস "বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান জন্ম শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ"
দৌলত আহমেদ স্মৃতি পুরস্কার ২০২০ শ্রেষ্ঠ প্রকাশনা - ককবরক	আইতরমা পাবলিকেশন "লাইবুমনি আরিও ককবরক ককরীবায় বীলাই"

এছাড়াও বইমেলায় অনুষ্ঠিত বসে আঁকো, শ্রেষ্ঠ মন্ডপসজ্জা সহ বিভিন্ন বিষয়ে পুরস্কার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে
অনুষ্ঠানে আপনারা সকলে আমন্ত্রিত
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ● ত্রিপুরা সরকার
ICA/D-1850/2019-20

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: EE-1ED/UDP/31/2019-20

Sl No.	Name of the work/ DNIT No.	Estimated Cost (in rs)	Earnest Money (in rs)	Time for completion
1.	DNIT No. CE(Buildings)/ PWD/DNIT/ ACE/ Project Unit/36/ 2019-20 (2nd Call)	50,75,685.00	50,757.00	120(one hundred twenty) days

Last Date of Bidding is upto 15.00 Hrs on **23/03/2020 &** Time and Date of Opening of Bid at 15.00 Hrs on 24/03/2020. The intending bidders and other Bidders can access through website httpslitripuratenders.gov.in. For any.enquiry, please contact by e-mail to eeiedudaipur@gmail.com

For and on behalf of the Governor of Tripura.

ICA/C-2763/2019-20

(Er. Buddha Jamatia)
Exective Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Udaipur, Gomati Tripura.

Press Notice Inviting e-Tender No: 20/EE(Agri)/N/2019-20.

Sl. No.	e-DNIT No. of the work
1.	DNIT No - e-43/EE/AGRI/N/2019-20 Estimated cost:- Rs.5,75,320/- (2nd call)
2.	DNIT No - e-44/EE/AGRI/N/2019-20 Estimated cost:- Rs.4,10,642/- (2nd call)
3.	DNIT No - e-45/EE/AGRI/N/2019-20 Estimated cost:- Rs.6,40,095/- (2nd call)

Last date & time for document downloading and bidding upto 15.00 Hrs. on 11/03/2020 and time & date of opening of bid at 15.30 Hrs on 11/03/2020 (If possible).

Notes:- For more details kindly visit :- https://tripuratenders.gov.in or office of the undersigned.

For on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-2757/2019-20

Executive Engineer
Department of Agriculture & Farmers' Welfare
North Tripura, Dharmanagar.

■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

বগাফা কৃষিদপ্তরের উদ্দ্যোগে আত্মা প্রকল্পে কৃষকদের প্রশিক্ষন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৬ মার্চ।। বগফা কৃষিদপ্তরের উদ্দ্যোগে বিগত ৬ সাপ্তাহ যাবৎ বিভিন্ন প্রকারের প্রশিক্ষন এর মাধ্যমে ফার্মাস স্কুলের মধ্যদিয়ে আত্মা প্রকল্পে টি পি এস টু টিউবারলেট আলু চাষ সম্পর্কে প্রশিক্ষন প্রদান করেন। আজকে প্রশিক্ষনের সমাপ্তিদিনে কৃষকদের মাঠে নিয়ে ক্রপ কার্ট এরমধ্যদিয়ে প্রশিক্ষন দেওয়াহয়।

আজকের দিনে পৃথকভাবে দুইটি জায়গায় মাঠে গিয়ে ক্রপকার্ট করাহয়। এই সমাপ্তিদিনে প্রশিক্ষনে কৃষকদের সঙ্গে মাঠে যান বগাফা কৃষি দপ্তরের আধিকারিক দেবাশিষ পাল, শান্তির বাজার পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ দাস, পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা, শান্তির বাজার এগ্রি সেক্টর এর সেক্টর অফিসার শান্তনু মজুমদার ও অন্যান্য আধিকারিক গন। মাঠেগিয়ে সংবাদমাধ্যমের সন্মুখিন হয়ে কৃষি আধিকারিক দেবাশিষ পাল জানান আত্মা প্রকল্পের মধ্যদিয়ে বগাফা কৃষি দপ্তরের উদ্দ্যোগে আলু চাষের টি পি এস টু টি উবারলেট আলুচাষ সম্পর্কে প্রশিক্ষন দেওয়াহচ্ছে। তার পাশাপাশি অন্যান্য প্রকল্পের মধ্যদিয়েও দপ্তর কৃষদের বিভিন্নভাবে সহায়তাকরেযাচ্ছে। এরমধ্যে আজ কৃষকদের ক্রপকার্ট এরমধ্যদিয়ে মাঠের মধ্যেই প্রশিক্ষন দেওয়াহচ্ছে। অপরদিকে শান্তনু মজুমদার উনার বক্তব্য রাখতেগিয়ে জানান আত্মা প্রকল্পে কৃষদের আলুচাষেরজন্য এক লক্ষ ১০ হাজার টাকা প্রদানকরাহয়েছে। এছারা কৃষদের উপাদিত আলুর বীজ অন্যান্যবারের ন্যায় এইবারেও সরকারিভাবে ক্রয়করাহবে। তিনি জানান আজকের সমাপ্তিদিনে কৃকদের কৃষিজ জমিতে ২৫ স্কয়ারমিটার জায়গা ক্রপকার্ট করাহয়েছে।

যারমধ্যথেকে ৭০ কেজি আলুর বীজ উৎপাদন হয়েছে। হিসাবকরে দেখাযায় কৃষদের এইবারকার উৎপাদিত আলুর বীজ প্রতি স্কয়ার মিটারে ২ দশমিক ৮ কেজি উৎপাদন হয়েছে। যার উৎপাদন এক হেক্টরে ২৮ হাজার কেজি টি পি এস আলুর বীজ উৎপাদনে সক্ষম হয়েছে। এই আত্মা প্রকল্পে মোট ২৫ জনকে প্রশিক্ষন প্রদান করাহয় যারমধ্যে উত্তর পাটারি এসিভার ফার্মাস রয়েছে। বগাফা কৃষিদপ্তরের আওতায় মোট ২৫ কানি জায়গা টি পি এস টু টিউবারলেট আলুর চাষ করাহয়েছে। এইদিকে কৃষদের সঙ্গে কথাবলে জানাযায় অন্যান্যবারের তুলনায় এইবার আলুর বীজের ফলন ভালো হয়েছে। এতেকরে কৃষকরা খোবইখুশি।

আইজিএম হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে লিফট বিকল, দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ ।। রাজধানীর আইজিএম হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে রোগীদের ওঠানামা করার জন্য লিফট কিংবা র‍্যামের ব্যবস্থা না থাকায় প্রতিনিয়ত দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রসব বেদনায় কাতর মায়েদেরকে অনেক সময়ই চ্যাংদোলা করে নিয়ে যেতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে নিরাপত্তা কর্মী ও স্বাস্থ্য কর্মীরা স্ট্যাচার সহ রোগীকে কাধে করে কিংবা ৪-৫ জন মিলে তুলে নিয়ে যেতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা চলতে থাকলেও কার্যকরী কোন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। অবিলম্বে আইজিএমের প্রসূতি বিভাগে লিফট চালু করা কিংবা র‍্যামের ব্যবস্থা করার দাবি উঠেছে। কখন অগ্নিসংযোগ কিংবা কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটলে প্রসূতি বিভাগ থেকে রোগীদের উদ্ধার করাও কষ্টকর হয়ে উঠবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

আগরতলা থেকে সাইকেলে দিল্লি, "সুস্থ ভারত"-এর বার্তা ছড়িয়ে টিএসআর জওয়ানের দুঃসাহসিক অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। অসীম সাহস ও পরিশ্রমে ভর করে সাইকেলে চেপে দিল্লি গেলেন টিএসআর জওয়ান বিকাশ দাস। পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই বিকাশবাবু প্রায় সাড়ে তিন হাজার পথ পাড়ি দিয়েছেন। সময় নিয়েছেন ২৪ দিন। রোমাঞ্চকর এই অভিযান সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বার বার আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছিলেন তিনি। তাঁর দুঃসাহসিক অভিযান সম্পর্কে পরিবার এবং সহকর্মী কারোর জানা ছিল না। তবে একটি আক্ষেপ রয়ে গেছে তাঁর। ব্যস্ততার কারণে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ পাননি তিনি। মূলত, সুস্থ ভারত-এর বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই তাঁর এই দুঃসাহসিক অভিযান বলে দাবি করেন বিকাশ।

গত ১১ ফেব্রুয়ারি আগরতলার মহিলা মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন অযাচক আশ্রম প্রাঙ্গণ থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওয়ানা দেন টিএসআর ষষ্ঠ ব্যাটালিয়নের হাবিলদার বিকাশ দাস (৫০)। তিনি যোগেন্দ্রনগর বনকুমারী এলাকার বাসিন্দা। তাঁর পরিবারে মা, স্ত্রী এবং এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তান রয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা থেকে অসম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা হয়ে দিল্লি পৌঁছেন তিনি। ১ মার্চ তিনি দিল্লির ইন্ডিয়া গেটের সামনে পৌঁছেছিলেন।

তাঁর দাবি, দিল্লি যাওয়ার পথে কোনও অসুবিধা হয়নি। এক সফরে ভয় হচ্ছিল, কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় সমস্ত বাধা বিপত্তি কাটিয়ে গন্তব্যে পৌঁছিতে পেরেছি, বলেন তিনি। তাঁর কথায়, স্বাস্থ্যের প্রতি মানুষ এখন অনেক সচেতন। তবে, আরও সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সাইকেল চালানো সুস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত জরুরি। তিনি বলেন, সাইকেল চালানো আমার বহুদিনের শখ। অফিসে বেশিরভাগ সময় সাইকেলেই আসা-যাওয়া করি। সেই থেকে দুঃসাহসিক কিছু করার মনে বাসনা জাগে। তাই দামি সাইকেল কিনে ত্রিপুরাতেই দূর দূরান্তে যাতায়াত শুরু করি। মূলত, জ্বালানি তেলের সাশ্রয় এবং শরীর সুস্থ রাখার জন্য সাইকেলকে যাতায়াতের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে প্রচারের সিদ্ধান্ত নেন তিনি। বিকাশবাবুর কথায়, প্রায় ছয় মাস ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে সাইকেলে যাতায়াত করেছি। খোয়াই, আমবাসা, উদয়পুরে সাইকেলেই পাড়ি দিয়েছি। তাতেই সাহস জুগিয়ে দিল্লির উদ্দেশে যাত্রা শুরু করি গত ১১ ফেব্রুয়ারি। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে দেশের অন্য কোনও প্রান্তে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে, তাঁর দিল্লি সফরের কাহিনি শুনে আরও অনেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছেন। ফলে, ভবিষ্যতে সাইকেল সফরে অনেকেই তাঁর সঙ্গী হবেন বলে দাবি করেন তিনি। বিকাশবাবু জানিয়েছেন, দিল্লি থেকে তিনি ট্রেনে ত্রিপুরায় ফিরেছেন।

শুক্রবার নয়াদিল্লিতে ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির উদ্যোগে আয়োজিত বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

করোনা : অন্তর্দেশীয় উড়ানেও চেকিংয়ের আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি. স.): করোনা ভাইরাস ইতিমধ্যেই থাবা বসিয়েছে বিশ্বের বহু দেশ সহ ভারতের একাধিক শহরে। এই নিয়ে রাজ্যে নিরাপত্তা বাড়ানো হচ্ছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়উ তাঁর মতে এই পরিস্থিতিতে অন্তর্দেশীয় উড়ানেও চেকিং হওয়া উচিত।

নভেল করোনাভাইরাস নিয়ে রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ খবর জানতে চেয়ে শুক্রবার নবান্নে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডেকেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বৈঠকে জেলাশাসক থেকে শুরু করে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যোগ দেন। সেখানে বৈঠক শেষে তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যের সীমান্ত এলাকাগুলিতে বিশেষ নজরদারি দল পাঠানো হয়েছে। জয়গাঁও, বনগাঁ, রাধিকাপুর, ফুলবাড়ী-মালদা, চ্যাংড়াবান্ধা যে সমস্ত জায়গায় সীমান্ত রয়েছে সেখানে স্ক্রিনিং কমিটি গড়ে তোলা হয়েছে। সীমান্ত এলাকাগুলিতে স্ক্রিনিং সেটআপ গড়ে তোলার ব্যবস্থাও চলছে। ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে বিশেষ কিছু সাবধানতা অবলম্বন করার কথাও এদিন বৈঠকে বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "এত ভয়ের কোনও কারণ নেই। সব জ্বরই করোনা নয়। জ্বর হলে ১৪ দিন বিশ্রাম নিন। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।"

কলেজ স্ট্রিটে প্রেসিডেন্সির পড়ুয়াদের অবরোধ

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি. স.) : এবার রাজপথে অবস্থানে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। হিন্দু হস্টেলের তিন, চার ও পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের সংস্কার-সহ বেশ কিছু দাবিতে পড়ুয়ারা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন বেশ কিছু দিন ধরে।

এদিন সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ কলেজ স্ট্রিটে শুরু হয় পড়ুয়াদের এই অবরোধ। তাঁদের অভিযোগ, "একমাস ধরে চলছে হোস্টেল সমস্যা। ভিসি ম্যাম আলোচনায় বসছেন না। আমরা বাধ্য হয়ে অবস্থানে যেতে বাধ্য হচ্ছি।" কলেজ স্ট্রিটে উপাচার্য অনুরাধা লোহিয়ার ঘরের সামনে টানা এ বিষয়ে শিক্ষক এবং উপাচার্যের সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনার পরও সমাধান সূত্রে মেলেনি বলে দাবি আন্দোলনকারীদের। কিছুদিন ধরে উপাচার্যে-সহ আধিকারাকদের একাংশ কলেজ স্ট্রিটের বদলে নিউ টাউনে নয়া ভবনের ঘরে বসছেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বিক্ষোভরত পড়ুয়ারা বিছানা-বালিশ নিয়েয়আসেকলেজ স্ট্রিটের মোড়ে। সূত্রের খবর, পুলিশ-প্রশাসনের তরফে তাদের বোঝানোর চেষ্টা চলছে।

তুলাশিখর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য অ্যাম্বুলেন্স বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। তুলাশিখর ব্লক এলাকার পশ্চিম রাজনগর এ ডি সি ভিলেজের চেথুয়াং কমিউনিটি হলে আজ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় তুলাশিখর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, তুলাশিখর বি এ সি'র চেয়ারম্যান প্রদীপ দেববর্মা, খোয়াই-র মহকুমা শাসক অসিত কুমার দাস, তুলাশিখরের বি ডি ও নবকুমার জমাতিয়া প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, জনজাতি এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিষেবা সবার কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে রাজ্য সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তুলাশিখর ব্লক এলাকার স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর আরও উন্নয়নের লক্ষ্যেই এই অ্যাম্বুলেন্সটি প্রদান করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম রাজনগর এডিসি ভিলেজের চেয়ারম্যান ঊষারঞ্জন দেববর্মা। অনুষ্ঠানে উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া খোয়াই-র মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. অসীম মজুমদারের হাতে অ্যাম্বুলেন্সের চাবি তুলে দেন।

৭২ ঘণ্টায় ১২৩ কিমি রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্য, রেকর্ড তৈরির প্রস্তুতি রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে রেকর্ড সৃষ্টিকারী পদক্ষেপ নিতে চলেছে ত্রিপুরা সরকার। মাত্র ৭২ ঘণ্টায় ১২৩ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা তৈরি করে রেকর্ড তৈরির জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে রাজ্য। ত্রিপুরা সরকার এ-সংক্রান্ত একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রবিবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ভাগলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন।

প্রায় ৫৭১টি জনবসতিকে স্পর্শ করে এক লক্ষ মানুষের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক করার জন্য এই উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। এতে প্রায় ১.৫ লক্ষ শ্রমদিবস তৈরির মাধ্যমে ৬০ হাজার মানুষকে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেবে। এমজিএনরেগা প্রকল্পে এই কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করা হবে। এর জন্য ১ কোটি ২৫ লক্ষ ইট ব্যবহৃত হবে। যা স্থানীয় ব্রিকস ইন্ডাস্ট্রির আর্থিক অবস্থাকে চাঙ্গা করে তুলবে। সম্ভবত এই প্রথম একসঙ্গে ১.৫ কোটি ইটের বরাত পেয়েছেন তারা। এ ধরনের উদ্যোগ এর আগে দেশের কোনও রাজ্যে নেওয়া হয়নি বলে দাবি ত্রিপুরা সরকারের।

ধারণা করা হচ্ছে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা এই উদ্যোগ গ্রহণের মধ্য দিয়ে গোটা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের ব্যবস্থাকে নতুন রাস্তা দেখাবে। এই উদ্যোগের ফলে একদিকে যেমন গ্রামীণ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে, তেমনি ১.২৫ কোটি ইট ক্রয় করে অল্প সময়ে ব্রিক ইন্ডাস্ট্রিগুলির আর্থিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করবে। ত্রিপুরা সরকারের এই উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সুফল পাবে সমাজের অন্তিম স্তর পর্যন্ত মানুষ, আশাবাদী ত্রিপুরা সরকার। প্রশাসন সূত্রের খবর, জেলাশাসকের নেতৃত্বে ১০০ সুপারভাইজার, বিধায়ক, বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধি, কয়েকশো স্বেচ্ছাসেবী, ইঞ্জিনিয়াররা দিন রাত কাজ করে চলেছেন এই সফলতা অর্জন করার জন্য। এ ধরনের কর্মতৎপরতা সুশাসনের অন্যতম উদাহরণ বলে মনে হচ্ছে।

পছিয়ে গেল আইআইএফএ অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠান

ইন্দোর, ৬ মার্চ (হি.স.): মার্চ মাসের ২৭ থেকে ২৯ তারিখ মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে আইআইএফএ অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে কোরোনার বাড়তে থাকা প্রভাবে পিছিয়ে গেল বলিউডের অন্যতম প্রেস্টিজিয়াস এই শো।

এই বিশাল অ্যাওয়ার্ড শো-কে হোস্ট করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল মধ্যপ্রদেশ সরকার। রাজ্যের শিল্প-সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন বদ্ধপরিকর ছিল তারা। তার মাঝেই ঘটল এই বিপত্তি। গতকালই উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে একজনের শরীরে পাওয়া গেছে কোরোনার জীবাণু।ভুটানেও কোরোনা ভাইরাসের প্রথম কেস পাওয়া গেছে। এখনও অবধি সারা বিশ্বজুড়ে ৯৮ হাজার জন মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত। তার মধ্যে মারা গেছেন ৩৩০০ জন মানুষ।এই অবস্থায় আআইএফএ পিছোনোর সিদ্ধান্তে খুশি দেশবাসী।

ভারতের প্রবৃদ্ধিতে এমএসএমই-র ভূমিকা নিয়ে আলোচনাচক্র

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি. স.) : ২০২৫ সালে ভারতের অর্থনীতি যখন পাঁচ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছোবে, তার অর্ধেক থাকবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (এমএসএমই) হাতে। এই ক্ষেত্রের সুষম বিকাশের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে বলে মন্তব্য করেন বিশেষজ্ঞরা।

শুক্রবার মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এমসিসিআই) আলোচনাচক্রে এই বণিকসভার এমএসএমই-র বিভাগীয় প্রধান সঞ্জীব কোঠারি বলেন, এখন কৃষির পরেই ভারতের সর্ববৃহৎ কর্মনিয়োগ হচ্ছে এমএসএমই-তে। এই ক্ষেতরে এখন কাজ করছেন অন্তত ১২ কোটি মানুষ। দেশে এমএসএমই-র সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৬১ লক্ষ। ভারতের রফতানির প্রায় ৪৫ শতাংশ এমএসএমই-র হাতে। গ্রামাঞ্চলে, বিশেষত দুর্বল শ্রেণির মানুষের মানোন্নয়নে এমএসএমই-র বিশেষ উপযোগিতা আছে।

ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের (এনএসই) অন্যতম আধিকারিক দীপন মিত্র বলেন, আগের চেয়ে অনেক বেশি এমএসএমই শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত হয়েছে। এনএসই-তে এমএসএমই আছে ২০৬-এর ওপর। তাদের মোট ব্যবসা প্রায় ৩১ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ, প্রতিটির গড়ে ১৫ কোটি টাকার ওপর। এই তালিকাভূক্তি কেবল লগ্নি সংগ্রহ নয়, ইক্যুইটির মূল্যায়ণের সহায়ক হয়। এটা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, বিনিয়োগকারীরা এখন অনেক বেশি সতর্ক এবং সচেতন।

'অল্টারনেট সোর্স অফ ফিনান্সিং ফর এমএসএমইজ থ্রু ক্যাপিটাল মার্কেট' শীর্ষক এই আলোচনায় অংশ নেন রজত বৈদ, রামকৃষ্ণ এস আয়েঙ্গার প্রমুখ। ধন্যবাদ জানান এমসিসিআইয়ের গিরিধারীলাল গোয়েঙ্কা।

কাল ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনের নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ ।। রবিবার ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি পর্ব পুরোপুরি চূড়ান্ত। রবিবার সকাল ৯টা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হবে। এদিনই ভোট গণনা হবে। ভোট গ্রহণকে কেন্দ্র করে ভোটারদের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে শাসক শিবিরকে পরাস্ত করে বিরোধী শিবির জয়ী হওয়ার পর ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনেও আধিক্য স্থাপনের চেষ্টা চালাচ্ছে বিরোধী শিবির। ইতিমধ্যেই তারা ব্যাপক প্রচারে শামিলও হয়েছে। পক্ষান্তরে শাসক শিবিরও জয়ী হ্যায়ার জন্য প্রচারের অন্ত রাখেনি। খোদ আইনমন্ত্রী শাসক শিবিরকে জয়ী করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে বিরোধী শিবিরের অভিযোগ। আইনমন্ত্রী আইনজীবীদের ডেকে নিয়ে নানা প্রলোভন দিচ্ছেন বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও বিরোধী শিবিরই জয়ী হবে বলে দাবি করা হয়েছে। সংবিধান বাঁচাও মঞ্চ নামে বিরোধী শিবির জোর গলায় দাবি করেছে ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের মতই ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনেও তারাই বিপুল ভোটে জয়ী হবেন। এই জয় এখন শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা বলেও তারা দাবি করেছেন। ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনে মোট ২২টি পদে নির্বাচন হচ্ছে। মোট ভোটার ১৯০ জন। ভোটগ্রহণ পর্ব শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

তেলিয়ামুড়ায় কংগ্রেসের র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ মার্চ ।। মরাগাঙে পাল তুলতে কংগ্রেস দল নানা আন্দোলন, কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে শনিবার তেলিয়ামুড়ায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ বিশ্বাসের নেতৃত্বে এক বাইক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি কড়ুইলং থেকে শুরু হয়ে মোহরছড়া বাজারে গিয়ে শেষ হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে এবং বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে তেলিয়ামুড়া ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে শুক্রবার দুপুরে তেলিয়ামুড়া শহরে মোটর বাইক র‍্যালি অনুষ্ঠিত করল। স্থানীয় কড়ুইলং চৌমুহনি থেকে এই মোটর বাইক র‍্যালির সূচনা করেন রাজ্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পিযূষ বিশ্বাস। এছাড়াও ছিলেন খোয়াই জেলা কংগ্রেস সভাপতি বিক্রম সিন্‌হা, রাজ্য সেবা দলের চেয়ারম্যান নিত্যগোপাল রুদ্রপাল, তেলিয়ামুড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি কমল দাস, যুব নেতা অনির্বান সরকার সহ অন্যান্যরা। মিছিল শেষে জমায়েতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ বিশ্বাস বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনীতিতে চরম তলানিতে নিয়ে ঠেকিয়েছে।

দেশের মানুষ চরম দুর্দশায় দিন কাটাচ্ছেন। রাজ্যের বিজেপি'র নেতৃত্বাধীন সরকারেরও এদিন তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, রাজ্যের গ্রাম-পাহাড়ে কাজ নেই, খাদ্য নেই। মানুষ অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে জীবন-ধারণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। সরকার ক্ষমতায় আসার আগে ভিষন ডকুমেন্টে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল মিসড কলে চাকুরির ব্যবস্থা করবে। চাকুরি দেওয়া তো দূরের কথা, বেকারদের অর্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। কংগ্রেস দলকে শক্তিশালী করার জন্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের র‍্যালি ও সমাবেশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে জানিয়েছেন। জনসংযোগ বাড়াতেই তার এই কর্মসূচি।

হোলি উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

আগরতলা, ৬ মার্চ ঃ হোলি উৎসব উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সকল রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন—সারা দেশেই রঙের উৎসব হোলি আনন্দ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। এই উৎসব আমাদের সকলের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি ও সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে আসুক। আমাদের রাজ্যেও রাজন্য সময়কাল থেকে রঙের উৎসব হোলি সাড়ম্বরে চিরাচরিত রীতিতে পালিত হচ্ছে। প্রকৃতির অপরূপ রঙের সাথে বর্ণময় হয়ে উঠুক আমাদের প্রতিদিনের জীবন ও চিরাচরিত সাংস্কৃতি।

সাতসঙ্গম জাতীয় কৃষি সমবায় সমিতি বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় দখল করল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৬ মার্চ।। উত্তর জেলার সাতসঙ্গম জাতীয় কৃষি সমবায় সমিতি বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় দখল করল বিজেপি। আজ নির্বাচনের কাজে যুক্ত রিটার্নিং অফিসার কাজল দত্ত আনুষ্ঠানিকভাবে ৫ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড অফ ডাইরেক্টরের নাম ঘোষণা করেন। নবনির্বাচিত ৫ জন বোর্ড অফ ডাইরেক্টর থেকে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হবে। বিগত বাম আমলের আর্থিক দৈন্যদশা কাটিয়ে এলাকার কৃষকদের স্বনির্ভর করে তোলার প্রয়াস নিয়েছেন নবনিযুক্ত কমিটি। এদিকে আজ সাতসঙ্গম জাতীয় কৃষি সমবায় সমিতির নির্বাচন শেষে বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় বিজেপি দলের ৫ জন নির্বাচিত সদস্যকে সাথে নিয়ে কুর্তি কদমতলা মন্ডলের মন্ডল সভাপতি রাজা ধর সাংবাদিকের এক সাক্ষাৎকারে বলেন, দীর্ঘ ২৫ বছরের বাম শাসনের পর রাজ্যের জনগণ আর সিপিআইএম দল বা অন্য রাজনৈতিক দলকে ধুয়ে মুছে

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।